উৎসর্গ-পত্র।

যাঁহার নিকটে শ্রীমদ্ভাগবত, ষট্সন্দর্ভ ও গোবিন্দভাষ্যাদি বৈষ্ণবদর্শন-শাস্ত্রসমূহ

অধ্যয়ন করিয়াছি, যিনি কৃপা করিয়া আমাকে যথার্থ ভজনপথের

দিগ্দর্শন করাইয়াছেন, যাঁহার উপদেশাবলি অবলম্বনে

এই গ্রন্থসম্পাদনে সমর্থ হইলাম,

সেই—

ভারতবিখ্যাত ভক্তিশাস্ত্র-ব্যাখ্যাতা, শ্রীমদ্গৌড়েশ্বরসম্প্রদায়াচার্য্যবর্য্য,

মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজ, শ্রীমন্নিত্যানন্দবংশাবতংস,

প্রভুপাদ—

শ্রীল শ্রীপ্রাণগোপাল গোস্বামী সিদ্ধান্তরত্ন

মহোদয়ের শ্রীকরকমলে,

এই

"সাধনভক্তি-চন্দ্রিকা"

ভক্তি-সহকারে

উৎসর্গীকৃত

হইল।

ভূমিকা।

সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখনিবৃত্তিই পুরুষার্থ,—একথা দার্শনিকমাত্রেই স্বীকার করেন। যে সুখ অসীম ও অফুরন্ত,—যাহা একবার লাভ করিলে আর কোনও কালে তাহা হইতে বিচ্যুতি ঘটে না,—যাহার প্রাপ্তিতে আনুষঙ্গিক-ভাবে নিখিলদুঃখরাশি সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই পরব্রহ্মানন্দের প্রাপ্তিই অত্যন্ত-সুখ-প্রাপ্তি-রূপ পুরুষার্থ (রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি)। এই পরব্রহ্মানন্দের তিন প্রকারে অভিব্যক্তি,—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্। তন্মধ্যে বিলাস-বৈচিত্রী-গুণে ভগবৎস্বরূপই শ্রেষ্ঠ। একমাত্র প্রীত্যতিশয়স্বরূপা প্রেমভক্তি দ্বারাই সেই ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারা যায় (ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তীত্যাদি—শ্রুতি)। এই ভক্তির তারতম্যহেতু ভগবৎপ্রাপ্তিরও তারতম্য আছে। সমস্ত ভগবৎস্বরূপের মধ্যে সর্ব্বাংশী শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বেশ্বর বা স্বয়ং ভগবান্ (কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং, কৃষ্ণো বৈ পরমদৈবতং)। এই শ্রীকৃষ্ণ আবার ব্রজলীলাতেই পূর্ণতমরূপে বিরাজিত। সেই ব্রজলীলামধ্যেও শ্রীব্রজদেবী-গণসঙ্গেই সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-ধূর্য্য শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য বর্দ্ধিত হইয়া থাকেন; তন্মধ্যেও আবার একমাত্র শ্রীরাধিকার সঙ্গে যখন বিহার করেন, তখনই অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাতিশায়ি আনন্দমাধুর্য্য বা মদনমোহনত্ব-গুণের অভিব্যক্তি হইয়া থাকেন। অতএব অখণ্ডআনন্দরসময় শ্রীকৃষ্ণকে রাধিকারমণরূপে যদ্দ্বারা লাভ করিতে পারা যায়, সেই মধুরজাতীয় ব্রজপ্রেমই সর্ব্বথা পরম প্রয়োজন।

এই মধুর-প্রেম একমাত্র ব্রজদেবীগণেতেই বিরাজিত আছেন। সেই ব্রজদেবীগণের ভাবে বা রাগবিশেষে (প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে স্বাভাবিকী প্রেমময়ী পিপাসাতে) লুব্ধ হইয়া তাঁহাদের প্রেমসেবা বা রাগাত্মিকা-ভক্তির পরিপাটী সাধু-শাস্ত্র-গুরু-মুখে শ্রবণ করিয়া তাহাতেও লোভোৎপত্তির পর,

যাঁহারা যথাবস্থিত-সাধকদেহে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভৃতির এবং অন্তশ্চিন্তিত-তৎসেবোপযোগি-সিদ্ধদেহে শ্রীরূপমঞ্জরী-আদি ব্রজপরিকরগণের অনুগতভাবে ঐ সকল সেবাপরিপাটীর অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারাই ঐ প্রেম প্রাপ্ত হইয়া ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে রাধিকারমণরূপে লাভ করিয়া থাকেন; তাঁহাদের অনুষ্ঠিত এইরূপ ভক্তিপরিপাটীই রাগানুগা-ভক্তি বলিয়া অভিহিত হয়েন।

যাঁহারা এই রাগানুগাভক্তিমার্গে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের উপযোগীরূপে, আমার পরম স্নেহাস্পদ ছাত্র শ্রীমান্ নরহরি দাস ভাগবতভূষণ কর্ত্তৃক এই "সাধনভক্তি-চন্দ্রিকা" সম্পাদিত হইল। অত্যন্তবিধিসাপেক্ষ অর্চ্চনাঙ্গ ও তদানুষঙ্গিক যে সকল বৈধীভক্তির অঙ্গ এই গ্রন্থে বর্ণিত হইলেন, তাহা দেখিয়াই এই গ্রন্থখানি কেবল বিধিমার্গীয় পদ্ধতি মনে করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ বৈধীভক্তিতে শ্রবণকীর্ত্তনাদি যে সকল ভক্ত্যঙ্গ বর্ণিত আছেন, রাগানুগাভক্তিতেও সেই সকলকেই ভক্ত্যঙ্গ বলিয়া জানিতে হইবে (শ্রবণোৎকীর্ত্তনাদীনি বৈধীভক্ত্যুদিতানি তু। যান্যঙ্গানি চ তান্যত্র বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ॥—রসামৃতসিন্ধু)। অতএব রাগানুগামার্গেও অর্চ্চনাঙ্গ অবশ্য অনুষ্ঠেয়। ভক্তিসন্দর্ভে রাগানুগা-বিবেকে উক্ত আছে,—রাগানুগাপি বৈধী-সংবলিতৈবানুষ্ঠেয়া,"—রাগানুগা-ভক্তির অনুষ্ঠানও বৈধীভক্তির সঙ্গে মিশ্রিতভাবেই করিতে হইবে। তবে রাগানুগামার্গের সহিত যথাযোগ্য একতা রক্ষা করিয়াই মিশ্রিতভাবে বৈধীমার্গের অনুষ্ঠান করা উচিত (অত্র মিশ্রত্বে চ যথাযোগ্যং রাগানুগয়ৈকী-কৃত্যৈব বৈধী কর্ত্তব্যা—তত্রৈব)। অতএব অহংগ্রহোপাসনা, কতিপয় ন্যাস-মুদ্রা, দ্বারকাধ্যান ও রুক্মিণ্যাদিমহিষীবৃন্দের পূজা—রাগানুগীয়সাধক-গণের প্রতিকূল বলিয়া, এসকল অংশ বর্জ্জনপূর্ব্বক অর্চ্চনাঙ্গ অনুষ্ঠেয়; এজন্য বিরুদ্ধাংশ সকল পরিত্যাগ করিয়া এই গ্রন্থে অর্চ্চনাঙ্গ লিখিত হইল।

রাগানুগামার্গে স্মরণাঙ্গই প্রধান, সুতরাং অষ্টকালীন লীলার মধ্যে অন্ততঃ নিশান্তলীলা স্মরণ করিতে আরম্ভ করা, রাগানুগীয়সাধকমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। এজন্য এই গ্রন্থে নিশান্তলীলা-স্মরণ-পদ্ধতি প্রকাশিত হইল; ইহার বিস্তার ও প্রাতর্লীলাদি জানিতে ইচ্ছা হইলে, শ্রীগোবিন্দলীলামৃতাদি অষ্টকালীন-লীলা-গ্রন্থ ও সাধনভক্তি-চন্দ্রিকা—দ্বিতীয় বিভাগ দ্রষ্টব্য।

পরমস্নেহাস্পদ শ্রীমান্ গ্রন্থকার, বিশেষ গবেষণাপূর্ব্বক রাগানুগামার্গের উপযোগীরূপে এই সাধনভক্তি-চন্দ্রিকা বা শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ-ভজন-পদ্ধতি সম্পাদন করিয়াছেন। আশা করি, রাগানুগামার্গে প্রবেশলাভেচ্ছু সাধকগণের এই পদ্ধতিতে সমূহ উপকার হইবে। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রীমান্‌কে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, শ্রীকৃষ্ণসেবা ও বৈষ্ণবসেবাতে শ্রীমানের চিত্তবৃত্তি সর্ব্বদা রত থাকুক। ইতি—

শ্রীমন্নিত্যানন্দবংশ্য—শ্রীপ্রাণগোপাল গোস্বামী, সিদ্ধান্তরত্ন।

সম্পাদকের নিবেদন।

(প্রথম বারের।)

ভক্তিলেশপরিশূন্য এ অযোগ্যজনও, যে শক্তিতে প্রণোদিত হইয়া এই সাধনভক্তি-চন্দ্রিকা সম্পাদনে সমর্থ হইল, শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের সেই মহীয়সী কৃপাশক্তি জয়যুক্ত হউন। অদোষদর্শী শ্রীবৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে বিনীত প্রার্থনা, আমার অযোগ্যতা ও অনবধানতানিবন্ধন এই গ্রন্থের কোন স্থানে কোন প্রকার অঙ্গবৈগুণ্য পরিলক্ষিত হইলে, তাহা মার্জ্জনা করিবেন এবং কৃপা করিয়া আমাকে জানাইবেন; দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সময়, সে সকল স্থান সংশোধিত হইবে।

পরমারাধ্য শ্রীমন্নিত্যানন্দবংশাবতংস প্রভুপাদ শ্রীল অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয় সম্পাদিত 'সাধনসংগ্রহ' গ্রন্থে শ্রীমদদ্বৈতপ্রভুর অতি সুন্দর একটী অষ্টক প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা ৭০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইল; এজন্য প্রভুপাদের শ্রীচরণে কৃতজ্ঞ রহিলাম। ইতি—

শ্রীনবদ্বীপ, গানতলা রোড,
শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৪০
পৌষ-পূর্ণিমা।

শ্রীবৈষ্ণব-চরণরেণু-প্রার্থী
শ্রীনরহরি দাস,
সম্পাদক।

সম্পাদকের নিবেদন

(দ্বিতীয় বারের ।)

করুণাময় শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দের ইচ্ছায় সাধনভক্তি-চন্দ্রিকার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দ-ভজনপরায়ণ বৈষ্ণবগণের নিত্য প্রয়োজনীয় কতিপয় বিষয় এবার নূতন সন্নিবেশিত হওয়ায় এবং শ্রীপাদ নরোত্তম ঠাকুরমহাশয়ের প্রার্থনা বিশদ-ব্যাখ্যা-সহ প্রকাশ করায়, গ্রন্থের কলেবর বর্দ্ধিত হইল। প্রথম সংস্করণে কেবল নিশান্ত-লীলাই প্রকাশ হইয়াছিলেন, এবার সাধনভক্তি-চন্দ্রিকার দুইটী বিভাগ করিয়া প্রথম বিভাগে পূর্ব্ববারের ন্যায় নিশান্ত-লীলা পর্য্যন্ত প্রকাশ করা গেল; দ্বিতীয় বিভাগে প্রাভাতিক-লীলাদি সন্নিবেশিত করা হইল। প্রথম সংস্করণের অনুগ্রাহক গ্রাহক মহোদয়গণও এই দ্বিতীয় বিভাগ লইলেই তাঁহাদের অষ্টকালীন-লীলাস্মরণ পদ্ধতি সম্পূর্ণ হইবেন।

এবার সাধনভক্তি-চন্দ্রিকাতে শ্রীনবদ্বীপ ও শ্রীবৃন্দাবনের **যোগপীঠ** এবং শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের **চরণচিহ্ন** সংযোজিত করা হইল। বৈষ্ণবগণ এই গ্রন্থখানিকে পূজাযন্ত্র মনে করিয়া, ইহাতেই অর্চ্চনাও করিতে পারিবেন।

পরিশেষে বক্তব্য আমার পরম প্রীতিভাজন ভ্রাতৃপ্রবর সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত কবিরাজ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ষড়্দর্শনাচার্য্য, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, কাব্যতীর্থ, ব্যাকরণতীর্থ, পুরাণতীর্থ, সাংখ্য-তীর্থ, বেদান্ততীর্থ, বৈষ্ণবদর্শনতীর্থ মহাশয় এই গ্রন্থের প্রুফ্ দেখার সময় আমার অনেকটা সহায়তা করিয়াছেন; এজন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

সদাশয় শ্রীবৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে বিনীত প্রার্থনা, কোথাও কোন ভুলভ্রান্তি দৃষ্ট হইলে, অনুগ্রহপূর্ব্বক ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। ইতি—

শ্রীনবদ্বীপ, গানতলা রোড,
শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৪৪
শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী

শ্রীবৈষ্ণব-চরণ-রেণু-প্রার্থী
শ্রীনরহরি দাস,
সম্পাদক।

সম্পাদকের কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ।

(প্রথম বারের।)

যিনি এই গ্রন্থের বিশেষ উপযোগিতা
নিজে উপলব্ধি করিয়া
সম্পূর্ণ মুদ্রণব্যয়
প্রদানে,
শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দভজন লিপ্সু-বৈষ্ণবগণ-সমীপে
এই গ্রন্থ প্রকাশের সহায়তা করতঃ
অপরিসীম উপকার
করিলেন,
সেই-
শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দপদারবিন্দে ভক্তিমান্,
পরমহিতৈষী, উদারচেতা, প্রশান্তবুদ্ধি, বিমলচরিত্র,
পবিত্রকীর্ত্তি, ধর্ম্মপ্রাণ,
ময়মনসিংহজেলান্তর্গত নাগরপুর গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী,
মহামহিমান্বিত
রায় শ্রীযুক্ত বাবু সতীশচন্দ্র চৌধুরী বাহাদুর
মহোদয় সমীপে, চিরকৃতজ্ঞতাপাশে
আবদ্ধ রহিলাম।

প্রশংসা-পত্র

পূজ্যপাদ আচার্য্য-সন্তানগণ ও বৈষ্ণব-বৃন্দ এবং সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র-সমূহ, "সাধন-ভক্তি-চন্দ্রিকা" সম্যক্ সমালোচনা করিয়া সম্প্রদায়ের উপযোগী বোধে, যে সকল অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, নিম্নে তাহার কয়েকখানি মাত্র প্রদত্ত হইল ঃ—

ভারতবিখ্যাত-ভক্তিশাস্ত্রব্যাখ্যাতা শ্রীমন্মাধবগৌড়েশ্বর-সম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীনিত্যানন্দ-বংশবিভূষণ পণ্ডিতপ্রবর প্রভুপাদ **শ্রীল প্রাণগোপাল গোস্বামী** সিদ্ধান্ত-রত্ন মহোদয়, গ্রন্থখানি সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিয়াছেন এবং ভূমিকাতে স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীবৃন্দাবন শান্তি-কুটীর-নিবাসী নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট শ্রীশ্রীরাধারমণ-সেবা-সংরত শ্রীমন্মাধবগৌড়েশ্বর-সম্প্রদায়াচার্য্য পণ্ডিতপ্রবর **শ্রীল মধুসূদন গোস্বামী** সার্ব্বভৌম মহোদয় লিখিয়াছেন,—

"শ্রীমন্নরহরিদাসৈঃ সঙ্কলিতা কাব্যতীর্থতয়া।
প্রখ্যাতৈ র্যা মধুরা বৃদ্ধিক্ষয়বর্জ্জিতা পূর্ণা ॥
অপচারতমোহন্ত্রী সাধন-ভক্ত্যঙ্গ-কুমুদ-মোদকরী।
"সাধনভক্তি-চন্দ্রিকা" মধুসূদন-মানসং প্রসাদয়তি ॥"

শ্রীবৃন্দাবন শ্রীরাধারমণমন্দির ভক্তিসদন হইতে পণ্ডিতপ্রবর আচার্য্য **শ্রীল মদন মোহন গোস্বামী** ভাগবতরত্ন মহোদয় লিখিয়াছেন,—

"মহাশয়! আপনার প্রেরিত "শ্রীসাধনভক্তি-চন্দ্রিকা" নামক পুস্তক পাঠ করিয়া পরমপ্রীতি লাভ করিয়াছি। গ্রন্থের ভাষা সরল ও সুললিত। সাধকের যাহা আবশ্যকীয় বিষয়, সকলই এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

আমরা আশা করি, ইহা দ্বারা সর্ব্বজীব-জগতের পরম মঙ্গল-সাধন হইবে। শ্রীগৌরাঙ্গ-কৃপা ভিন্ন এরূপ গ্রন্থ লিখা দুঃসাধ্য। অলমতিবিস্তারেণ।"

পুরীধামস্থ শ্রীগম্ভীরা বা শ্রীশ্রীরাধাকান্ত-মঠের মহান্ত মহারাজ **শ্রীল রাধাকৃষ্ণ দাস গোস্বামী** মহোদয় লিখিয়াছেন,—

*** আপনার প্রেরিত "শ্রীশ্রীসাধনভক্তি-চন্দ্রিকা" গ্রন্থখানি *** পাঠ করিয়া বিশেষ আপ্যায়িত হইলাম। উক্ত গ্রন্থের ১০ খানি ভি, পি, ডাকযোগে *** পাঠাইবেন। ***

শ্রীমন্মাধ্বগৌড়েশ্বরসম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীনিত্যানন্দবংশ-বিভূষণ-পণ্ডিতপ্রবর প্রভুপাদ **শ্রীল সত্যানন্দ গোস্বামী** ভাগবতরত্ন মহোদয় লিখিয়াছেন,—

* * *"সাধনভক্তি-চন্দ্রিকা" গ্রন্থখানি * * * পাঠ করিয়াছি। তাহাতে বৈষ্ণবগণের নিত্যকর্ম্মাদি বহু বিষয় সুসিদ্ধান্তিতভাবে ব্যবস্থাপিত দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। এ দুর্দ্দিনে এইরূপ সদ্‌গ্রন্থের প্রকাশ, ভজনের বিমলপথের প্রচার—বিশেষ মঙ্গল ও আনন্দবর্দ্ধক। * *

শ্রীবৃন্দাবন কেশীঘাট-নিবাসী শ্রীল কুঞ্জদাস গোস্বামী মহোদয় লিখিয়াছেন,—

* * প্রাণাধিক নরহরি, গ্রন্থখানি পাইয়াছি, অতি সুন্দর হইয়াছে।

সাধনা।— বৈশাখ—১৩৩৩ [১ম সংখ্যা।]

"এই উপাদেয় গ্রন্থখানি শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাস অবলম্বনে লিখিত। ইহাতে গ্রন্থকারের স্বকপোল-কল্পিত মত একটীও নাই। গ্রন্থ-সম্পাদনে অতি সাবধানতার সহিত বৈষ্ণবাচার্য্য গোস্বামী-পাদগণের পদাঙ্কই সর্ব্বত্র অনুসৃত হইয়াছে। শ্রীগুরু-সম্বন্ধীয় এরূপ সুন্দর সুসিদ্ধান্ত এবং রাগানুগীয় ভজনের এইরূপ সুন্দর দিগ্‌দর্শন অপর কোনও আহ্নিকপদ্ধতিতেই দেখি নাই। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ-কৃত কামগায়ত্রীর ব্যাখ্যা এবং শ্রীল ঠাকুরমহাশয়ের

প্রার্থনা ও কতিপয় অত্যাবশ্যক স্তবাদি গ্রন্থখানিতে সন্নিবিষ্ট হওয়াতে ইহার উপাদেয়তা আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। সর্ব্বোপরি, ভারতের অদ্বিতীয় ভক্তিশাস্ত্র-ব্যাখ্যাতা প্রভুপাদ শ্রীল প্রাণগোপাল গোস্বামী মহোদয় কর্ত্তৃক অনুমোদিত হওয়ায়ও গ্রন্থখানি বৈষ্ণবজগতের একটী সম্পত্তিবিশেষ হইয়াছে। বাস্তবিক রাগানুগীয় ভজনের অনুকূল এইরূপ আর কোনও আহ্নিক-পদ্ধতি আমাদের দৃষ্টিপথে পড়ে নাই।"

পল্লীবাসী।— বৈশাখ—১৩৩৩।

"***গ্রন্থকার রাগানুগামার্গীয় ভক্তগণের অনুকূল করিয়া গ্রন্থখানি সম্পাদন করিলেও, বিধিমার্গীয় সাধকগণেরও যথেষ্ট উপকার হইয়াছে। রাগানুগামার্গে স্মরণাঙ্গই প্রধান। এজন্য নিশান্তলীলাটী সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থখানিতে বৈষ্ণবসাধকের অবশ্য জ্ঞাতব্য সকল কথাই আছে। * * * আমরা এই গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করিতেছি।"

হিতবাদী।— ২৮শে আশ্বিন, শুক্রবার—১৩৩৩।

"ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের নিত্যকর্ম্মপদ্ধতি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। শেষাংশে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরমহাশয়ের প্রার্থনা ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর মন্ত্রার্থদীপিকা প্রদত্ত হইয়াছে। ভজনেচ্ছু বৈষ্ণবগণের পক্ষে গ্রন্থখানি বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। গ্রন্থকার পণ্ডিত ও শাস্ত্রদর্শী। যোগ্যহস্তের সম্পাদনে গ্রন্থখানির যোগ্যতা বৃদ্ধি পাইয়াছে।"

আনন্দবাজার-পত্রিকা।—৪ঠা বৈশাখ, শনিবার—১৩৩৩

"এই গ্রন্থে রাগানুগামার্গের ভজনপদ্ধতি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বৈষ্ণব-রাগমার্গের সাধকেরা এইরূপ একখানি গ্রন্থের অভাব বহুদিন হইতে অনুভব করিতেছিলেন। গ্রন্থকার সে অভাব পূর্ণ করিয়াছেন, এজন্য তিনি সমস্ত বৈষ্ণব-জগতের ধন্যবাদার্হ। গ্রন্থকার ভক্ত ও পণ্ডিত, তিনি এই গ্রন্থে বহু গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। গ্রন্থশেষে শ্রীনিত্যানন্দাষ্টক,

অদ্বৈতাষ্টক প্রভৃতি স্তোত্র এবং নরোত্তম দাসের প্রার্থনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অনেক প্রসিদ্ধ গৌরলীলা-বিষয়ক পদও আছে। আমরা প্রত্যেক বৈষ্ণব ভক্তকে এই গ্রন্থ একখানা করিয়া ক্রয় করিতে অনুরোধ করিতেছি।"

অমৃতবাজার-পত্রিকা।— ২০শে মার্চ্চ, ১৯২৭।

ইংরাজী ভাষায় লিখিত অভিমতের সার মর্ম্ম। যথা—"প্রভুপাদ প্রাণ-গোপাল গোস্বামী এই গ্রন্থে একটী মূল্যবান্ ভূমিকা লিখিয়াছেন। গ্রন্থখানি বৈষ্ণবদিগের উপাসনা-পদ্ধতির একটী সুন্দর সংগ্রহ; চলিত কথায় ইহা "রাগানুগামার্গ" নামে পরিচিত। আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি যে, গ্রন্থখানি বহুদিনের একটী অভাব পূরণ করিবে এবং গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় অতিশয় উচ্চভাবে ইহার মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিবেন। সম্পাদক মহাশয় গ্রন্থের বিষয়গুলি সংগ্রহ ও সন্নিবেশ করিতে বহু সতর্কতা লইয়াছেন।"

মেদিনীপুরহিতৈষী।— ১৩ই চৈত্র, সোমবার ১৩৩৪।

"পুস্তকের নামেই উদ্দেশ্য সূচিত হইয়াছে। আমরা ইহা পাঠ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। বৈষ্ণবগণের অবশ্য করণীয় কর্ত্তব্য-সমুদয় অতি প্রাঞ্জল ভাষায় শৃঙ্খলাবদ্ধরূপে সন্নিবিষ্ট। অন্যান্য গ্রন্থ হইতে ইহার বিশেষত্ব এমন ভাবে হৃদয় অধিকার করিয়াছে যে, কেবলই ঊর্দ্ধবাহু হইয়া নাচিয়া নাচিয়া গ্রন্থকারের শ্রীচরণতলে পড়িতে ইচ্ছা করে। ফলতঃ সাধন-ভক্তির ইহা অপূর্ব্ব গ্রন্থ।"

ঃ*ঃ

সূচীপত্র।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ শরণং।
শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দদেবৌ বিজয়েতাং।

সাধনভক্তি-চন্দ্রিকা

অথ মঙ্গলাচরণং।

বন্দেহহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবং।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥ ১ ॥

বৃন্দারণ্যসদামশেষসুখদ-শ্রী-প্রাণ-গোপালকো
গোপীপ্রেমরসামৃতাব্ধিলহরী-কল্লোলমগ্নঃ সদা।
কৃষ্ণোৎকীর্ত্তন-নর্ত্তনৈকনিপুণঃ সদ্ধর্ম্মসংরক্ষকো
নিত্যানন্দগতি র্য এব হি নবদ্বীপাগতস্তং ভজে ॥ ২ ॥

শ্রীরোহিণীকুমারং হি সেবাবিগ্রহকং প্রভুং।
ব্রজপ্রেমপ্রদং বন্দে নিত্যানন্দ-স্বরূপকং ॥ ৩ ॥

শ্রীগোবিন্দ-পদারবিন্দমধুপং কৌপীন-কন্থাশ্রিতং
নিষ্ঠাপূর্ব্বকনামকীর্ত্তনপরং রোমাঞ্চিতং মূর্চ্ছিতং।
শ্রীচৈতন্যপদে মতেশ্চ জনকং মে পূজিতং সন্ততং
হ্যানন্দাম্বুধিবর্দ্ধনৈকনিপুণং গোপালদাসং ভজে ॥ ৪ ॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয় স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূ-বর্গেণ যা কল্পিতা।
শাস্ত্রং ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভো র্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥ ৫ ॥

প্রথমঃ প্রকাশঃ ।

অথ নিশান্তকৃত্যং ।

সাধক ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে (চারিদণ্ড রাত্রি থাকিতে) জাগরিত হইয়া, নিম্নলিখিত শ্রীনাম-মালা কীর্ত্তন করিতে করিতে গাত্রোত্থান করিবেন।

অথ শ্রীনাম-মালা ।

গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর হে ।
গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর হে ।
গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর পাহি মাং ।
গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর রক্ষ মাং ॥
শ্রীকৃষ্ণ-কৃষ্ণচৈতন্য সসনাতন-রূপক ।
গোপাল-রঘুনাথাপ্ত-ব্রজবল্লভ পাহি মাং ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাং ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাং ।
কৃষ্ণকেশব কৃষ্ণকেশব কৃষ্ণকেশব পাহি মাং ।
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাং ॥

অনন্তর,—

"সমুদ্রমেখলে দেবি পর্ব্বতস্তনমণ্ডলে ।
বিষ্ণুপত্নি নমস্তামি পাদস্পর্শং ক্ষমস্ব মে ॥"

এই মন্ত্রে পৃথিবীর নিকট পাদস্পর্শজনিত অপরাধ ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, "প্রিয়দত্তায়ৈ ভুবে নমঃ" মন্ত্রে পৃথিবীকে প্রণাম করতঃ শয্যা ত্যাগ করিতে হইবে। *

তৎপর গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া, হস্তপদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক দন্তধাবন করিবেন।

দন্তধাবন-বিধিঃ।

আয়ুর্ব্বলং যশো বর্চ্চঃ প্রজাঃ পশুবসূনিচ।
ব্রহ্ম প্রজ্ঞাঞ্চ মেধাঞ্চ ত্বং নো ধেহি বনস্পতে॥

এই মন্ত্রে কটুতিক্ত কষায়যুক্ত দ্বাদশাঙ্গুলি পরিমিত কাষ্ঠ শোধন করিয়া তদ্দ্বারা দন্তধাবন করিবেন। প্রতিপদ্, ষষ্ঠী, নবমী, একাদশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও রবিবারে দন্তে কাষ্ঠ সংযোগ না করিয়া, তৃণাদিদ্বারা দন্তধাবন কর্ত্তব্য। দন্ত-কাষ্ঠাদির অভাবে কিংবা একাদশ্যাদি উপবাসদিনে দ্বাদশ গণ্ডূষ জলদ্বারা দন্তশোধন করিতে হয়। সকল দিনেই জিহ্বা মার্জ্জন করিবেন।

অতঃপর রাত্রিবাস পরিত্যাগ ও বিশুদ্ধ বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক, শ্রীবিষ্ণুস্মরণ সহকারে আচমন করতঃ কম্বলাদিনির্ম্মিত আসনোপরি পূর্ব্বাভিমুখে স্বস্তিকাসনে (১) উপবিষ্ট হইয়া, পশ্চাল্লিখিত (২)

---

* দন্তধাবনের পরেই মলমূত্র ত্যাগ করা যাইতে পারে। তাহা হইলে এই সময়েই স্নান করিতে হইবে।

(১) "জানূর্ব্বোরন্তরে সম্যক্ কৃত্বা পাদতলে উভে। ঋজুকায়ো বিশেদ্ যোগী স্বস্তিকং তৎপ্রচক্ষতে॥" অস্যার্থঃ—বামজানু ও উরুর অবকাশে দক্ষিণ পদতল এবং দক্ষিণ জানু ও উরুর অবকাশে বাম পদতল স্থাপন পূর্ব্বক সরলদেহে সংযতচিত্ত হইয়া সুখে উপবেশন করিবে, ইহারই নাম স্বস্তিকাসন। (২) সন্ধ্যাপ্রকরণে লিখিত।

বিধি অনুসারে পুনর্ব্বার আচমন করিয়া, মস্তকে শ্রীগুরুপাদপদ্ম ধ্যান করিতে হইবে।

শ্রীগুরুধ্যানং।

ব্রহ্মরন্ধ্রে স্থিতে পদ্মে সহস্রদল-শোভিতে।
শ্রীগুরুং পরমাত্মানং ব্যাখ্যামুদ্রালসৎকরং।
দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং পীতং ধ্যায়েদখিলসিদ্ধিদং॥

অনন্তর শ্রীদীক্ষা-গুরুর শ্রীচরণ চিন্তা করিয়া, শ্রীগুরুর অষ্টক পাঠ ও প্রণাম করিবেন।

শ্রীগুরু-প্রণাম-মন্ত্রঃ।

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ (২)

তৎপর শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করিতে করিতে নিম্নলিখিত শ্লোক চতুষ্টয় পাঠ করিবেন। যথা—

জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো
যদুবরপরিষৎ স্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মং।
স্থিরচর-বৃজিনঘ্নঃ সুস্মিতশ্রীমুখেন
ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবং॥ ১॥

স্মৃতে সকল-কল্যাণ-ভাজনং যত্র জায়তে।
পুরুষং তমজং নিত্যং ব্রজামি শরণং হরিং॥ ২॥

বিদগ্ধগোপাল-বিলাসিনীনাং
সম্ভোগচিহ্নাঙ্কিত-সর্ব্বগাত্রং।

(২) অথবা—অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

পবিত্রমাম্নায়-গিরামগম্যং
ব্রহ্ম প্রপদ্যে নবনীত-চৌরং ॥ ৩ ॥
উদ্‌গায়তীনামরবিন্দলোচনং
ব্রজাঙ্গনানাং দিবমস্পৃশদ্ধ্বনিঃ।
দধ্নশ্চ নির্ম্মন্থন-শব্দ-মিশ্রিতো
নিরস্যতে যেন দিশামমঙ্গলং ॥ ৪ ॥

অনন্তর,—

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ-হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ *

এইমন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া, বিজ্ঞাপন করিবেন। যথা—
ত্রৈলোক্যচৈতন্যময়াদিদেব শ্রীনাথ বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে ॥

তৎপর প্রাত্যহিক যথাশক্তি নিয়মিত সংখ্যাপূর্ব্বক "শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র" জপ করিতে হইবে। অতঃপর নিম্নলিখিত মন্ত্রে শ্রীগুরুবর্গ, সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীকৃষ্ণকে অন্যূন বারচতুষ্টয় সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিবেন।

প্রণাম-মন্ত্রঃ।

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবং।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজন-সহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণ-পাদান্ সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥

---

* অথবা—নমো নলিননেত্রায় বেণুবাদ্য-বিনোদিনে।
রাধাধর-সুধাপান-শালিনে বনমালিনে ॥

অনন্তর স্নানের নিমিত্ত বহির্গত হইবেন। যথাবিধানে মল-মূত্রত্যাগাদি করিয়া, জলাশয়তীরে গমন করিবেন।

মলমূত্রত্যাগবিধিঃ।

লোমজবস্ত্র পরিধান করিয়া বস্ত্রান্তরদ্বারা মস্তক আচ্ছাদন পূর্ব্বক, গ্রামের নৈঋ্র্ত কোণে—গৃহ হইতে শরনিক্ষেপের দূরত্ব অতিক্রম করিয়া অধিক দূরে (তদসম্ভবে যে কোন দিকে স্বগৃহ হইতে দূরে) গমন করতঃ, দিবাভাগে উত্তরমুখে রাত্রিতে দক্ষিণ মুখে বসিয়া মলমূত্র ত্যাগ করিবেন। নিজচ্ছায়াতে, বৃক্ষচ্ছায়াতে, গো-সূর্য্য-অগ্নি-বায়ু-গুরু-দ্বিজাতি অভিমুখে, কর্ষিত-ভূমিতে শস্যমধ্যে, গোচারণস্থানে; জনসমাজে, পথিমধ্যে, নদী প্রভৃতি তীর্থে, জলমধ্যে, জলের তীরে ও শ্মশানে মলমূত্র ত্যাগ করিবেন না।

শৌচ-বিধিঃ।

মলত্যাগের পর,—লিঙ্গে একবার, গুহ্যে তিনবার, বাম হস্তে দশবার, উভয় হস্তে সাতবার, পদদ্বয়ে তিনবার এবং নখ সমূহে তিনবার মৃত্তিকা লেপন ও প্রক্ষালন করিবেন। শৌচ কার্য্যে —বল্মীক ও মূষিকোত্থিত, জলমধ্যস্থ, শৌচাবশিষ্ট, গৃহভিত্তিস্থ, কীটোপহত ও লাঙ্গলোদ্ধৃত মৃত্তিকা বর্জ্জন করিবেন।

অথ স্নানবিধিঃ।

বিশুদ্ধ বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক, শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে তীর্থাদিতে গমন করিয়া, তীরে বস্ত্রাদি রক্ষা করতঃ হস্ত পদ ধৌত করিবেন। পরে আচমনান্তে,—"অদ্য অমুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকবাসরে শ্রীকৃষ্ণপ্রীতয়ে স্নানমহং করিষ্যে" এই

মন্ত্রে সঙ্কল্প করিতে হইবে। তৎপর গঙ্গাদিতীর্থ স্মরণ করিয়া,—"ইদমর্ঘ্যং তীর্থায় সমর্পয়ামি" মন্ত্রে তীর্থকে অর্ঘ্য দিবেন।

সাগরস্বননির্ঘোষ দণ্ডহস্তাসুরান্তক।
জগৎস্রষ্টর্জ্জগন্মর্দ্দিন্ নমামি ত্বাং সুরেশ্বর॥

এই মন্ত্রে তীর্থপতিকে প্রণাম করিয়া;—"দেবদেব জগন্নাথ শঙ্খচক্র গদাধর। দেহি বিষ্ণো মমানুজ্ঞাং তব তীর্থনিষেবণে।" এই মন্ত্রে অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিবেন। তৎপর "ওঁ নমো নারায়ণায়" মন্ত্র পাঠ করিয়া, চারি দিকে চতুর্হস্ত পরিমাণ চতুষ্কোণ অঙ্কিত করতঃ তীর্থ কল্পনা করিবেন। তন্মধ্যে,—"বিষ্ণুপাদ-প্রসূতাসি বৈষ্ণবী বিষ্ণুদেবতা। ত্রাহি নস্ত্বেনসস্তস্মাদাজন্ম-মরণান্তিকাৎ।" এই মন্ত্রে গঙ্গাকে আবাহন করিবেন।

অনন্তর—"ওঁ নমো নারায়ণায়" মন্ত্রে সাতবার অভিমন্ত্রিত করপুটস্থিত জল—চারি, পাঁচ বা সাতবার মস্তকে দিবেন। তৎপর,—

অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে।
মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া দুস্কৃতং কৃতং॥

এই মন্ত্রে মৃত্তিকা গ্রহণ করিয়া, তদ্দ্বারা মস্তকাদি লেপন করিবে। পরে তীর্থ জলে প্রবেশ করিয়া, প্রবাহাভিমুখে (স্থিরজলে সূর্য্যাভিমুখে) প্রাণায়াম পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল ধ্যান করতঃ শ্রীকৃষ্ণনাম করিতে করিতে স্নান করিবেন। পুনরায় আচমন ও প্রাণায়াম করতঃ মূল মন্ত্র জপ ও শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল

চিন্তাপূর্ব্বক স্নান করিয়া কেশবাদি দ্বাদশ নাম (১) গ্রহণ করতঃ দ্বাদশ বার স্নান করিতে হইবে!

স্নানের পর গাত্রমার্জ্জনী দ্বারা অঙ্গ মার্জ্জন করিয়া, বিশুদ্ধ বস্ত্রযুগল পরিধান পূর্ব্বক (২) স্তবাদি পাঠ করিতে করিতে গৃহে আগমন করিবেন। কামগায়ত্রী পাঠ করিয়া শিখা-বন্ধন পূর্ব্বক শ্রীরাধাকুণ্ডের রজ আদি দ্বারা দ্বাদশ অঙ্গে তিলক ধারণ ও আচমন করিয়া শ্রীপ্রভুকে জাগরিত করিতে হইবে।

অথ শ্রীভগবৎ-প্রবোধন-বিধিঃ।

শ্রীমন্দিরের দ্বারদেশে গমন করিয়া ঘণ্টাদি বাদ্য সহকারে দ্বার উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক শ্রীমন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া,—

সোঽসাবদভ্রকরুণো ভগবান্ বিবৃদ্ধ-
প্রেমস্মিতেন নয়নাম্বুরুহং বিজৃম্ভন্।
উত্থায় বিশ্ববিজয়ায় চ নো বিষাদং
মাধ্ব্যা গিরাপনয়তাৎ পুরুষঃ পুরাণঃ॥
দেব প্রপন্নার্ত্তিহর প্রসাদং কুরু কেশব।
অবলোকনদানেন ভূয়ো মাং পাবয়াচ্যুত॥

---

(১) তিলকের মন্ত্রে যে কেশবায় নমঃ ইত্যাদি দ্বাদশ নাম আছে, এস্থলেও তাহাই বুঝিতে হইবে।

(২) সমর্থ হইলে জলাশয়তীরে উপবেশন করতঃ শিখাবন্ধন, আচমন, গঙ্গা মৃত্তিকাদি দ্বারা তিলক ধারণ ও পুনরাচমন করিয়া শ্রীগুরুচতুষ্টয়ের তর্পণ পূর্ব্বক, শ্রীকৃষ্ণকে তর্পণ ও অর্ঘ্য প্রদান করিবে। তৎপর ১০ বার কামগায়ত্রী জপ ও 'গুহ্যাতি' মন্ত্রে জপ সমাপন করিয়া, ১০ বার মূলমন্ত্র জপ ও 'গুহ্যাতি' মন্ত্রে জপ সমাপনান্তে গুর্ব্বাদিকে প্রণাম করিবে। এতদ্ ভিন্ন গৃহে আসিয়া পুনর্ব্বার যথা বিধানে সন্ধ্যা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

এই প্রবোধন-স্তুতি পাঠ করিয়া শ্রীপ্রভুকে জাগরিত করিতে হইবে (১)। তৎপর প্রথমতঃ কেবল দীপ বা শঙ্খ দ্বারা নীরাজন করিয়া তুলসী ভিন্ন নির্ম্মাল্য অপসারণ করিতে হইবে। অতঃপর মূল মন্ত্র দ্বারা শ্রীমুখ প্রক্ষালনার্থ পতদ্‌গ্রহে (ডাবরে) জলগণ্ডূষ, দন্তকাষ্ঠাদি (২) ও পুনর্ব্বার জলগণ্ডূষ অর্পণ করিয়া সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ড দ্বারা শ্রীমুখাদি সংমার্জ্জন করতঃ শ্রীচরণে তুলসী অর্পণ করিতে হইবে। তৎপর ক্ষীর লড্ডুকাদি দ্বারা যথাবিধানে নৈবেদ্য (৩), পানীয় জল ও আচমনীয় অর্পণ করিবেন।

অনন্তর শ্রীপ্রভুর প্রিয় শ্লোকাদি পাঠ করিতে করিতে কাঁসর ঘণ্টাদি বাদ্য সহকারে বহু বর্ত্তি সমন্বিত দীপ ও শঙ্খাদি

(১) আকরগ্রন্থে শ্রীভগবৎপ্রবোধনবিধিতে দেখা যায় যে, "দেবালয়ে গমন পূর্ব্বক ঘণ্টাদি বাদ্য করতঃ শ্রুতিস্তুতি ও প্রবোধনোপযুক্ত অন্যান্য স্তুতি দ্বারা শ্রীপ্রভুকে জাগরিত করিবে। তৎপর কেবল দীপ দ্বারা নীরাজন করিয়া 'সোহসাবদভ্রকরুণ" ইত্যাদি উপরোক্ত বাক্যে প্রার্থনা করিবে।" এই বিধি অনুসারে শ্রীপ্রভুকে জাগরিত করাই কর্ত্তব্য। তবে ইহা সকলের পক্ষে সম্ভবপর নয় বলিয়াই উপরে সংক্ষিপ্ত বিধি প্রদর্শিত হইল। এইরূপ সংক্ষিপ্ত প্রবোধনবিধি কোন সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন পদ্ধতিতেও লিখিত আছে। অথবা,—"উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ গোবিন্দ ত্যজ নিদ্রাং জগৎপতে। ত্বয়া চোত্থীয়মানেন চোত্থিতং ভুবনত্রয়ং॥" একমাত্র এই বাক্যে শ্রীভগবৎ প্রবোধনও সৎসম্প্রদায়ে প্রচলিত আছে।

(২) আদি শব্দে জিহ্বামার্জ্জনী, পাদুকা ও বিশুদ্ধ মৃত্তিকা বুঝিতে হইবে। এই সকল দ্রব্যের অভাবে ভাবনা দ্বারা অর্পণ করিবে।

(৩) নৈবেদ্যাদি অর্পণবিধি পূজাপ্রকরণে দ্রষ্টব্য।

দ্বারা যথাবিধানে (১) মঙ্গল-নীরাজন করিতে হইবে। নীরাজন সময়ে প্রসিদ্ধ মহাজন-রচিত মঙ্গল আরত্রিক পদাদি কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য।

তৎপর শ্রীপ্রভুকে প্রণাম করিয়া শ্রীমন্দির সংমার্জ্জন ও লেপনান্তে পুষ্পাদি (২) আহরণ করিতে হইবে।

অথ প্রাতঃকৃত্যং।

অথ তান্ত্রিক—সন্ধ্যাবিধিঃ।

ঃ*ঃ

বৈদিক ও তান্ত্রিকভেদে সন্ধ্যা দুই প্রকার। ব্রাহ্মণের উভয়বিধ সন্ধ্যা করা বিধেয়। ব্রাহ্মণেতর জাতি কেবল তান্ত্রিক সন্ধ্যা করিবেন। এস্থলে তান্ত্রিক সন্ধ্যাই লিখিত হইতেছে।

স্নানের পর (৩) বিশুদ্ধ শুক্ল বস্ত্র পরিধান ও উত্তরীয় ধারণ পূর্ব্বক পবিত্র স্থানে উপবেশন করতঃ সন্ধ্যা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। প্রথমে কামগায়ত্রী দ্বারা শিখা বন্ধন পূর্ব্বক আচমন করিয়া তিলক ধারণ করিবেন।

অথ তিলকধারণবিধিঃ।

ললাটাদিক্রমে দ্বাদশ অঙ্গে দ্বাদশটী তিলক রচনাপূর্ব্বক,—"ললাটে—কেশবায় নমঃ, উদরে—নারায়ণায় নমঃ, বক্ষঃস্থলে

---

(১) দীপ নিবেদন ও নীরাজনবিধি পূজাপ্রকরণে দ্রষ্টব্য।

(২) সূর্য্যোদয়ের—পূর্ব্বে পুষ্পচয়ন ও পরে তুলসীচয়ন করা বিধেয়।

(৩) সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে স্নানান্তে শ্রীমন্দির সংস্কারের পর পুষ্পাদি চয়নের নিমিত্ত বহির্দ্দেশে গমনাগমন করিতে হয় বলিয়া, শ্রীভগবদর্চ্চনার নিমিত্ত পুনর্ব্বার স্নান আবশ্যক। এ সময়ে অবগাহন না করিয়া, সংক্ষেপে গৃহে স্নান করিলেই চলিতে পারে।

পঞ্চপাত্রের জলে "মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ, অং অর্ক-মণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ," বলিয়া জলদ্বারা পূজা করিবে।

জলশুদ্ধিকরণং—অঙ্কুশমুদ্রাদ্বারা জল আলোড়ন চিন্তা করিয়া,—

গঙ্গেচ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধো কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥

এই মন্ত্রে জলশুদ্ধি করিবে। তৎপর পঞ্চপাত্রোপরি ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক, মৎস্যমুদ্রাদ্বারা পঞ্চপাত্র আচ্ছাদন করিয়া আটবার মূলমন্ত্র জপ করিবে।

অঘমর্ষণং—কিছু জল বামহস্তে লইয়া দক্ষিণহস্ত দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া "হং যং রং লং বং" মন্ত্র তিনবার জপ করিবে। তৎপর মধ্যমা ও অনামিকার অবকাশদিয়া বিগলিত জলের তিন বিন্দু ভুমিতে, সাতবিন্দু মস্তকে, মূলমন্ত্র জপসহকারে তত্ত্বমুদ্রাদ্বারা প্রোক্ষণ করিবে। অবশিষ্ট জল দক্ষিণহস্তে লইয়া অগ্নিময় চিন্তা করিয়া, বামনাসায় আকর্ষণ করতঃ চিন্তা করিবে যে,—দক্ষিণ কুক্ষিস্থিত কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষ তদ্দ্বারা ভস্মীভূত হইয়াছে এবং ভস্মাবশেষ জলদ্বারা ধৌত হইয়া দক্ষিণহস্তে পতিত হইয়াছে; তাহা "বজ্রশিলায়াং ফট্" মন্ত্রে বিরক্তি সহকারে দক্ষিণপার্শ্বে কল্পিত বজ্রশিলার উপরে নিক্ষেপ করিবে। অতঃপর হস্ত প্রক্ষালন পূর্ব্বক আচমন করিয়া তর্পণ করিবে।

অথ তর্পণবিধিঃ।

দেবান্ তর্পয়ামি, ঋষীন্ তর্পয়ামি, পিতৄন্ তর্পয়ামি, নারদং তর্পয়ামি, পর্ব্বতং তর্পয়ামি, জিষ্ণুং তর্পয়ামি, নিশঠং তর্পয়ামি, উদ্ধবং তর্পয়ামি, দারুকং তর্পয়ামি, বিশ্বক্সেনং তর্পয়ামি, শৈনেয়ং তর্পয়ামি, গুরূন্ তর্পয়ামি, পরমগুরূন্ তর্পয়ামি, পরাৎপরগুরূন্ তর্পয়ামি, পরমেষ্ঠিগুরূন্ তর্পয়ামি, শ্রীরাধিকাদি-শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়ান্ তর্পয়ামি, শ্রীদামাদি শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়ান্ তর্পয়ামি, বয়স্যান্ তর্পয়ামি, শ্রীনন্দং তর্পয়ামি, শ্রীযশোদাং তর্পয়ামি, শ্রীরোহিণীং তর্পয়ামি, শ্রীবলদেবং তর্পয়ামি, গোপান্ তর্পয়ামি, গোপীস্তর্পয়ামি, বৃক্ষাদীন্ তর্পয়ামি, বৃষান্ তর্পয়ামি, সুরভী-স্তর্পয়ামি, বৎসান্ তর্পয়ামি, ব্রহ্মাদীন্ তর্পয়ামি বলিয়া এক এক অঞ্জলি জলদ্বারা তর্পণ করিতে হইবে। "আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু" বলিয়া তিন অঞ্জলি জল দ্বারা তর্পণ করিতে হইবে।

অনন্তর করকচ্ছপিকা মুদ্রা রচনা করতঃ শ্রীবৃন্দাবনে যোগপীঠে কৃষ্ণকে ধ্যান (১) করিয়া মূলমন্ত্র স্মরণ পূর্ব্বক "শ্রীকৃষ্ণং তর্পয়ামি নমঃ" মন্ত্রে তিনবার তর্পণ করিবে। কামগায়ত্রী পাঠ করতঃ "ইদমর্ঘ্যং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ" বলিয়া অর্ঘ্য দিবে। যদি অসময়ে সন্ধ্যা করা হয়, তবে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ১০ বার কামগায়ত্রী জপ করিবে।

"গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপং।
সিদ্ধি র্ভবতু মে দেব ত্বৎপ্রসাদাত্বয়ি স্থিতে॥"

---

(১) শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান পূজাপ্রকরণে দ্রষ্টব্য।

এই মন্ত্রে এক অঞ্জলি জলদিয়া শ্রীকৃষ্ণকরে জপ সমর্পণ করিবে।

তৎপর শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিতে করিতে ১০৮ অষ্টোত্তর শতবার কামগায়ত্রী (ক্লীঁ কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ) জপ করিবে। 'গুহ্যাতিগুহ্য' মন্ত্রে 'ক্ষমস্ব' বলিয়া জপ সমর্পণ করিবে। পরে অঙ্গন্যাস, করন্যাস ও প্রাণায়াম (১) করিয়া অষ্টোত্তর শতবার মৌনভাবে মন্ত্রার্থচিন্তাসহকারে মূলমন্ত্র জপ করিতে হইবে। 'গুহ্যাতি গুহ্য' মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকরে জপ সমর্পণ করিবে। "ঐঁ" এই একাক্ষর গুরুমন্ত্র ১০৮ বার মস্তকোপরি জপ করিয়া 'গুহ্যাতিগুহ্য' মন্ত্রে জপ সমর্পণ পূর্ব্বক পুনরায় প্রণায়াম করিবে। অতঃপর "বন্দেঽহং শ্রীগুরো"রিত্যাদি (২) মন্ত্রে শ্রীগুরুবর্গ, সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু ও গোপীমণ্ডল-মণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিবে।

ইতি সন্ধ্যাবিধিঃ সমাপ্তঃ।

—ঃ*ঃ—

অথ পূজাবিধিঃ।

গুর্ব্বাজ্ঞা-গ্রহণং।—গন্ধপুষ্প দ্বারা শ্রীগুরুদেবকে অর্চ্চনা করিয়া শ্রীভগবদর্চ্চনার নিমিত্ত কৃতাঞ্জলি হইয়া, তদীয় অনুমতি প্রার্থনা করিবে। শ্রীগুরুদেব লৌকিক-ব্যবহারে অনুপস্থিত থাকিলে

(১) ন্যাস প্রাণায়ামাদি পূজাপ্রকরণে দ্রষ্টব্য।

(২) "বন্দেঽহং" শ্লোক ৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বা অপ্রকট হইলে, মনে মনে অর্চ্চনা ও আজ্ঞা প্রার্থনা করিবে। আজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে শ্রীভগবদর্চ্চনাতে প্রবৃত্ত হইবে। (১)

দিগ্‌বন্ধনং।—"ওঁ শার্ঙ্গায় সশরায় হুঁ ফট্ নমঃ" মন্ত্রে পুষ্প আতপ চাউল চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করিয়া দিগ্‌বন্ধন করিবে।

আসন-গ্রহণ-বিধিঃ।—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধার-শক্তয়ে নমঃ" বলিয়া আসন পূজা করিবে। তৎপর আসন স্পর্শ করিয়া,—"আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কূর্ম্মো দেবতা আসনাভিমন্ত্রণে বিনিয়োগঃ॥

পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা।
ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রমাসনং কুরু॥

এই মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিয়া আসন অভিমন্ত্রণ পূর্ব্বক তদুপরি পূর্ব্ব বা উত্তরাভিমুখে (২) স্বস্তিকাসনে (৩) উপবেশন করিবে, কিন্তু স্থির-শ্রীমূর্ত্তি থাকিলে তদভিমুখে বসিয়া পূজা করিতে হইবে।

(১) শ্রীমন্দিরে যাইয়া পূজা করিতে হইলে শ্রীগুর্ব্বাজ্ঞা গ্রহণের পর "এতে গন্ধ পুষ্পে শ্রীকৃষ্ণদ্বারদেবতাভ্যো নমঃ" বলিয়া দ্বারদেবতা পূজা করিতে হয়। তৎপর স্বকীয় বাম পার্শ্বস্থ চৌকাঠ সংলগ্ন ভূমি কিঞ্চিৎ স্পর্শপূর্ব্বক অঙ্গ সঙ্কুচিত করিয়া দেহলী স্পর্শ না হয়, এরূপ ভাবে প্রথমে দক্ষিণ পদ বিক্ষেপ পূর্ব্বক গৃহে প্রবেশ করিবে। তৎপর গৃহের নৈঋ্‌র্ত কোণে "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বাস্তুপুরুষায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ" বলিয়া পূজা করতঃ আসন গ্রহণ করিতে হয়।

(২) দিবসে পূর্ব্বাভিমুখে, রাত্রিতে উত্তরাভিমুখে উপবেশন প্রশস্ত।

(৩) স্বস্তিকাসন ৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পাত্রাসাদন বিধিঃ।—স্বীয় বামদিকে সম্মুখে আধার সহিত শঙ্খ, অর্ঘ্য, পাদ্য, আচমনীয় ও মধুপর্কপাত্র স্থাপন করিবে। দক্ষিণদিকে তুলসী-গন্ধ-পুষ্পাদির পাত্র স্থাপন করিবে। বামদিকে জলপূর্ণ কুম্ভ ও দক্ষিণদিকে দীপ স্থাপন করিবে। অপরাপর পূজোপকরণসমূহ স্বীয়দৃষ্টি নিক্ষেপ যোগ্য স্থলে রাখিবে। কর-প্রক্ষালনার্থ পৃষ্ঠভাগে একটি পাত্র স্থাপন করিবে।

অর্ঘ্যাদিপাত্র প্রতিষ্টা।—অর্ঘ্য, পাদ্য, আচমনীয় ও মধুপর্কপাত্রে জল পুষ্প তুলসী রাখিয়া, প্রতিপাত্রের উপরে আটবার মূলমন্ত্র জপ করিবে (১)। তাম্রপাত্রে পাদ্য, শঙ্খে আচমনীয়, কাংস্যপাত্রে মধুপর্ক স্থাপন বিধেয়।

মঙ্গলশান্তিঃ।—ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষিভির্যজত্রাঃ। স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভির্ব্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ॥ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্বদেবাঃ। স্বস্তি ন স্তার্ক্ষ্যোঽরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু॥ ওঁ শান্তিঃ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মারাধনেষু শান্তির্ভবতু॥

বিঘ্ননিবারণং।—অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ। যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া॥ এই মন্ত্র পাঠ করতঃ 'অস্ত্রায় ফট্' মন্ত্রে তিনবার বাম পদের গোড়ালীর আঘাত করিয়া ভূতলস্থ বিঘ্ন দূর করিবে। "অস্ত্রায়

(১) পুষ্পপাত্রস্থিত পুষ্পগুলি জলদ্বারা প্রোক্ষণ করতঃ তাহা স্পর্শ করিয়া,—"পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পসম্ভবে। পুষ্পচয়াবকীর্ণে হুঁ ফট্ স্বাহা" মন্ত্রে পুষ্প শোধন করিবে।

ফট্” মন্ত্রে ঊর্দ্ধোর্দ্ধ তালত্রয় (১) প্রদান করিয়া আকাশস্থ বিঘ্ন দূর করিবে। মূলমন্ত্রযোগে পলকহীন দিব্যদৃষ্টি দ্বারা দিব্য বিঘ্নরাশি দূরীভূত করিবে।

গুর্ব্বাদিপ্রণতিঃ। কৃতাঞ্জলি হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বাম-ভাগে ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরাৎপর-গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমেষ্ঠিগুরুভ্যো নমঃ। দক্ষিণে—গাং গণেশায় নমঃ, সম্মুখে—দুং দুর্গায়ৈ নমঃ, পশ্চাদ্দিকে—ওঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ, মধ্যে—ক্লীঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ বলিয়া প্রণাম করিবে।

করশুদ্ধিঃ।—একটি সচন্দন পুষ্প লইয়া “অস্ত্রায় ফট্” মন্ত্রে করদ্বয়ে মর্দ্দন করিয়া, বামদিকে নিক্ষেপ করিলে করশুদ্ধি হইল।

দশদিগ্‌বন্ধনং।—“অস্ত্রায় ফট্” মন্ত্রে ঊর্দ্ধোর্দ্ধ কর-তালীত্রয় প্রদান করিবে। দক্ষিণাবর্ত্তে পূর্ব্বদিক হইতে চেটিকা (তুড়ি) দিয়া দশদিক্ বন্ধন করিবে।

ভূতশুদ্ধিঃ।—‘রং’ এই বহ্নিবীজ স্মরণপূর্ব্বক আপনাকে জলধারা দ্বারা বেষ্টন করিয়া চিন্তা করিবে,—“আমি অগ্নিময় প্রাচীর মধ্যে উপবিষ্ট আছি”। তৎপর করকচ্ছপিকা মুদ্রা রচনা করিয়া ‘সোঽহং’ (২) মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক চিন্তাদ্বারা হৃদয়স্থ দীপ কলিকাকার জীবাত্মাকে শিরঃস্থিত সহস্রদল কমল মধ্যবর্ত্তী পরমাত্মাতে সংযোজিত করিবে। আমি শ্রীভগবানের ‘নিত্য-

(১) তিনবার হাতে তালি।

(২) “আমি শ্রীভগবানের সেই নিত্যদাস,’ ইহাই এস্থলে “সোঽহং” মন্ত্রের অর্থ।

সেবক'—শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বরূপ, এইরূপ মনে করিবে। পরে দেখিতেছি যে, দেহস্থ পঞ্চভূত তামস অহঙ্কারে বিলীন হইল, ইন্দ্রিয়গণ ও বুদ্ধি রাজস অহঙ্কারে, দেবতাগণ ও মন সাত্ত্বিক অহঙ্কারে, তিন অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে, মহত্তত্ত্ব প্রকৃতিতে বিলীন হইল। পরে নাভিস্থ বায়ুদ্বারা দক্ষিণ কুক্ষিস্থিত রুক্ষ কৃষ্ণবর্ণ পাপ-পুরুষ সহ শরীর শুষ্ক হইয়া, হৃদয়স্থিত বহ্নিদ্বারা দগ্ধ হইয়াছে ভাবনা করিবে। অনন্তর সহস্রার-মহাপদ্মস্থিত সম্পূর্ণমণ্ডল অমৃতাত্মক চন্দ্র হইতে বিগলিত মাতৃকাবর্ণময়ী ধারা দ্বারা ভস্মীভূত দেহ ধৌত হইয়া গেল। পরে দেখিতেছি যে,—বর্ণময়ী ধারা দ্বারা শ্রীভগবৎ সেবোপযোগী একটি দিব্যদেহ উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপ চিন্তার পর সহস্রদল কমল হইতে আত্মতত্ত্ব স্বরূপ তেজকে প্রণব দ্বারা আকর্ষণপূর্ব্বক হৃদয়ে স্থাপন করিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণ ধ্যান করিবে (১)।

প্রাণায়ামঃ।—কনিষ্ঠা ও অনামিকাদ্বারা বাম নাসা টিপিয়া দুইবার মূলমন্ত্র (অষ্টাদশাক্ষর) জপ করিতে করিতে বায়ু রেচন করিবে। অঙ্গুষ্ঠদ্বারা দক্ষিণ নাসা টিপিয়া চারিবার জপ করিতে করিতে বায়ু পূরণ করিবে। অনন্তর অঙ্গুলিত্রয় দ্বারা দুইনাসা টিপিয়া বায়ু কুম্ভক করিয়া ছয়বার মন্ত্র জপ করিবে। এইরূপে "বামে রেচন, দক্ষিণে পূরণ, উভয়ে কুম্ভক এবং দক্ষিণে রেচন, বামে পূরণ, উভয়ে কুম্ভক" এই তিনবার প্রাণায়াম করিবে। প্রাণায়ামকালে ব্রজপরিকরের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিবে।

(১) যাঁহারা শ্রীগুরুপ্রণালী প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা ভূতশুদ্ধি স্থানে শ্রীগুরুপ্রদত্ত স্বকীয় সিদ্ধদেহ ভাবনা করিবেন।

শ্রীদশাক্ষর মন্ত্রে কামবীজ একবার জপে রেচন, সাতবার জপে পূরণ, বিংশতিবার জপে কুম্ভক করিবে। এইরূপ প্রাণায়ামে অসমর্থ হইলে, রেচক-পূরক-কুম্ভকে ষোড়শ, দ্বাত্রিংশৎ ও চতুঃষষ্টি-বার কামবীজ জপ করিয়া প্রাণায়াম করিবে।

অথাষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রস্য ঋষ্যাদি-স্মরণং।—অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রস্য শ্রীনারদ ঋষিঃ, গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সকললোকমঙ্গলঃ শ্রীনন্দগোপতনয়ো দেবতা, ক্লীং বীজং, স্বাহা শক্তিঃ, কৃষ্ণঃ প্রকৃতিঃ, দুর্গাধিষ্ঠাত্রী দেবতা অভিমতার্থে বিনিয়োগঃ।

অঙ্গন্যাসঃ।—"ক্লীঁ কৃষ্ণায় হৃদয়ায় নমঃ বলিয়া অঙ্গুষ্ঠ-বর্জ্জিত করশাখাদ্বারা হৃদয়স্পর্শ। "গোবিন্দায় শিরসে স্বাহা" বলিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা বর্জ্জিত করশাখা দ্বারা মস্তকস্পর্শ। "গোপী-জন শিখায়ৈ বষট্" মন্ত্রে অঙ্গুষ্ঠদ্বারা শিখা স্পর্শ। "বল্লভায় কবচায় হুঁ" বলিয়া ব্যাপক ন্যাসবৎ সর্ব্বাঙ্গুলিতে সর্ব্বাঙ্গস্পর্শ। "স্বাহা অস্ত্রায় ফট্" বলিয়া দিগ্‌বন্ধনবৎ চতুর্দ্দিকে তুড়ি দিবে।

করন্যাসঃ।—"ক্লীঁ কৃষ্ণায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ" মন্ত্রে তর্জ্জনী-দ্বারা অঙ্গুষ্ঠস্পর্শ। "গোবিন্দায় তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা" মন্ত্রে অঙ্গুষ্ঠদ্বারা তর্জ্জনী স্পর্শ। "গোপীজন মধ্যমাভ্যাং বষট্" মন্ত্রে অঙ্গুষ্ঠদ্বারা মধ্যমাস্পর্শ। "বল্লভায় অনামিকাভ্যাং হুঁ" মন্ত্রে অঙ্গুষ্ঠদ্বারা অনামিকাস্পর্শ। "স্বাহা অস্ত্রায় ফট্" মন্ত্রে অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা কনিষ্ঠাস্পর্শ।

অক্ষরন্যাসঃ।—"ক্লীঁ নমঃ" মস্তকে, "কৃং নমঃ" ললাটে, "ষ্ণাং নমঃ" ভ্রূমধ্যে, "য়ং নমঃ" দক্ষিণ কর্ণে, "গোং নমঃ"

বামকর্ণে, "বিং নমঃ" দক্ষিণ নেত্রে, "ন্দাং নমঃ" বামনেত্রে, "য়ং নমঃ" দক্ষিণ নাসায়, "গাং নমঃ" বামনাসায়, "পীং নমঃ" মুখে, "জং নমঃ" কণ্ঠে, "নং নমঃ" হৃদয়ে, "বং নমঃ" নাভিতে, "ল্লং নমঃ" দক্ষিণ কটিতে, "ভাং নমঃ" বাম কটিতে, "য়ং নমঃ" গুহ্যে, "স্বাং নমঃ" জানুদ্বয়ে, "হাং নমঃ" পদদ্বয়ে ন্যাস করিবে অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা তত্তৎস্থান স্পর্শ করিবে।

ব্যাপক-ন্যাসঃ।—সমগ্র মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া, কেশ হইতে পাদ পর্য্যন্ত দুইহস্ত দ্বারা তিনবার ব্যাপক ন্যাস করিবে।

ঋষ্যাদিন্যাসঃ।—"অষ্টাদশাক্ষর-শ্রীগোপালমন্ত্রস্য শ্রীনারদায় ঋষয়ে নমঃ" মন্ত্রে মস্তকে, "গায়ত্র্যেচ্ছন্দসে নমঃ" মন্ত্রে মুখে, "সকললোক-মঙ্গল-শ্রীমন্নন্দ-গোপতনয়ায় দেবতায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে হৃদয়ে, "ক্লীঁ বীজায় নমঃ" মন্ত্রে দক্ষিণ স্তনে, "স্বাহায়ৈ শক্তয়ে নমঃ" মন্ত্রে বামস্তনে, "কৃষ্ণায় প্রকৃতয়ে নমঃ" মন্ত্রে পুনঃ হৃদয়ে, "দুর্গায়ৈ অধিষ্ঠাত্রীদেবতায়ৈ নমঃ মন্ত্রে পুনঃ হৃদয়ে পূর্ব্ববৎ ন্যাস করিবে। (১)

মুদ্রা-পঞ্চকং।—অনন্তর বেণু, বনমালা, শ্রীবৎস, কৌস্তুভ ও বিল্বমুদ্রা প্রদর্শন করিবে।

অতঃপর "ওঁ নমঃ সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফট্" মন্ত্রে দশদিক্ বন্ধন করিয়া যথাবিধানে ধ্যান করিতে হইবে।

---

(১) অথ দশাক্ষরমন্ত্রস্য ঋষ্যাদি-স্মরণং—দশাক্ষরমন্ত্রস্য শ্রীনারদ ঋষিঃ, বিরাটচ্ছন্দঃ সকললোকমঙ্গলঃ শ্রীমন্নন্দতনয়ো দেবতা, ক্লীঁ বীজং, স্বাহা শক্তিঃ, কৃষ্ণঃ প্রকৃতিঃ দুর্গাধিষ্ঠাত্রীদেবতা অভিমতার্থে বিনিয়োগঃ।

অথ ধ্যানবিধিঃ।

করকচ্ছপিকামুদ্রা রচনা করিয়া ধ্যান করিতে হয়। প্রথমতঃ শ্রীনবদ্বীপে শ্রীগুরুর ধ্যান ও অর্চ্চনা করিবে। তৎপর-সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধ্যান ও অর্চ্চনা করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীমন্নন্দনন্দনের ধ্যান ও অর্চ্চনা করিবে।

শ্রীনবদ্বীপধ্যানং।

স্বর্ধুন্যাশ্চারুতীরে স্ফুরিতমতিবৃহৎ কূর্ম্মপৃষ্ঠাভগাত্রং
রম্যারামাবৃতং সন্মণিকনকমহাসদ্মসঙ্ঘৈঃ পরীতং।
নিত্যং প্রত্যালয়োদ্যৎ-প্রণয়ভরলসৎ-কৃষ্ণসংকীর্ত্তনাঢ্যং
বৃন্দাটব্যভিন্নং ত্রিজগদনুপমং শ্রীনবদ্বীপমীড়ে॥

অঙ্গন্যাসঃ—"আচক্রায় স্বাহা হৃদয়ায় নমঃ", "বিচক্রায় স্বাহা শিরসে স্বাহা," "সুচক্রায় স্বাহা শিখায়ৈ বষট্," "ত্রৈলোক্যরক্ষণচক্রায় স্বাহা কবচায় হুঁ," "অসুরান্তকচক্রায় স্বাহা অস্ত্রায় ফট্," মন্ত্রে অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের ন্যায় ন্যাস করিবে।

করন্যাসঃ—"আচক্রায় স্বাহা অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ" "বিচক্রায় স্বাহা তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা" "সুচক্রায় স্বাহা মধ্যমাভ্যাং বষট্," "ত্রৈলোক্যরক্ষণচক্রায় স্বাহা অনামিকাভ্যাং হুঁ," "অসুরান্তকচক্রায় স্বাহা কনিষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্," মন্ত্রে পূর্ব্ববৎ ন্যাস করিবে।

ব্যাপকন্যাসঃ—অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রবৎ।

অক্ষরন্যাসঃ—"গৌং হৃদয়ায় নমঃ," "পীঃ শিরসে নমঃ," "জং শিখায়ৈ নমঃ," "নং কবচায় নমঃ" "বং অস্ত্রায় দশদিগ্‌ভ্যো নমঃ" "ল্লং দক্ষিণপার্শ্বায় নমঃ," "ভাং বামপার্শ্বায় নমঃ," "ম্বং কট্যৈ নমঃ," "ম্বাং পৃষ্ঠায় নমঃ," "হাং মস্তকায় নমঃ"।

শ্রীমন্নবদ্বীপ-যোগপীঠে সপার্ষদ-শ্রীমন্মহাপ্রভোঃ স্থিতি-নির্ণয়ঃ।

সিংহাসনস্থ মধ্যে শ্রীগৌরকৃষ্ণং স্মরেত্ততঃ।
দক্ষে নিত্যানন্দরামং গৌরাঙ্গ-প্রেমবিগ্রহং॥
বামে গদাধরং দেবমানন্দ-শক্তিবিগ্রহং।
দেবস্যাগ্রে কর্ণিকায়ামদ্বৈতং বিশ্বপাবনং॥
তদ্দক্ষিণে ভক্তবর্য্যং শ্রীবাসং ছত্রহস্তকং।
চতুর্দ্দিক্ষু মহানন্দময়ং ভক্তগণং ততঃ॥

শ্রীনবদ্বীপমধ্যে চতুর্দ্বার সমন্বিত শ্রীরত্নমন্দির, তন্মধ্যে রত্ন-সিংহাসনে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু অবস্থিত আছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাম পার্শ্বে সিংহাসনের অধোভাগে দ্বিনেত্র দ্বিভুজ পীতবর্ণ শ্বেতবস্ত্র পরিহিত ব্যাখ্যামুদ্রাধারী শ্রীগুরুদেবকে ধ্যান করিবে।

শ্রীগুরুধ্যানং।

কৃপামরন্দান্বিত-পাদ-পঙ্কজং
শ্বেতাম্বরং গৌররুচিং সনাতনং।
শন্দং সুমাল্যাভরণং গুণালয়ং
স্মরামি সদ্ভক্তিময়ং গুরুং হরিং॥

অথবা

শশাঙ্কাযুত-সঙ্কাশং বরাভয়-লসৎকরং।
শুক্লাম্বরধরং দেবং শুক্লমাল্যানুলেপনং॥

শুদ্ধস্বর্ণরুচিং শুদ্ধভাবভূষা-কলেবরং।
সচ্চিদানন্দ-সান্দ্রাঙ্গং করুণামৃতবর্ষিণং ॥
শিষ্যানুগ্রহসন্ধানং স্মিতনিত্যযুতাননং।
শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-সেবাদি-দাতারং দীন-পালকং ॥
সমস্তমঙ্গলাধারং সর্ব্বানন্দ-ময়ং বিভুং।
ধ্যায়ন্ শ্রীগুরুদেবং তং পরমানন্দমশ্নুতে ॥

আত্মধ্যানং।

দিব্য-শ্রীহরি-মন্দিরাঢ্য-তিলকং কণ্ঠং সুমালান্বিতং
বক্ষঃ শ্রীহরিনাম-বর্ণ-সুভগং শ্রীখণ্ডলিপ্তং পুনঃ।
শুভ্রং সূক্ষ্মনবাম্বরং বিমলতাং নিত্যং বহন্তীং তনুং
ধ্যায়েচ্ছ্রী-গুরুপাদপদ্ম-নিকটে সেবোৎসুকাঞ্চাত্মনঃ ॥

এইরূপে শ্রীগুরুপাদপদ্ম-নিকটে আপনাকে ভাবনা করিয়া; যথাশক্তি সম্ভবমত উপচার (১) অর্পণ পূর্ব্বক শ্রীগুরু-পূজা করিবে শ্রীগুরুদেবকে উপচার অর্পণকালে প্রত্যেক উপচার উল্লেখপূর্ব্বক (যেমন—এতে গন্ধপুষ্পে) "ঐঁ শ্রীগুরবে নিবেদয়ামি নমঃ" বলিয়া অর্পণ করিতে হইবে (২)।

শ্রীমন্মহাপ্রভু-ধ্যানং।

শ্রীমন্মৌক্তিকদামবদ্ধ-চিকুরং সুস্মের-চন্দ্রাননং
শ্রীখণ্ডাগুরুচারু-চিত্রবসনং স্রগ্‌দিব্যভূষাঞ্চিতং।

---

(১) শ্রীগুরুপূজাতে তুলসী ও আমান্ন নৈবেদ্য অর্পণ করা যায় না; এ সম্বন্ধে বিশেষ বিচার দ্বিতীয় প্রকাশে দ্রষ্টব্য।

(২) অতঃপর শ্রীগুরুদেবের নিকটে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা প্রার্থনা করিবে। যথা— "শ্রীগুরো পরমানন্দ প্রেমানন্দফলপ্রদ। ব্রজানন্দপ্রদানন্দসেবায়াং মাং নিয়োজয় ॥"

নৃত্যাবেশ-রসানুমোদ-মধুরং কন্দর্পবেশোজ্জ্বলং
চৈতন্যং কনকদ্যুতিং নিজজনৈঃ সংসেব্যমানং ভজে ॥

শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু-ধ্যানং।

বিদ্যুদ্দামমদাভিমর্দ্দনরুচিং বিস্তীর্ণ-বক্ষঃস্থলং
প্রেমোদ্ঘূর্ণিত-লোচনাঞ্চল-লসৎস্মেরাভিরম্যাননং।
নানাভূষণ-ভূষিতং সুমধুরং বিভ্রদ্ঘনাভাম্বরং
সর্ব্বানন্দ-করং পরং প্রবর-নিত্যানন্দ-চন্দ্রং ভজে ॥

শ্রীমদদ্বৈতপ্রভু-ধ্যানং।

সদ্ভক্তালিনিষেবিতাঙ্ঘ্রিকমলং কুন্দেন্দু-শুক্লাম্বরং
শুদ্ধস্বর্ণরুচিং সুবাহুযুগলং স্মেরাননং সুন্দরং।
শ্রীচৈতন্যদৃশং বরাভয়করং প্রেমাঙ্গভূষান্বিত-
মদ্বৈতং সততং স্মরামি পরমানন্দৈককন্দং প্রভুং ॥

শ্রীগদাধরপণ্ডিত-ধ্যানং।

কারুণ্যৈকমরন্দ-পদ্ম-চরণং চৈতন্যচন্দ্রদ্যুতিং
তাম্বূলার্পণভঙ্গি-দক্ষিণকরং শ্বেতাম্বরং সুন্দরং।
প্রেমানন্দতনুং সুধাস্মিতমুখং শ্রীগৌরচন্দ্রেক্ষণং
ধ্যায়েচ্ছ্রীল-গদাধরং দ্বিজবরং মাধুর্য্যভূষোজ্জ্বলং

শ্রীশ্রীবাসপণ্ডিত-ধ্যানং।

শুক্লাম্বরধরং গৌরং গৌরভক্তবরং দ্বিজং।
শ্রীবাসপণ্ডিতং ধ্যায়েদ্ গৌরভক্তিপ্রদং মুনিং ॥

অথ মানসী পূজা।

স্বাগতং দেবদেবেশ সন্নিধৌ ভব কেশব।
গৃহাণ মানসীং পূজাং যথার্থপরিভাবিতাং ॥

এইরূপ প্রার্থনা করিয়া যাহাতে নিজের তৃপ্তি হয়, সেইরূপ-ভাবে পাদ্য অর্ঘ্যাদি উপচারে মানসে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূজা করিবে।

অনন্তর গুরুপ্রণালী অনুসারে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগুরুর সিদ্ধ-দেহ চিন্তাপূর্ব্বক, স্বকীয় সিদ্ধদেহ চিন্তা করতঃ শ্রীগুরুরূপা মঞ্জরীর নিকটে শ্রীকৃষ্ণের সেবা প্রার্থনা করিবে (১)। তৎপর শ্রীবৃন্দাবনের ধ্যান করিতে হইবে।

অথ শ্রীবৃন্দাবন-ধ্যানং।

অথ প্রকট-সৌরভোদ্-গলিত মাধ্বিকোৎফুল্লসৎ-
প্রসূন-নবপল্লব-প্রকরনম্রশাখৈদ্রু মৈঃ।
প্রফুল্ল-নবমঞ্জরী-ললিতবল্লরী-বেষ্টিতৈঃ
স্মরেচ্ছিশিরিতং শিবং সিতমতিস্তু বৃন্দাবনং ॥

এইরূপে শ্রীবৃন্দাবনের ধ্যান করিয়া তন্মধ্যে কল্পতরুমূল-বর্ত্তি-কনকস্থলীস্থিত মণিকুট্টিমমধ্যে অরুণবর্ণ অষ্টদল কমলাকৃতি মহাযোগপীঠে অবস্থিত প্রেয়সীবর্গপরিবেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিবে।

(১) প্রার্থনা বাক্যং—"ত্বং গোপিকা বৃষরবেস্তনয়ান্তিকেঽসি সেবাধি-কারিণি গুরো নিজপাদ-পদ্ম। দাস্যং প্রদায় কুরু মাং ব্রজকাননে শ্রীরাধাঙ্ঘ্রি-সেবনরসে সুখিনীং সুখাব্ধে ॥"

শ্রীকৃষ্ণ-ধ্যানং।

স্মরেদ্ বৃন্দাবনে রম্যে মোহয়ন্তমনারতং।
গোবিন্দং পুণ্ডরীকাক্ষং গোপকন্যাঃ সহস্রশঃ॥
আত্মনো বদনাম্ভোজে প্রেরিতাক্ষি-মধুব্রতাঃ।
বিবশাঃ কামবাণেন চিরমাশ্লেষণোৎসুকাঃ॥
মুক্তাহারলসৎপীনোত্তুঙ্গ-স্তনভরানতাঃ।
স্রস্ত-ধম্মিল্লবসনাঃ মদস্খলিত-ভাষণাঃ॥
দন্তপংক্তি-প্রভোদ্ভাসি-স্পন্দমানাধরাঞ্চিতাঃ।
বিলোভয়ন্তীর্বিবিধৈর্বিভ্রমৈর্ভাবগর্ভিতৈঃ॥
ফুল্লেন্দীবরকান্তিমিন্দুবদনং বর্হাবতংসপ্রিয়ং
শ্রীবৎসাঙ্কমুদার-কৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরং।
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিততনুং গো-গোপসঙ্ঘাবৃতং
গোবিন্দং কলবেণুবাদন-পরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে॥

শ্রীরাধিকা-ধ্যানং।

বামপার্শ্বে স্থিতাং তস্য রাধিকাঞ্চ স্মরেত্ততঃ।
সুচীন-নীলবসনাং দ্রুতহেম-সমপ্রভাং॥
পটাঞ্চলেনাবৃতার্দ্ধ-সুস্মেরানন-পঙ্কজাং।
কান্তবক্ত্রে ন্যস্তনেত্র-চকোরীং চঞ্চলেক্ষণাং॥
অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনীভ্যাঞ্চ নিজপ্রিয়মুখাম্বুজে।
অর্পয়ন্তীং পূগফালিং পর্ণচূর্ণসমন্বিতাং॥
মুক্তাহারস্ফুরচ্চারু-পীনোন্নত-পয়োধরাং।
ক্ষীণমধ্যাং পৃথুশ্রোণীং কিঙ্কিণীজালশোভিতাং॥

রত্নতাড়ঙ্ককেয়ূর-মুদ্রাবলয়-ধারিণীং।
রণৎকনক-মঞ্জীর-রত্ন-পাদাঙ্গুরীয়কাং ॥
লাবণ্যসারসর্ব্বাঙ্গীং সর্ব্বাবয়বসুন্দরীম্।
আনন্দরস-সংমগ্নাং প্রসন্নাং নবযৌবনাং ॥

অথ মানসী পূজা।

আবরণ সহ শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানের পর, পূর্ব্বোক্ত "স্বাগতং দেবদেবেশ" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রার্থনা করিয়া মানসী পূজা করিবেন। যতক্ষণ মনের তৃপ্তি না হয়, ততক্ষণ এই মানসী পূজা করা কর্ত্তব্য। তৎপরে "অনুজ্ঞাং দেহি ভগবন্ বহির্যাগে মম প্রভো!" এই প্রার্থনা করিয়া বহিঃপূজায় প্রবৃত্ত হইবেন। বহিঃপূজার নিমিত্ত প্রথমে শঙ্খ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

শঙ্খ-প্রতিষ্ঠা।—নিজের সম্মুখ ভাগে বামদিকে ভূমিতে ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তদুপরি "অস্ত্রায় ফট্" মন্ত্রে জলদ্বারা ধৌত ত্রিপদী "আধার শক্তয়ে নমঃ" বলিয়া স্থাপন করিবেন। পরে "অস্ত্রায় ফট্" মন্ত্রে ধৌত শঙ্খ ত্রিপদীতে স্থাপন করিবেন। "হৃদয়ায় নমঃ" মন্ত্রে শঙ্খ মধ্যে গন্ধপুষ্পাদি নিক্ষেপ করিবেন। "শিরসে স্বাহা" মন্ত্রে জলদ্বারা শঙ্খ পূর্ণ করিতে হইবে। তৎপর গন্ধপুষ্পাদিদ্বারা ক্রমশঃ "এতে গন্ধপুষ্পে মং বহ্নিমণ্ডলায় দশ-কলাত্মনে নমঃ" মন্ত্রে ত্রিপদীতে বহ্নিমণ্ডলের পূজা, 'এতে গন্ধপুষ্পে অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ' মন্ত্রে শঙ্খে সূর্য্যমণ্ডলের পূজা, "এতে গন্ধপুষ্পে উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ"

অথ শ্রীগৌরার্চ্চনং।*

প্রথমতঃ মন্ত্রস্মরণপূর্ব্বক "এষ সচন্দন পুষ্পাঞ্জলিঃ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ" বলিয়া তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া, পাদ্যাদি উপচার অর্পণ করিতে হইবে। (১)

পাদ্যং।—মন্ত্রস্মরণসহকারে "এতৎপাদ্যং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চন্দ্রায় নিবেদয়ামি নমঃ" বলিয়া শ্রীচরণ লক্ষ্য করিয়া পাদ্য অর্পণ করিতে হইবে।

।—মন্ত্রস্মরণসহকারে "ইদমর্ঘ্যং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নিবেদয়ামি স্বাহা" মন্ত্রে শিরোদেশে অর্ঘ্য দিতে হইবে

আচমনীয়ং।—মন্ত্রস্মরণসহকারে "ইদমাচমনীয়

* শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্ত্র সম্বন্ধে শ্রীগুরুমুখে যিনি যেরূপ উপদেশ পাইয়াছেন, তিনি সেইরূপ আচরণ করিবেন।

(১) উপচারভেদে, পূজাবিধি তিন প্রকার। যথা—ষোড়শোপচার, দশোপচার ও পঞ্চোপচার। তথাহি আগমে—আসনস্বাগতে সার্ঘ্যো পাদ্যমাচমনীয়কং। মধুপর্কাচম-স্নানবসনাভরণানিচ ॥ সুগন্ধসুমনোধূপদীপনৈবেদ্যবন্দনং। প্রয়োজয়েদর্চ্চনায়ামুপচারাংস্তু ষোড়শ ॥ অর্ঘ্যাঞ্চপাদ্যাচমনং মধুপর্কাচমান্যপি। গন্ধাদয়ো নিবেদ্যান্তাউপচারা দশ ক্রমাৎ ॥ গন্ধাদিভি র্নিবেদ্যান্তৈঃ পূজা পঞ্চোপচারিকী। সপর্য্যাস্ত্রিবিধাঃপ্রোক্তাস্তাসামেকাং সমাচরেৎ ॥ অনুবাদ—(১) আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, স্নান, বসন, আভরণ, সুগন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও বন্দনা (প্রণাম) এই ১৬টী উপচার ষোড়শোপচার পূজাতে অর্পণ করিতে হয়। (২) পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, সুগন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, ও নৈবেদ্য এই দশটী দশোপচার পূজাতে অর্পণ করিতে হয়। (৩) গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য এই পাঁচটীর দ্বারা পঞ্চোপচার পূজা হইয়া থাকে। এই ত্রিবিধ পূজা কথিত হইল। ইহার মধ্যে যে কোনও একপ্রকার পূজার অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নিবেদয়য়ামি স্বধা” মন্ত্রে দক্ষিণ হস্ত লক্ষ্য করিয়া আচমনীয় দিতে হইবে।

মধুপর্কঃ।—মন্ত্রস্মরণ সহকারে “ইমং মধুপর্কং শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যচন্দ্রায় নিবেদয়ামি স্বাহা” বলিয়া শ্রীমুখে মধুপর্ক অর্পণ করিতে হইবে।

পুনরাচমনীয়ং।—মন্ত্রস্মরণপূর্ব্বক “ইদং পুনরাচমনীয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নিবেদয়ামি স্বধা” মন্ত্রে বিশুদ্ধ জল শ্রীমুখ উদ্দেশে অর্পণ করিতে হইবে।*

স্নানীয়ং—মন্ত্রস্মরণপূর্ব্বক “ভগবন্ স্নানভূমিমলঙ্কুরু” মন্ত্রে বিজ্ঞাপন করিয়া পীঠ হইতে উত্থিত শ্রীপ্রভুকে স্নান-স্থানে গমনের নিমিত্ত “পাদুকে নিবেদয়ামি নমঃ” মন্ত্রে পাদুকাদ্বয় (অভাবে ভাবনাদ্বারা) অর্পণ করিতে হইবে। তৎপর ঈশানকোণে স্নানমণ্ডপ ভাবনা করিয়া তাম্রাদি-পাত্রে শ্রীপ্রভুকে বসাইতে হইবে। অমৃতীকরণী ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক কর্পূর পুষ্প-তুলস্যাদিবাসিত জল শঙ্খে লইয়া

* এই গ্রন্থে দশোপচার পূজা বিধি লিখিত হইল। ষোড়শোপচার পূজা করিতে হইলে, প্রথমে আসনার্পণ ও স্বাগতপ্রশ্ন করিয়া তৎপর পাদ্যাদি অর্পণ করিতে হয়। আসনার্পণবিধিঃ—পূজিত স্বর্ণময়াদি আসন (অভাবে পুষ্পাঞ্জলি) গ্রহণ করিয়া মন্ত্রস্মরণ সহকারে ইদমাসনং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নিবেদয়ামি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ইদমাসনমাস্যতাং সুখং মন্ত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে আসন সমর্পণ করিতে হইবে। স্বাগতং—মন্ত্রস্মরণ পূর্ব্বক “শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চন্দ্র সহপরিবারেণ স্বাগতং করোষি” বলিয়া স্বাগত প্রশ্ন করিতে হইবে। এইরূপে দশোপচার পূজা হইতে অতিরিক্ত আর যে কয়েকটী উপচার ষোড়শোপচারপূজাতে অর্পণ করিতে হয়, তাহা যথাস্থানে লিখা হইবে।

বামহস্তে ঘণ্টাবাদ্যসহকারে মন্ত্র স্মরণ করিয়া "ভগবন্ স্নানীয়ং নিবেদয়ামি স্বধা" মন্ত্রে স্নান (১) করাইতে হইবে। অনন্তর সূক্ষ্ম-বস্ত্রখণ্ডদ্বারা ধীরে ধীরে শ্রীঅঙ্গ সংমার্জ্জন করিয়া বস্ত্রাদি পরিধান করাইতে হইবে। (২)

গন্ধঃ।—মন্ত্রস্মরণপূর্ব্বক "ইমং গন্ধং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নিবেদয়ামি নমঃ" মন্ত্রে চন্দনাগুরু কর্পূরযুক্ত গন্ধ, তুলসীপত্র-দ্বারা শ্রীঅঙ্গে লেপন করিতে হইবে। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে গন্ধাদিপঞ্চোপচারে পূজা করিবে। যথা—ইমং গন্ধং শ্রীমন্নিত্যানন্দচন্দ্রায় নিবেদয়ামি নমঃ, ইমং গন্ধং শ্রীমদদ্বৈতচন্দ্রায় নিবেদয়ামি নমঃ।

পুষ্পার্পণং।—মন্ত্রস্মরণপূর্ব্বক ইমানি পুষ্পানি শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যচন্দ্রায় নিবেদয়ামি নমঃ" বলিয়া পুষ্পাঞ্জলীত্রয় প্রদান করিবেন। এইরূপে শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈতপ্রভুকেও পুষ্পার্পণ করিতে হইবে।

তুলস্যর্পণং।—মন্ত্রস্মরণ সহকারে "এতৎ সচন্দনতুলসী-পত্রং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নিবেদয়ামি নমঃ" মন্ত্রে অষ্টদলতুলসী

(১) দশোপচার ও পঞ্চোপচারপূজাতে যদিও স্নানীয় অর্পণের বিধান নাই, তথাপি সদাচার অনুসারে স্নান করাইতে হইবে। চরণামৃতরক্ষার নিমিত্তও স্নান করান আবশ্যক।

(২) ষোড়শোপচার পূজাতে স্নানের পর যথাবিধানে বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি অর্পণ করিতে হয়। বস্ত্রার্পণবিধিঃ—"ইমে পরিধানোত্তরীয়বাসসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নিবেদয়ামি নমঃ" বলিয়া পরিধেয় ও উত্তরীয় বস্ত্রযুগল অর্পণ করিতে হইবে। ভূষণার্পণবিধিঃ—মন্ত্রস্মরণপূর্ব্বক "ইমানি ভূষণানি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নিবেদয়ামি নমঃ" বলিয়া স্বর্ণরৌপ্যাদি বিনির্ম্মিত অলঙ্কার শ্রীঅঙ্গে অর্পণ করিতে হইবে।

অর্পণ করিবেন। এইরূপে শ্রীনিত্যানন্দ অদ্বৈত প্রভুকে দুই-দল করিয়া তুলসী দিবেন। অনন্তর শ্রীগদাধর ও শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দকে "এতে গন্ধপুষ্পে শ্রীগদাধরায় নিবেদয়ামি নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে শ্রীবাসাদি-গৌরভক্তগণেভ্যো নিবেদয়ামি নমঃ" বলিয়া পূজা করিবেন।

ধূপার্পণং।—তৈজসাদি পাত্রস্থিত অঙ্গারে গুগ্‌গুলু অগুরুচন্দনচিনিঘৃতাদি মিশ্রিত ধূপ নিক্ষেপ করিয়া ধূপাধারে তুলসী সংযোগপূর্ব্বক "এষ ধূপো নমঃ" বলিয়া জলদ্বারা উৎসর্গ করিবেন। তৎপর—

বনস্পতিরসোৎপন্নো গন্ধাঢ্যো গন্ধ উত্তমঃ।
আঘ্রেয়ঃ সর্ব্বদেবানাং ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাং॥

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া মন্ত্রস্মরণপূর্ব্বক "ইমং ধূপং শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-নিত্যানন্দাদ্বৈতচন্দ্রেভ্যো নিবেদয়ামি নমঃ" বলিয়া বামহস্তে ঘণ্টাবাদ্য করিতে করিতে শ্রীপ্রভুর নাভিদেশ পর্য্যন্ত ধূপপাত্র উঠাইয়া ধূপার্পণ করিতে হইবে। ধূপ অর্পণ কালে শ্রীনামকীর্ত্তন করিতে হয়।

দীপার্পণং।—কর্পূর বা গব্যঘৃত (অসমর্থ পক্ষে সুবাসিত তৈল) দ্বারা বিষম বহুবর্ত্তি সমন্বিত দীপ প্রজ্বলিত করিয়া তুলসী-সংযোগ পূর্ব্বক "এষ দীপো নমঃ" বলিয়া জলদ্বারা উৎসর্গ করিবেন। তৎপরে,—

সুপ্রকাশো মহাতেজাঃ সর্ব্বতস্তিমিরাপহঃ।
সবাহ্যাভ্যন্তরজ্যোতি র্দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাং॥

বলিয়া মন্ত্রস্মরণ পূর্ব্বক "ইমং দীপং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দাদ্বৈতচন্দ্রেভ্যো নিবেদয়ামি নমঃ" মন্ত্রে ঘণ্টাবাদ্য সহকারে দীপার্পণ করিবেন। . শ্রীচরণ লক্ষ্য করিয়া চারি বার, নাভিদেশে দুইবার, শ্রীমুখমণ্ডলে এক বার এবং সর্ব্বাঙ্গে সাতবার দীপ ঘুরাইতে হয়।

নৈবেদ্যার্পণং।—পুষ্পাঞ্জলি,আসন,পাদ্য ও আচমনীয় অর্পণান্তে তিন প্রভুর জন্য পৃথক্ পৃথক্ নৈবেদ্য রচনা করিবেন। ইঁহাদের কাহারও নিবেদিত কাহাকেও অর্পণ করা যাইবে না। নৈবেদ্য রচনার পর প্রতিপাত্রে তুলসী দিবেন। তৎপর "অস্ত্রায় ফট্" মন্ত্রজপ্ত-জলদ্বারা নৈবেদ্য প্রোক্ষণ করতঃ চক্রমুদ্রা ঘুরাইয়া রক্ষা করিবেন। 'যং' এই বায়ুবীজ দ্বাদশবার-জপ্ত জল দ্বারা নৈবেদ্য প্রোক্ষণ করিয়া নৈবেদ্যের দোষ শুষ্ক ভাবনা করিবেন। দক্ষিণ করতলে 'রং' এই অগ্নিবীজ চিন্তা করিয়া, বামকরতল দক্ষিণকরতলের পৃষ্ঠে সংযোগ পূর্ব্বক প্রদর্শন করিবেন; তাহা হইতে উত্থিত বহ্নি দ্বারা নৈবেদ্যের শুষ্কতাদোষ (ভাবনাদ্বারা) দগ্ধ করিবেন। বামকরতলে 'ঠং' এই অমৃতবীজ চিন্তা করিয়া, দক্ষিণকরতল বামকরতলের পৃষ্ঠে সংযোগ পূর্ব্বক দেখাইয়া, তদুত্থিত অমৃতদ্বারা নৈবেদ্য সিক্ত ভাবনা করিবেন। তিনবার করতালি ও দিগ্‌বন্ধন দ্বারা নৈবেদ্য রক্ষা করিয়া,কবচ মুদ্রাদ্বারা অবগুণ্ঠন করিবেন। পরে মূলমন্ত্র জপ্ত জলদ্বারা প্রোক্ষণ পূর্ব্বক সেই নৈবেদ্যকে সুধাময় চিন্তা করতঃ দক্ষিণ হস্তে স্পর্শ করিয়া আটবার মূলমন্ত্র জপ করিবেন। ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া সেই নৈবেদ্য অমৃত পরিপূর্ণ চিন্তা পূর্ব্বক,

নৈবেদ্য ও দেবতাকে গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিবেন। অনন্তর বামহস্তে নৈবেদ্যপাত্র স্পর্শ করিয়া,দক্ষিণহস্তে গন্ধপুষ্পাযুক্ত জল গ্রহণ পূর্ব্বক স্বাহান্ত মূলমন্ত্র (১) উচ্চারণ করতঃ "ইদং নৈবেদ্যং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চন্দ্রায় কল্পয়ামি, ইদং নৈবেদ্যং শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রায় কল্পয়ামি, ইদং নৈবেদ্যং শ্রীমদদ্বৈতচন্দ্রায় কল্পয়ামি" বলিয়া সেই জল ভূমিতে ত্যাগ করিবেন। পরে দুই হস্তে নৈবেদ্য পাত্র উঠাইয়া "নিবেদয়ামি ভবতে জুষাণেদং হবির্হরে!" মন্ত্রে ভক্তিপূর্ব্বক অর্পণ করিবেন। অতঃপর "অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা" মন্ত্রে শ্রীপ্রভুত্রয়ের হস্তে জলগণ্ডূষ প্রদান করিয়া, বামহস্তে প্রফুল্ল উৎপল-সন্নিভ গ্রাসমুদ্রা প্রদর্শন করিবেন এবং দক্ষিণ হস্তে "ওঁ প্রাণায় স্বাহা, ওঁ অপানায় স্বাহা, ওঁ ব্যানায় স্বাহা, ওঁ উদানায় স্বাহা, ওঁ সমানায় স্বাহা" মন্ত্রে যথাক্রমে প্রাণাদি পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন করিবেন। পরে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া "এতৎ পানীয়োদকং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নিবেদয়ামি, এতৎ পানীয়োদকং শ্রীমন্নিত্যানন্দায় নিবেদয়ামি, এতৎ পানীয়োদকং শ্রীমদদ্বৈতায় নিবেদয়ামি" বলিয়া তুলস্যর্পিত কর্পূর-বাসিত স্বচ্ছ জল নিবেদন করিবেন। তৎপর ঘণ্টা বাদন করিয়া যবনিকার বাহির হইয়া অষ্টোত্তর শতবার মন্ত্র জপ করিতে করিতে ভোজন চিন্তা করিবেন। পরে "অমৃতপিধানমসি স্বাহা" মন্ত্রে জলগণ্ডূষ প্রদান করিয়া "ইদমাচমনীয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নিবেদয়ামি, ইদমাচমনীয়ং শ্রীমন্নিত্যানন্দায় নিবেদয়ামি, ইদমাচমনীয়ং

(১) মূলমন্ত্রের অন্তে যদিও স্বাহা শব্দ আছে, তথাপি পুনর্ব্বার তাহার অন্তে স্বাহা শব্দ যোগ করিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে।

শ্রীমদদ্বৈতায় নিবেদয়ামি” বলিয়া আচমনীয় দিবেন। অনন্তর মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া “তাম্বূলং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নিবেদয়ামি, তাম্বূলং শ্রীমন্নিত্যানন্দায় নিবেদয়ামি, তাম্বূলং শ্রীমদদ্বৈতায় নিবেদয়ামি” বলিয়া মুখবাস কর্পূরলবঙ্গাদিযুক্ত তাম্বূল অর্পণ করিবেন। তৎপর মহাপ্রসাদনৈবেদ্যাদি শ্রীগদাধর শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দকে—“এতৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রসাদনৈবেদ্যং জলঞ্চ শ্রীগদাধরশ্রীবাসাদিভ্যো নিবেদয়ামি, এতৎ শ্রীনিত্যানন্দমহাপ্রসাদ-নৈবেদ্যং জলঞ্চ শ্রীনিত্যানন্দগণেভ্যো নিবেদয়ামি, এতৎ শ্রীমদ-দ্বৈতমহাপ্রসাদনৈবেদ্যং জলঞ্চ অদ্বৈতগণেভ্যো নিবেদয়ামি” বলিয়া অর্পণ করিয়া আচমনীয় দিবেন।

অথ শ্রীকৃষ্ণার্চ্চনং

প্রথমতঃ মূলমন্ত্রে “এষ সচন্দনপুষ্পাঞ্জলিঃ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ” বলিয়া বারত্রয় পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া, পাদ্যাদি উপচার অর্পণ করিতে হইবে।

পাদ্যং।—মূলমন্ত্র স্মরণ সহকারে “এতৎ পাদ্যং শ্রীকৃষ্ণায় নিবেদয়ামি নমঃ” মন্ত্রে পাদ্য অর্পণ করিবেন। (১)

(১) শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূজাতে পাদ্যাদি উপচার অর্পণের যে সকল নিয়ম লিখিত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণার্চ্চনাতেও সেই সকল নিয়মের অনুসরণ করিতে হইবে।

ষোড়শোপচারপূজাতে পুষ্পাঞ্জলিত্রয় প্রদানের পর, মূলমন্ত্রে “ইদমাসনং শ্রীকৃষ্ণায় নিবেদয়ামি, শ্রীকৃষ্ণ ইদমাসনমাস্যতাং সুখং” মন্ত্রে আসনার্পণান্তে, মূলমন্ত্রে ‘শ্রীকৃষ্ণ সহপরিবারেণ স্বাগতং করোষি” বলিয়া স্বাগত প্রশ্ন করিয়া পাদ্যাদি অর্পণ করিতে হইবে।

অর্ঘ্যং।—মূলমন্ত্রে "ইদমর্ঘ্য শ্রীকৃষ্ণায় নিবেদয়ামি স্বাহা"।

আচমনীয়ং।—মূলমন্ত্রে "ইদমাচনীয়ং শ্রীকৃষ্ণায় নিবেদয়ানি স্বধা।"

মধুপর্কঃ।—মূলমন্ত্রে "ইমং মধুপর্কং শ্রীকৃষ্ণায় নিবেদয়ামি স্বাহা।"

পুনরাচমনীয়ং।—মূলমন্ত্রে "ইদং পুনরাচমনীয়ং শ্রীকৃষ্ণায় নিবেদয়ামি স্বধা"।

স্নানীয়ং।—শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূজার অনুরূপ। (১)

গন্ধঃ।—মূলমন্ত্রে "ইমং গন্ধং শ্রীকৃষ্ণায় নিবেদয়ামি নমঃ"।

পুষ্পং।—মূলমন্ত্রে "ইমানি পুষ্পাণি শ্রীকৃষ্ণায় নিবেদয়ামি নমঃ" বলিয়া তিন অঞ্জলি পুষ্প দিবে।

তুলসী।—মূলমন্ত্রে "ইদং সচন্দনতুলসীপত্রং শ্রীকৃষ্ণায় নিবেদয়ামি নমঃ" বলিয়া অষ্টদল তুলসী দিবে।

অঙ্গপূজা।

শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়াদি পঞ্চাঙ্গে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিবেন। "এতে গন্ধপুষ্পে ক্লীঁ কৃষ্ণায় হৃদয়ায় নমঃ" মন্ত্রে হৃদয়ে, "এতে গন্ধপুষ্পে গোবিন্দায় শিরসে স্বাহা" মন্ত্রে শিরোদেশে, "এতে গন্ধপুষ্পে গোপীজন শিখায়ৈ বষট্" মন্ত্রে শিখাতে, "এতে গন্ধপুষ্পে বল্লভায় কবচায় হুঁ" মন্ত্রে সর্ব্বাঙ্গে, "এতে গন্ধপুষ্পে স্বাহা অস্ত্রায় ফট্" মন্ত্রে শ্রীঅঙ্গের চতুর্দ্দিকে পূজা করিবেন।

---

(১) ষোড়শোপচার পূজাতে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূজাবিধি অনুসারে স্নানের পর বস্ত্র ও অলঙ্কার অর্পণ করিতে হইবে।

অথ কীর্ত্তনং।—"জয় জয় নিত্যানন্দ" ইত্যাদিপদ ও "জয় জয় রাধে কৃষ্ণ" ইত্যাদি পদ কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। "জয়তি তেঽধিকমিত্যাদি" শ্রীগোপীগীতেও কীর্ত্তন করা যাইতে পারে।

মহানীরাজনং।—অনন্তর মূলমন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকে বারত্রয় পুষ্পাঞ্জলি দিয়া কর্পূর-ঘৃতদ্বারা প্রজ্বালিত অযুগ্মসংখ্যক বহুবর্ত্তি-সমন্বিত দীপদ্বারা কাঁসর ঘণ্টাদি বাদ্যসহকারে মহানীরাজন করিতে হয়। তৎপর জলপূর্ণ শঙ্খ শ্রীপ্রভুর মস্তকোপরি তিন বার ঘুরাইয়া নীরাজন করিতে হয়।

অথ স্তবপাঠঃ। (১)

প্রভুত্রয়-স্তবঃ:—শ্রীমদ্রূপগোস্বামিচরণ-বিরচিত শ্রী-চৈতন্যাষ্টক, শ্রীমদ্বৃন্দাবন দাসঠাকুর বিরচিত শ্রীনিত্যানন্দাষ্টক, শ্রীলসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বিরচিত শ্রীঅদ্বৈতাষ্টক পাঠ করিবেন।

শ্রীকৃষ্ণস্তবঃ।—'নবীননীরদ' ইত্যাদি শ্রী　　ল-স্তবরাজ

বিষ্বকসেনোদ্ধবাক্রূরাঃ সনকাদ্যাঃ শুকাদয়ঃ।
শ্রীকৃষ্ণস্য প্রসাদোঽয়ং সর্ব্বে গৃহ্নন্তু বৈষ্ণবাঃ॥"

এই শ্লোকদ্বয় উচ্চারণ করিয়া বলিবিভীষণাদি বৈষ্ণবগণকে নৈবেদ্যাংশ অর্পণ করা কর্ত্তব্য।

(১) স্তবপাঠ করিবার পূর্ব্বে—আরিরাধয়িষুঃ কৃষ্ণং বাচং জিগদিষামি যাং। তয়া ব্যাসসমাসিন্যা প্রীয়তাং মধুসূদনঃ॥ এই শ্লোকটী পাঠ করিয়া,—

ইতি বিদ্যাতপোযোনিরযোনি বিষ্ণুরীরিতঃ।
বাগ্‌যজ্ঞেনার্চ্চিতো দেবঃ প্রীয়তাং মে জনার্দ্দনঃ॥

এই শ্লোকটী পাঠকরতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা প্রার্থনা পূর্ব্বক স্তব পাঠ করা কর্ত্তব্য।

অথবা 'ওঁ নমো বিশ্বরূপায়' ইত্যাদি বৈদিকস্তব অথবা 'ধ্যেয়ংসদা' ইত্যাদি পৌরাণিক স্তব পাঠ করিতে হইবে।

শ্রীরাধিকাস্তবঃ।—নবগোরচনা গৌরীমিত্যাদি চাটুপুষ্পাঞ্জলি অথবা রসবলিতমৃগাক্ষীত্যাদি শ্রীরাধাষ্টক পাঠ করিতে হইবে।

প্রণামঃ।—পূর্ব্বোক্ত বন্দেঽহমিত্যাদি শ্লোক ও নমোনলিননেত্রায় ইত্যাদি শ্লোক পাঠ করিয়া দক্ষিণহস্তে শ্রীপ্রভুর দক্ষিণ শ্রীচরণ এবং বামহস্তে বাম শ্রীচরণ ধারণ করতঃ "প্রসীদ ভগবন্" এইবাক্য মুখে উচ্চারণ পূর্ব্বক অন্যূন চারিবার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে হইবে।

প্রদক্ষিণা।—শ্রীরাধাগোবিন্দ নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে চারিবার প্রদক্ষিণ করিতে হইবে। (১)

আত্মসমর্পণং।—অহং ভগবতোঽংশোঽস্মি সদা দাসোঽস্মি সর্ব্বথা। তৎকৃপাপেক্ষকো নিত্যমিত্যাত্মানং সমর্পয়েৎ॥ এই মন্ত্রে আত্মসমর্পণ করিতে হয়।

(১) প্রদক্ষিণের পর কর্ম্মার্পণ করিতে হয়। কর্ম্মার্পণবিধিঃ—
"ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা কর্ম্মণা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎস্মৃতং যদুক্তং যৎকৃতং তৎসর্ব্বং শ্রীকৃষ্ণার্পণং ভবতু স্বাহা। মাং মদীয়ঞ্চ সকলং হরয়ে সমর্পয়ামীতি। ওঁ তৎসদিতি॥" এইমন্ত্র পাঠ করিয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা অর্ঘ্যপাত্র হইতে জলাঞ্জলি গ্রহণ করতঃ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ সমীপে প্রদান পূর্ব্বক প্রার্থনা করিতে হইবে। প্রার্থনা মন্ত্র—

"পাদত্রয়ক্রমাক্রান্ত ত্রৈলোক্যেশ্বর কেশব।
ত্বৎপ্রসাদাদিদং তোয়ং পাদ্যং তেঽস্তু জনার্দ্দন॥

জপঃ।—তিনবার প্রাণায়াম করিয়া অষ্টোত্তর শতবার বা অষ্টোত্তর সহস্রবার মন্ত্রার্থ স্মরণ পূর্ব্বক মূলমন্ত্র জপ করিতে হইবে (১)। "গুহ্যাতিগুহ্য" ইত্যাদি মন্ত্রে জপ সমর্পণ ও বারত্রয় প্রাণায়াম করিয়া শ্রীকৃষ্ণকরে একগণ্ডূষ জল দিবে, শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত জপ তিনি অঙ্গীকার করিলেন,, এইরূপ চিন্তাপূর্ব্বক যথাশক্তি স্তুতি ও প্রণাম করিতে হইবে।

প্রার্থনা।—মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং জনার্দ্দন।
যৎপূজিতং ময়া দেব৷ পরিপূর্ণং তদস্তু মে ॥
যদ্দত্তং ভক্তিমাত্রেণ পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্।
আবেদিতং নিবেদ্যন্তু তদ্ গৃহাণানুকম্পয়া ॥
বিধিহীনং মন্ত্রহীনং যৎকিঞ্চিদুপপাদিতং।
ক্রিয়ামন্ত্র-বিহীনং বা তৎসর্ব্বং ক্ষন্তুমর্হসি ॥ (২)

অতঃপর শ্রীলঠাকুর মহাশয় বিরচিত প্রার্থনা পদ রুচি অনুসারে কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য।

---

(১) যথাবিধানে মালা সংস্কার করিয়া সেই মালাতে মূলমন্ত্র জপ করাই বিধেয়।

(২) পূর্ব্বোক্ত প্রার্থনা বাক্যের সঙ্গে নিম্নলিখিত প্রার্থনা শ্লোক কয়েকটী পাঠ করা বিধেয়। যথা—তজ্জ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদশুভং যন্ময়া কৃতং। ক্ষন্তুমর্হসি তৎসর্ব্বং দাস্যেনৈব গৃহাণ মাং ॥ স্থিতিঃ সেবা গতির্যাত্রা স্মৃতিশ্চিন্তা স্তুতির্ব্বচঃ ॥ ভূয়াৎ সর্ব্বাত্মনা বিষ্ণো মদীয়ং ত্বয়ি চেষ্টিতং ॥ নাথ যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহং। তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি ॥ যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী। ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু ॥ কীটেষু পক্ষিষু মৃগেষু সরীসৃপেষু রক্ষঃপিশাচ-মনুজেষ্বপি যত্র তত্র। জাতস্য মে ভবতু কেশব তে প্রসাদাৎ ত্বয্যেব ভক্তিরতুলাব্যভিচারিণী ॥

যুবতীনাং যথা যূনি যূনাঞ্চ যুবতৌ যথা।
মনোঽভিরমতে তদ্বন্মনো মে রমতাং ত্বয়ি ॥ ইতি

অপরাধক্ষমাপণং।

অপরাধসহস্রাণি ক্রিয়ন্তেঽহর্নিশং ময়া।
দাসোঽহমিতি মাং মত্বা ক্ষমস্ব মধুসূদন॥
প্রতিজ্ঞা তব গোবিন্দ ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।
ইতি সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য প্রাণান্ সংধারয়াম্যহং॥

এই বলিয়া অপরাধক্ষমা প্রার্থনা করিতে হয়।

নির্ম্মাল্যধারণং।—শ্রীপ্রভু কৃপা করিয়া প্রদান করিলেন এইরূপ চিন্তা করিয়া "মহাপ্রসাদ" এই কথা উচ্চারণ পূর্ব্বক শিরোদেশে নির্ম্মাল্য ধারণ করিতে হয়।

ইতি পূজা-পদ্ধতিঃ সম্পূর্ণা।

অথ শ্রীতুলসী-সেবনং।

স্নানের পর শ্রীমন্দির লেপন সময় শ্রীতুলসীবেদী লেপন করিয়া শ্রীবৃন্দাজীকে স্নান করাইতে হয়।

স্নানমন্ত্রঃ।

গোবিন্দ-বল্লভাং দেবীং ভক্তচৈতন্যকারিণীং।
স্নাপয়ামি জগদ্ধাত্রীং কৃষ্ণভক্তিপ্রদায়িনীং॥

শ্রীকৃষ্ণার্চ্চনের পর শ্রীতুলসীকে প্রথমতঃ অর্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক গন্ধপুষ্পাদিদ্বারা পূজা করিয়া স্তব ও প্রণাম করিতে হইবে।

অর্ঘ্যমন্ত্রঃ

শ্রিয়ঃশ্রিয়ে শ্রিয়াবাসে নিত্যং শ্রীধরসৎকৃতে।
ভক্ত্যা দত্তং ময়া দেবি অর্ঘ্যং গৃহ্ণ নমোঽস্তু তে॥

পূজামন্ত্রঃ।

নির্ম্মিতা ত্বং পুরা দেবৈরর্চ্চিতা ত্বং সুরাসুরৈঃ।
তুলসী হর মে পাপং পূজাং গৃহ্ণ নমোঽস্তু তে॥

প্রণামমন্ত্রঃ।

যা দৃষ্টা নিখিলাঘ-সঙ্ঘশমনী স্পৃষ্টা বপুঃপাবনী
রোগানামভিবন্দিতা নিরসিনী সিক্তান্তকত্রাসিনী।
প্রত্যাসত্তিবিধায়িনী ভগবতঃ কৃষ্ণস্য সংরোপিতা
ন্যস্তা তচ্চরণে বিমুক্তি-ফলদা তস্যৈ তুলস্যৈ নমঃ॥

ইতি প্রাতঃকৃত্যং সমাপ্তং।

অথ পূর্ব্বাহ্নকৃত্যং।

পূর্ব্বাহ্নসময়ে শ্রীপ্রভুর মধ্যাহ্নভোগের জন্য যাবতীয় সামগ্রী প্রস্তুত করিতে হইবে।

অথ মধ্যাহ্নকৃত্যং।

মধ্যাহ্নে স্নানের পর তিলকরচনা ও আচমন করিয়া সন্ধ্যাদি করা বিধেয়। তৎপর অন্নব্যঞ্জনাদি দ্বারা শ্রীপ্রভুকে

ভোগনিবেদন * করিতে হইবে। আচমনীয় ও মুখবাস তাম্বূলাদি অর্পণের পর ভোগ-আরত্রিকাদি করিয়া শ্রীপ্রভুকে বিশ্রাম করাইতে হইবে। অনন্তর শ্রীগুরুকে মহাপ্রসাদ অর্পণ করিবেন। শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ উপস্থিত থাকিলে তদীয় সেবান্তে শ্রীবৈষ্ণব ও অতিথিকে মহাপ্রসাদ প্রদান করিয়া সগোষ্ঠী মহাপ্রসাদ ভোজন করা কর্ত্তব্য।

মহাপ্রসাদ-ভোজনবিধিঃ।—প্রথমে মহাপ্রসাদান্ন দর্শনপূর্ব্বক বন্দনা করিয়া, গায়ত্রী দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিবে। তৎপর মূলমন্ত্রে সাতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া, তাহা হইতে ধর্ম্মরাজাদির অংশ অপসারণপূর্ব্বক শ্রীচরণামৃত ও তুলসী পত্র নিক্ষেপ করিতে হইবে। তৎপর—

যস্যোচ্ছিষ্টং হি বাঞ্ছন্তি ব্রহ্মাদ্যা ঋষয়োঽমলাঃ।
সিদ্ধাদ্যাশ্চ হরে স্তস্য বয়মুচ্ছিষ্টভোজিনঃ॥
যস্য নাম্না বিনশ্যন্তি মহাপাতকরাশয়ঃ।
তস্য শ্রীকৃষ্ণদেবস্য বয়মুচ্ছিষ্ট-ভোজিনঃ॥
উচ্ছিষ্টভোজিন স্তস্য বয়মদ্ভুত-কর্ম্মণঃ।
যো বাল্যলীলয়া তাংস্তান্ পূতনাদীনপাতয়ৎ॥
ত্বয়োপভুক্তস্রগ্-গন্ধ-বাসোঽলঙ্কার-চর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্ট-ভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েমহি॥

এই শ্লোক চতুষ্টয় কীর্ত্তন পূর্ব্বক—"অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা" মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া—"প্রাণায় স্বাহা,

* ভোগনিবেদনক্রম ৪২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

অপানায় স্বাহা, ব্যানায় স্বাহা, উদানায় স্বাহা, সমানায় স্বাহা” মন্ত্রে পঞ্চপ্রাণ উদ্দেশে আহুতি প্রদানান্তে ভোজন করিতে হয়। পূর্ব্ব বা উত্তরমুখে বসিয়া ভোজন করা কর্ত্তব্য।

অথাপরাহ্নকৃত্যং।

অপরাহ্নে শ্রীপ্রভুকে জাগাইয়া আচমনীয় অর্পণান্তে যথাসাধ্য নৈবেদ্যাদি প্রদানপূর্ব্বক, উত্তমবস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা ভূষিত করিয়া শৃঙ্গার আরত্রিক করিতে হয়। তৎপর শ্রীহরিনামগ্রহণ ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি শ্রীগ্রন্থ শ্রবণ কীর্ত্তন কর্ত্তব্য।

অথ সায়াহ্নকৃত্যং।

সায়ংকালে স্নান আচমন ও তিলকরচনাদি করিয়া সন্ধ্যা করিতে হয়। তৎপর নৈবেদ্যাদি অর্পণান্তে কাঁসরঘণ্টাদি বাদ্য-সহকারে ধূপদীপ প্রভৃতি দ্বারা শ্রীপ্রভুর নীরাজন করিতে হইবে। আরত্রিক সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গের, শ্রীরাধিকার, শ্রীমদন-গোপালের ও শ্রীতুলসীর আরত্রিকপদাদি কীর্ত্তন করা বিধেয়।*

অথ প্রদোষ-কৃত্যং।

অনন্তর আরত্রিক পদাদি কীর্ত্তন সমাধা করিয়া, অভিসারোচিত পদ ও শ্রীনাম কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য।

—০—

* আরত্রিক পদাদি ২য় প্রকাশে দ্রষ্টব্য।

অথ নৈশকৃত্যং।

অনন্তর নৃত্য-গীতাদি সমাপনান্তে—

বলীয়সা পদা স্বামিন্ পদবীমবধারয়।
আগচ্ছ শয়নস্থানং প্রিয়াভিঃ সহ কেশব॥

এই মন্ত্রে প্রার্থনা করিয়া শয়ন স্থানে গমনের নিমিত্ত শ্রীপ্রভুকে পাদুকাযুগল (অভাবে ভাবনা দ্বারা) অর্পণ পূর্ব্বক শয়নস্থানে আনয়ন করিতে হইবে। তথায় শর্করামিশ্রিত ঘনদুগ্ধ, কর্পূরবাসিত তাম্বূল, দিব্যমাল্য ও অনুলেপনাদি অর্পণ করিতে হয়।* তৎপর শ্রীপ্রভুর অনুজ্ঞা প্রার্থনাপূর্ব্বক দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া প্রসাদ ভোজনাদির পরে, শ্রীপ্রভুকে স্মরণ করিতে করিতে শয়ন করা বিধেয়।

ইতি শ্রীসাধনভক্তি-চন্দ্রিকায়াং নিত্যকৃত্যং নাম
প্রথমঃ প্রকাশঃ।

:*:

* অনন্তর শ্রীপ্রভুর প্রীতির নিমিত্ত সমস্তকর্ম্ম ও তৎফল শ্রীপ্রভুকে সমর্পণ করিতে হয়।

অথাহোরাত্রাখিলকর্ম্মার্পণবিধিঃ।—

"সাধুবাসাধুবা কর্ম্ম যদ্ যদাচরিতং ময়া।
তৎসর্ব্বং ভগবন্ বিষ্ণো গৃহাণারাধনং পরং।
অপাং সমীপে শয়নাশনে গৃহে দিবা চ রাত্রৌ চ যথা চ গচ্ছতা।
যদস্তি কিঞ্চিৎ সুকৃতং কৃতং ময়া জনার্দ্দনস্তেন কৃতেন তুষ্যতু॥"

দ্বিতীয়ঃ প্রকাশঃ

⁂

অথ সংক্ষিপ্ত-সন্ধ্যাপদ্ধতিঃ।

স্নানান্তে বিশুদ্ধ বস্ত্রযুগল ধারণ পূর্ব্বক আচমন, তিলক ধারণ ও পুনর্ব্বার আচমন করিবে।

আচমন-বিধিঃ—গোকর্ণাকৃতি দক্ষিণ করতলের অঙ্গুষ্ঠমূলে মাষকলাই ডোবে এই পরিমাণ জল লইয়া "কেশবায় নমঃ, নারায়ণায় নমঃ, মাধবায় নমঃ" বলিয়া তিন বার জল পান করিবে। "গোবিন্দায় নমঃ" বলিয়া দক্ষিণহস্ত, "বিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া বামহস্ত প্রক্ষালন করিবে।

পঞ্চপাত্র-স্থাপন।—সম্মুখে ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কিত করিয়া কোণত্রয়ে "আধারশক্তয়ে নমঃ, অনন্তায় নমঃ, কূর্ম্মায় নমঃ" মধ্যে 'শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ' বলিয়া জল দ্বারা পূজা করতঃ তদুপরি পঞ্চপাত্র স্থাপন করিবে। অঙ্কুশ মুদ্রাদ্বারা জল আলোড়ন চিন্তা করিয়া "গঙ্গে চ যমুনে চৈব" (১৩ পৃষ্ঠায় লিখিত) মন্ত্রে জলশুদ্ধি করিবে।

তর্পণ-বিধিঃ।—"দেবান্ তর্পয়ামি, ঋষীন্ তর্পয়ামি, পিতৄন্ তর্পয়ামি, গুরুপরম্পরাস্তর্পয়ামি" বলিয়া এক একবার তর্পণ করিবে। অনন্তর শ্রীবৃন্দাবনে যোগপীঠে গোপীমণ্ডল-মণ্ডিত-শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করতঃ মুলমন্ত্রে "শ্রীকৃষ্ণং তর্পয়ামি নমঃ" বলিয়া

তিনবার তর্পণ করিতে হইবে। পরে "শ্রীরাধিকাদি-শ্রীকৃষ্ণ-পরিবারবর্গং তর্পয়ামি" বলিয়া তর্পণ করিবে।

অতঃপর "ক্লীঁ কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ" এই কামগায়ত্রী পাঠ করিয়া "ইদমর্ঘ্যং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ" বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্য দান করিবে। পরে ১০ বার কামগায়ত্রী জপ করিয়া, ১০৮ বার মূলমন্ত্র জপান্তে 'ঐঁ' এই গুরুবীজ মস্তকোপরি ১০ বার জপ করিবে; প্রত্যেক বারে 'গুহ্যাতিগুহ্য' মন্ত্রে জপ সমর্পণ করিতে হইবে। তৎপর প্রণাম করিবে।

অথ সংক্ষিপ্তার্চ্চনপদ্ধতিঃ।

প্রথমতঃ দীক্ষাগুরুর আজ্ঞাগ্রহণ করতঃ "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ" মন্ত্রে পূজিত আসনে পূর্ব্ব বা উত্তরাভিমুখে উপবেশন করিবে।

শ্রীগৌরার্চ্চনং।—অতঃপর শ্রীনবদ্বীপ-যোগপীঠে সপার্ষদে অবস্থিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর বামপার্শ্বে দ্বিভুজ পীতবর্ণ ব্যাখ্যামুদ্রাধারী শ্রীগুরুদেবকে ধ্যান করিয়া, তদীয় শ্রীচরণ-সমীপে অবস্থিত, শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবোপযোগী, দিব্য-শ্রীহরিমন্দিরতিলকাদি বিশিষ্ট স্বকীয় স্বরূপ চিন্তাপূর্ব্বক গন্ধপুষ্পদ্বারা শ্রীগুরুর অর্চ্চনা করিবে। তৎপর শ্রীগুরুর আদেশক্রমে সপার্ষদ শ্রীমন্মহা-প্রভুর ধ্যান ও মানসী পূজা* করিয়া বহিরর্চ্চনায় নিযুক্ত হইবে।

---

* ধ্যান ও মানসী পূজা ২৪।২৫।২৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

প্রত্যেকবার মন্ত্র স্মরণ করিয়া,—

"ভগবন্ স্নানীয়ং নিবেদয়ামি স্বধা" মন্ত্রে স্নান করাইবে।

ইমং গন্ধং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নিবেদয়ামি নমঃ।

ইমানি পুষ্প্যানি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নিবেদয়ামি নমঃ।

এতে গন্ধপুষ্পে শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রায় নিবেদয়ামি নমঃ।

এতে গন্ধপুষ্পে শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রায় নিবেদয়ামি নমঃ।

এতৎ সচন্দনতুলসীপত্রং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নিবেদয়ামি নমঃ।

এতৎ সচন্দনতুলসীপত্রং শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রায় নিবেদয়ামি নমঃ।

এতৎ সচন্দনতুলসীপত্রং শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রায় নিবেদয়ামি নমঃ।

এতে গন্ধপুষ্পে শ্রীগদাধর-শ্রীবাসাদিভ্যো নিবেদয়ামি নমঃ।

ইমং ধূপং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নিবেদয়ামি নমঃ।

ইমং দীপং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নিবেদয়ামি নমঃ।

যথাবিধানে ধূপদীপ অর্পণের পর নৈবেদ্য অর্পণ করিবে।

নৈবেদ্য।—তিন প্রভুর জন্য তিন পাত্রে নৈবেদ্য রচনা করিয়া, তাহাতে তুলসী দিবে। "অস্ত্রায় ফট্" মন্ত্রজপ্ত জলদ্বারা নৈবেদ্য প্রোক্ষণের পর, 'যং' এই বায়ুবীজ দ্বাদশবার জপ্ত জলদ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া নৈবেদ্যের দোষ শুষ্ক ভাবনা করিবে। 'রং' এই অগ্নিবীজ দক্ষিণ করতলে চিন্তা ও তৎপৃষ্ঠে বাম করতল স্থাপন পূর্ব্বক দেখাইয়া শুষ্কদোষ দগ্ধ ভাবনা; 'ঠং' এই অমৃতবীজ বাম করতলে চিন্তা ও তৎপৃষ্ঠে দক্ষিণ করতল স্থাপন পূর্ব্বক দেখাইয়া নৈবেদ্য অমৃতসিক্ত ভাবনা করিবে। নৈবেদ্যপাত্র দক্ষিণ হস্তে স্পর্শ করিয়া ৮ বার মূলমন্ত্র জপ করিবে। বামহস্তে নৈবেদ্যপাত্র

স্পর্শ করিয়া দক্ষিণহস্তে জল-তুলসী লইয়া মূলমন্ত্রে "ইদং নৈবেদ্যং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় কল্পয়ামি, ইদং নৈবেদ্যং শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রায় কল্পয়ামি, ইদং নৈবেদ্যং শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রায় কল্পয়ামি" বলিয়া জল তুলসী ভূমিতে ত্যাগ করিবে। দুই হস্তে নৈবেদ্যপাত্র উঠাইয়া "নিবেদয়ামি ভবতে জুষাণেদং হবির্হরে" মন্ত্রে তিন প্রভুকে নৈবেদ্য অর্পণ করিবে। মূলমন্ত্রে এতৎ পানীয়োদকং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চন্দ্রায় নিবেদয়ামি, এতৎ পানীয়োদকং শ্রীনিত্যানন্দায় নিবেদয়ামি, এতৎ পানীয়োদকং শ্রীঅদ্বৈতায় নিবেদয়ামি। তৎপর ভোজন চিন্তা করিতে করিতে ১০৮ বার মূলমন্ত্র জপ করিবে। ভোজন সমাপ্তির পর মূলমন্ত্রে ইদমাচমনীয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নিবেদয়ামি, ইদমাচমনীয়ং শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রায় নিবেদয়ামি, ইদমাচ-মনীয়ং শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রায় নিবেদয়ামি। পরে "এতৎ মহাপ্রসাদ-নৈবেদ্যং জলঞ্চ শ্রীগদাধর-শ্রীবাসাদিভ্যো নিবেদয়ামি" বলিয়া অর্পণের পর আচমনীয় দিবে।

অথ শ্রীকৃষ্ণার্চ্চনং।

অনন্তর শ্রীগুরুর নিকটে শ্রীকৃষ্ণ-সেবা প্রার্থনা করিয়া সিদ্ধ-প্রণালী অনুসারে শ্রীগুরুর সিদ্ধদেহ (মঞ্জরীস্বরূপ) ভাবনা করতঃ স্বকীয় সিদ্ধদেহ চিন্তা করিবে। তৎপর শ্রীবৃন্দাবনে যোগপীঠে সখীমঞ্জরীগণপরিবেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকার ধ্যান করিয়া, মানসী পূজার পর বহিরর্চ্চনায় নিযুক্ত হইবে।

মূলমন্ত্রে—ভগবন্ স্নানীয়ং নিবেদয়ামি স্বধা।

" ইমং গন্ধং শ্রীকৃষ্ণায় নিবেদয়ামি নমঃ।

মূলমন্ত্রে ইমানি পুষ্পানি শ্রীকৃষ্ণায় নিবেদয়ামি নমঃ ।

" এতৎ সচন্দনতুলসীপত্রং শ্রীকৃষ্ণায় নিবেদয়ামি নমঃ।

ক্লীঁ রাং রাধিকায়ৈ স্বাহা এতে গন্ধপুষ্পে শ্রীরাধিকায়ৈ নমঃ ।

" " এতৎসচন্দনতুলসীপত্রং শ্রীরাধিকায়ৈ নমঃ ।

এতে গন্ধপুষ্পে শ্রীললিতা-বিশাখাদিভ্যো নমঃ ।

ধূপ দীপ ও নৈবেদ্য শ্রীগৌরার্চ্চনায় লিখিত ক্রমানুসারে ('শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায়' স্থানে 'শ্রীকৃষ্ণায়' বলিয়া) শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিবে। পরে রাধামন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ-মহাপ্রসাদনৈবেদ্যং জলঞ্চ শ্রীরাধিকাদি-শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়াভ্যো নমঃ বলিয়া অর্পণের পর আচমনীয় দিবে। অতঃপর প্রণামাদি করিবে।

অথ শ্রীগুরুপূজাবিধি-বিবেকঃ ।

শ্রীগুরবে নমঃ ।

শ্রীভগবদর্চ্চনার পূর্ব্বেই শ্রীগুরুপূজা করিতে হয়। যথা—

প্রথমন্তু গুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চ্চনং ।
কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নোতি হ্যন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ ॥

—শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত-শ্রীভগবদ্বাক্যং ।

কোন কোন মহাত্মা শ্রীগুরুপূজাতে তুলসী ও আমান্ন (অপ্রসাদী) নৈবেদ্য অর্পণের ব্যবস্থা করেন। ইহা সঙ্গত কিনা

তাহা ভজনানুরাগী বৈষ্ণবগণের অবশ্য বিচার্য্য। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব বা তৎসম্বন্ধীয় যে কোন তত্ত্বের বিচারে পৌঁছিতে হইলে, একমাত্র শ্রীমদ্‌গৌড়েশ্বর-সম্প্রদায়াচার্য্য-বর্য্য-শ্রীপাদগোস্বামিচরণগণের প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করাই আমাদের সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। শ্রীপাদগোস্বামি-চরণগণের সিদ্ধান্তপদ্ধতি অবলম্বনে শ্রীগুরুতত্ত্বের সমালোচনা করিলে দেখা যায়, শ্রীগুরুদেব শাস্ত্রসিদ্ধান্তে শ্রীভগবান্ বলিয়া কীর্ত্তিত হইলেও শ্রীভগবানের সঙ্গে শ্রীগুরুদেবের সেব্য-সেবক সম্বন্ধ রহিয়াছে।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামিচরণ শ্রীমদ্ভাগবতের (৪।৩০।৩৬ শ্লোকের) ক্রমসন্দর্ভে বলিয়াছেন,—"তু-শব্দাদন্যতো বৈশিষ্টদ্যোতনায় প্রিয়স্য সখ্যুরিতি গুর্ব্বীশ্বরয়োর্ভবেশ্বরয়োশ্চাভেদোপদেশেঽপীথমেব তৈঃ শুদ্ধভক্তৈর্মতং।" অনুবাদঃ—শ্লোকে তু শব্দের প্রয়োগ-হেতু অন্যসকল হইতে বৈশিষ্ট প্রকাশের নিমিত্ত শ্লোকোক্ত 'প্রিয়স্য সখ্যুরিতি—প্রিয় সখার' এইরূপ প্রয়োগের তাৎপর্য্য এই যে, গুরু ও ভগবানে এবং শিব ও ভগবানে অভেদ দৃষ্টির নিমিত্ত যদিও শাস্ত্রের উপদেশ আছে, তথাপি শ্রীগুরু ও শ্রীশিবকে শ্রীভগ-বানের প্রিয় বলিয়া মনে করাই প্রসিদ্ধ শুদ্ধভক্তগণের অভিমত। শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামিচরণ স্তবাবলীগ্রন্থে মনঃশিক্ষার ২য় শ্লোকে বলিয়াছেন,—"গুরুবরং মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং নন্বু মনঃ!" অনুবাদঃ—রে মন! শ্রীগুরুবরকে শ্রীমুকুন্দের প্রিয়-তমরূপে নিরন্তর স্মরণ কর। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিমহাশয় শ্রীগুর্ব্বষ্টকে ৭ম শ্লোকে বলিয়াছেন,—"কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয়

এবেত্যাদি এবং ৩য় শ্লোকে শ্রীগুরুর ভক্তভাব বিশেষ পরিস্ফুট করিয়াছেন। যথা—

"শ্রীবিগ্রহারাধন-নিত্যনানাশৃঙ্গার-তন্মন্দিরমার্জ্জনাদৌ।
যুক্তস্য ভক্তাংশ্চ নিযুঞ্জতোঽপি বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দং॥"

শ্রীপাদ গোস্বামিচরণগণের এইসকল বাক্যানুসারে শ্রীগুরুর ভক্তভাবের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। রাগানুগামার্গের প্রধান আদর্শ শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামিচরণের শ্রীমুখকমল হইতে আদেশবাণীস্বরূপে স্পষ্টাক্ষরে বিনিঃসৃত হইয়াছে যে— "গুরুবরং মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর"! * শ্রীপাদ নরোত্তমঠাকুর মহাশয়ও প্রার্থনাতে স্বকীয় শ্রীগুরুকে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেম-সেবাপরা শ্রীরূপমঞ্জরীর অনুগতা শ্রীমঞ্জুলালীমঞ্জরীরূপেই ভাবনা করিয়াছেন। অতএব শ্রীপাদগোস্বামিচরণগণের অনুগত ভক্তগণের পক্ষে শ্রীগুরুকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ভক্তজ্ঞানে পূজা করাই অবশ্য কর্ত্তব্য।

শ্রীগুরুকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ভক্তরূপে ভাবনা করাই যাঁহাদের (যে গোস্বামীপাদগণের) স্পষ্ট অভিপ্রায়, তাঁহাদের মতে শ্রীগুরুপূজাতে গুরুদেবের শ্রীচরণে তুলসী ও ভোগে অপ্রসাদী নৈবেদ্য অর্পণ করা কখনও সমীচীন হইতে পারে না। কারণ যাহাতে যাঁহার সন্তোষ, তাহাই তাঁহার পূজা। যিনি (যে গুরুদেব)

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১৭.২২) "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ" শ্লোকের দীপিকাদীপন টীকাতে উক্ত আছে,—"আচার্য্যং মাং মদীয়ং প্রেষ্ঠং বিজানীয়াৎ; গুরুবরং মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মরেত্যুক্তেঃ। সচ্ছিদ্রূপত্বে তু মাং মদ্রূপমেব বিজানীয়াদিতি"।

শ্রীকৃষ্ণের ভক্তশ্রেষ্ঠ হয়েন, তাঁহার চরণে শ্রীকৃষ্ণচরণপ্রিয়া তুলসী অর্পণ করিতে গেলে তাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইবেন কি? আর যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের অধরসুধার সংযোগ ঘটে নাই, এমন কোন ভোজ্যবস্তু তাঁহার রুচিকর হইতে পারে কি?

শ্রীপাদ গোস্বামিচরণগণ প্রবর্ত্তিত-রাগানুগামার্গানুবর্ত্তি-শ্রীবৃন্দারণ্যনিবাসী প্রাচীনসিদ্ধবৈষ্ণবগণের ভজনপদ্ধতিতেও জানা যায়, তাঁহারা শ্রীগুরুকে শ্রীনবদ্বীপলীলায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়-সেবক এবং শ্রীবৃন্দাবনীয়লীলায় শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবাপরা মঞ্জরী রূপেই ভাবনা করিতেন। শ্রীগুরুপূজাতে শ্রীগুরুর শ্রীচরণে তুলসী ও ভোগে অপ্রসাদী নৈবেদ্য অর্পণ করা তাঁহাদের অভিপ্রায় নহে। বর্ত্তমান সময়ে প্রভুসন্তানগণের মধ্যে যাঁহারা শ্রীপাদ গোস্বামিচরণ-প্রবর্ত্তিত-ভজনপথের আচার্য্য এবং শ্রীবৃন্দা-রণ্যনিবাসী যে সকল মহানুভব বৈষ্ণব রাগানুগামার্গের আদর্শ, তাঁহাদের ভজনপদ্ধতি বিশেষ অনুসন্ধানে জানিতে পারা যায় যে, তাঁহারাও শ্রীগুরুকে পূর্ব্বোক্তরূপেই ভাবনা ও পূজা করিয়া থাকেন। অতএব শ্রীপাদ গোস্বামিচরণগণের অভিপ্রায় এবং তদনুগত সৎসম্প্রদায়ের আচরণ সাদরে শিরোধার্য্য করাই আমাদের সর্ব্বথা কর্ত্তব্য নহে কি?

ন কিঞ্চিৎ কস্যচিৎ সিধ্যেৎ সদাচারং বিনা যতঃ।
তস্মাদবশ্যং সর্ব্বত্র সদাচারো হ্যপেক্ষ্যতে॥

— শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

অথ পুষ্পচয়ন-বিধিঃ।

প্রাতঃকালে স্নান করিয়া অথবা রাত্রিবাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বিশুদ্ধ বস্ত্র ধারণ করতঃ, পুষ্পচয়ন কর্ত্তব্য।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে।—

মধ্যাহ্নে স্নানমাচর্য্য কুসুমৈস্তু সমাহৃতৈঃ।
নৈব সংপূজয়েদ্ বিষ্ণুং যন্নিষিদ্ধানি তান্যপি॥

অনুবাদ।—মধ্যাহ্নস্নানের পর সংগৃহীত পুষ্পদ্বারা কদাচ শ্রীহরির পূজা করিবে না; যেহেতু উহাও নিষিদ্ধপুষ্পমধ্যে পরিগণিত।

নিষিদ্ধ-পুষ্প।—শ্মশানস্থবৃক্ষজাত, চৈত্যবৃক্ষ সমুৎপন্ন* ও ভূমিতে নিপতিত পুষ্প এবং পুষ্পের কলিকা (চম্পকভিন্ন) দ্বারা অর্চ্চন নিষিদ্ধ। করবীর, গিরিকর্ণিকা (অপরাজিতা), কণ্টকারী, শাল্মলী, শিরীষ ও কাঞ্চনাকৃতিপুষ্প বিশেষরূপে নিষিদ্ধ। শুষ্ক অথবা দলিত, পর্য্যুষিত (১), গন্ধরহিত ও উগ্রগন্ধযুক্ত পুষ্প এবং যে পুষ্প হস্তে লইয়া কাহাকেও প্রণাম করা হইয়াছে বা কাহারও প্রণাম গ্রহণ করা হইয়াছে, যাহা জলমগ্ন করিয়া ধৌত করা হইয়াছে, সে সকল পুষ্প অর্চ্চনকার্য্যে বর্জ্জনীয়। (২)

* চৈত্যবৃক্ষ—যাহার তল বেদিবিধান এরূপ পূজ্য বৃক্ষ।

(১) ন পর্য্যুষিতদোষোঽস্তি জলজোৎপল-চম্পকে।
তুলস্যগস্ত্যবকুলে বিল্বে গঙ্গাজলে তথা॥ ইতি জ্ঞানমালা।

(২) গ্রন্থবিস্তারভয়ে প্রমাণ শ্লোক উদ্ধৃত হইল না, বিশেষরূপে জানিতে হইলে শ্রীহরিভক্তিবিলাস দ্রষ্টব্য।

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে।—

বিহিতেষু নিষিদ্ধানাং বিহিতালাভতো মতং।
কুসুমানামুপাদানং নিষিদ্ধানাং ন কর্হিচিৎ॥

অনুবাদ।—শাস্ত্রবিহিত পুষ্পসমূহের মধ্যে যে সকল পুষ্প নিষিদ্ধ (যেমন করবীর পুষ্প—কোথাও ব্যবহারের বিধি আছে, আবার কোথাও বা নিষেধ রহিয়াছে), উহা বিহিত পুষ্পের অভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে; কিন্তু যে সকল পুষ্প সর্ব্বত্র একেবারে নিষিদ্ধ, তাহা কখনও গ্রহণ করিবে না।

অথ শ্রীতুলসী-চয়নবিধিঃ। ৭/১১ ৫৮-৫৯

বায়ুপুরাণে।—

অস্নাত্বা তুলসীং ছিত্বা যঃ পূজাং কুরুতে নরঃ।
সোঽপরাধী ভবেৎ সত্যং তৎসর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ॥

অনুবাদ।—যিনি অস্নাত অবস্থায় তুলসী চয়ন করিয়া অর্চ্চনা করেন, তিনি নিশ্চয় অপরাধী হইয়া থাকেন এবং তাঁহার সমস্ত কর্ম্ম নিষ্ফল হয়। অতএব স্নানের পর তুলসী চয়ন করাই বিধেয়।

তুলসী-চয়ন-মন্ত্রঃ।

স্কান্দে।—

তুলস্যমৃতজন্মাসি সদা ত্বং কেশবপ্রিয়া।
কেশবার্থে বিচিন্বামি বরদা ভব শোভনে॥
ত্বদঙ্গসম্ভবৈঃ পত্রৈঃ পূজয়ামি যথা হরিং।
তথা কুরু পবিত্রাঙ্গি কলৌ মলবিনাশিনি॥

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া শ্রীতুলসীকে প্রণাম করতঃ দক্ষিণ হস্তদ্বারা এক এক পত্র ও মঞ্জরী চয়ন পূর্ব্বক, উত্তমপাত্রে রাখিবেন।

অথ শ্রীতুলসীচয়ন-নিষেধকালঃ।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে।—

সংক্রান্ত্যাদৌ নিষিদ্ধোঽপি তুলস্যবচয়ঃ স্মৃতৌ।
পরং শ্রীবিষ্ণুভক্তৈস্তু দ্বাদশ্যামেব নেষ্যত॥

অনুবাদ।—সংক্রান্তি, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, দ্বাদশী ও রবিবারে তুলসীচয়ন করা স্মৃতিশাস্ত্রে নিষিদ্ধ থাকিলেও শ্রীভগবদ্ভক্তগণ একমাত্র দ্বাদশীতেই তুলসীচয়ন করিতে ইচ্ছা করেন না।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।—

ন চ্ছিন্দ্যাৎ তুলসীং বিপ্রা দ্বাদশ্যাং বৈষ্ণবঃ ক্বচিৎ॥

অনুবাদ।—হে দ্বিজগণ! বৈষ্ণবজন কখনও দ্বাদশীতে তুলসী চয়ন করিবেন না।

অথোর্দ্ধপুণ্ড্র-নিত্যতা।

পাদ্মোত্তরখণ্ডে—

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রবিহীনস্তু কিঞ্চিৎ কর্ম্ম করোতি যঃ
ইষ্টাপূর্ত্তাদিকং সর্ব্বং নিষ্ফলং স্যান্ন সংশয়ঃ॥
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রবিহীনস্তু সন্ধ্যাকর্ম্মাদিকং চরেৎ।
তৎ সর্ব্বং রাক্ষসং নিত্যং নরকং চাধিগচ্ছতি॥

অনুবাদ।—যে ব্যক্তি ঊর্দ্ধপুণ্ড্র (তিলক) ধারণ না করিয়া, ইষ্টাপূর্ত্তাদি যে কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহার সমস্ত কর্ম্মই নিষ্ফল হয় সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি ঊর্দ্ধপুণ্ড্র বিহীন হইয়া সন্ধ্যাপূজাদি করে, তাহার অনুষ্ঠিত সমস্তই নিত্য রাক্ষসগণের ভোগ্য হইয়া থাকে; এবং সে নরকে গমন করে।

ঊর্দ্ধপুণ্ড্র-নির্ম্মাণ-বিধিঃ।

পাদ্মোত্তরখণ্ডে।—

আরভ্য নাসিকামূলং ললাটান্তং লিখেন্মৃদং।
নাসিকায়াস্ত্রয়ো ভাগা নাসামূলং প্রচক্ষতে॥
সমারভ্য ভ্রুবোর্মূলমন্তরালং প্রকল্পয়েৎ॥

অনুবাদ।—নাসিকার মূলদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া, ললাটের অন্তভাগ পর্য্যন্ত মৃত্তিকা (গোপী-চন্দনাদি) দ্বারা অঙ্কিত করিবে। নাসিকার চারিভাগের এক ভাগ পরিত্যাগ করিলে, অবশিষ্ট তিন ভাগ নাসিকামূল বলিয়া কথিত হয়। ভ্রূযুগলের মূলদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার ঊর্দ্ধভাগ ছিদ্রযুক্ত করিবে।

হরিমন্দির-লক্ষণং।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে।—

নাসাদিকেশপর্য্যন্তমূর্দ্ধপুণ্ড্রং সুশোভনং।
মধ্যে ছিদ্রসমাযুক্তং তদ্বিদ্যাদ্ধরিমন্দিরং॥

অনুবাদ।—যাহা নাসিকামূল হইতে আরম্ভ করিয়া কেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, অতীব মনোহর ও মধ্যে ছিদ্রসংযুক্ত, সেই ঊর্দ্ধপুণ্ড্রকেই হরিমন্দির বলিয়া জানিবে।

তিলক-রচনাঙ্গুলি-নিয়মং।

স্মৃতিঃ।—

অনামিকা কামদোক্তা মধ্যমায়ুষ্করী ভবেৎ।
অঙ্গুষ্ঠঃ পুষ্টিদঃ প্রোক্তস্তর্জ্জনী মোক্ষসাধনী॥

অনুবাদ।—তিলকরচনাবিষয়ে অনামিকা অভীষ্টদায়িনী, মধ্যমা আয়ুবর্দ্ধনকারিণী, অঙ্গুষ্ঠ পুষ্টিপ্রদ এবং তর্জ্জনী মোক্ষসাধনকারিণী।

অথ প্রণাম-বিধিঃ।

আগমে।—

দোর্ভ্যাং পদ্ভ্যাঞ্চ জানুভ্যামুরসা শিরসা দৃশা।
মনসা বচসা চেতি প্রণামোঽষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ॥
জানুভ্যাঞ্চৈব বাহুভ্যাং শিরসা বচসা ধিয়া।
পঞ্চাঙ্গকঃ প্রণামঃ স্যাৎ পূজাসু প্রবরাবিমৌ॥

অনুবাদ।—বাহুযুগল, পদদ্বয়, উভয়জানু, বক্ষঃ, শিরঃ (ক্রমশঃ এই সকল অঙ্গ দ্বারা নির্ভর সহকারে ভূমিস্পর্শকরতঃ), চক্ষু (ঈষৎ নিমীলিত করিয়া), মন ("শ্রীচরণযুগলে শিরঃ সংযোগ সহকারে দক্ষিণহস্তে শ্রীপ্রভুর দক্ষিণ শ্রীচরণ এবং বামহস্তে

বাম শ্রীচরণ ধারণ করা হইয়াছে” এইরূপ চিন্তা করিয়া) এবং বাক্য (‘হে ভগবন্ প্রসীদ’ বলিয়া) এই অষ্টাঙ্গ দ্বারা প্রণতিই অষ্টাঙ্গ প্রণাম বলিয়া অভিহিত। জানুযুগল, বাহুদ্বয়, শিরোদেশ, বচন ও বুদ্ধি এই পঞ্চাঙ্গ দ্বারা (পূর্ব্বোক্ত সেই সেই প্রকারে) প্রণতির নাম পঞ্চাঙ্গ প্রণাম। পূজাদি বিষয়ে এই অষ্টাঙ্গ ও পঞ্চাঙ্গ প্রণাম প্রশস্ত।

শ্রীহরিনাম গ্রহণ ও সমাপন মন্ত্র।

নমো নলিনেত্রায় বেণুবাদ্যবিনোদিনে।
রাধাধরসুধাপানশালিনে বনমালিনে॥

শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র জপের আরম্ভ ও সমাপনকালে এই মন্ত্রে প্রণাম করিতে হয়।

শ্রীচরণামৃতধারণবিধি।

সর্ব্বাগ্রে শ্রীগুরুপাদোদক গ্রহণের পর,—

অকালমৃত্যুহরণং সর্ব্বব্যাধিবিনাশনং।
বিষ্ণোঃ পাদোদকং পীত্বা শিরসি ধারয়াম্যহং॥

এই মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণচরণামৃত ধারণ করিতে হয়।

---

* অর্চ্চনার পর এই (নমো নলিনেত্রায়) মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিতে হয়। শ্রীরাধিকাকে প্রণাম করিবার মন্ত্র—

নবীনাং হেমগৌরাঙ্গীং প্রবরেন্দীবরাম্বরাং।
বৃষভানুসুতাং বন্দে কৃষ্ণকান্তাশিরোমণিং॥

শ্রীগুরুদেবাষ্টকং।

সংসারদাবানললীঢ়লোক-ত্রাণায় কারুণ্যঘনাঘনত্বং।
প্রাপ্তস্য কল্যাণগুণার্ণবস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দং ॥১॥
মহাপ্রভোঃ কীর্ত্তননৃত্যগীতবাদিত্রমাদ্যন্মনসো রসেন।
রোমাঞ্চকম্পাশ্রুতরঙ্গভাজো বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দং ॥২॥
শ্রীবিগ্রহারাধননিত্যনানাশৃঙ্গারতন্মন্দিরমার্জ্জনাদৌ।
যুক্তস্য ভক্তাংশ্চ নিযুঞ্জতোঽপি বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দং ॥৩॥
চতুর্ব্বিধশ্রীভগবৎপ্রসাদ-স্বাদ্বন্নতৃপ্তান্ হরিভক্তসঙ্ঘান্।
কৃত্বৈব তৃপ্তিং ভজতঃ সদৈব বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দং ॥৪॥
রাধিকামাধবয়োরপারমাধুর্য্যলীলাগুণরূপনাম্নাং।
প্রতিক্ষণাস্বাদনলোলুপস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দং ॥৫॥
নিকুঞ্জযূনো রতিকেলিসিদ্ধ্যৈ যা যালিভির্যুক্তিরপেক্ষণীয়া।
তত্রাতিদাক্ষ্যাদতিবল্লভস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দং ॥৬॥
সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দং ॥৭॥
যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদো যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দং ॥৮॥
শ্রীমদ্‌গুরোরষ্টকমেতদুচ্চৈর্ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে পঠতি প্রযত্নাৎ।
যস্তেন বৃন্দাবননাথসাক্ষাৎ-সেবৈব লভ্যা জনুষোঽন্ত এব ॥৯॥

ইতি শ্রীমদ্বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-বিরচিতং
শ্রীগুরুদেবাষ্টকং সম্পূর্ণং।

শ্রীচৈতন্যাষ্টকম্

সদোপাস্যঃ শ্রীমান্ ধৃতমনুজকায়ৈঃ প্রণয়িতাং
বহন্তির্গীর্ব্বাণৈর্গিরিশপরমেষ্ঠিপ্রভৃতিভিঃ।
স্বভক্তেভ্যঃ শুদ্ধাং নিজভজনমুদ্রামুপদিশন্
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদং ॥১॥
সুরেশানাং দুর্গং গতিরতিশয়েনোপনিষদাং
মুনীনাং সর্ব্বস্বং প্রণতপটলীনাং মধুরিমা।
বিনির্য্যাসঃ প্রেম্ণো নিখিলপশুপালাম্বুজদৃশাং
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদং ॥২॥
স্বরূপং বিভ্রাণো জগদতুলমদ্বৈতদয়িতঃ
প্রপন্নশ্রীবাসো জনিতপরমানন্দগরিমা।
হরির্দীনোদ্ধারী গজপতিকৃপোৎসেকতরলঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদং ॥৩॥
রসোদ্দামা কামার্ব্বুদমধুরধামোজ্জ্বলতনু-
র্যতীনামুত্তংসস্তরণিকরবিদ্যোতিবসনঃ।
হিরণ্যানাং লক্ষ্মীভরমভিভবন্নাঙ্গিকরুচা
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদং ॥৪॥
হরে কৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃস্ফুরিতরসনো নামগণনা-
কৃতগ্রন্থিশ্রেণীসুভগকটিসূত্রোজ্জ্বলকরঃ।
বিশালাক্ষো দীর্ঘার্গলযুগলখেলাঞ্চিতভুজঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদং ॥৫॥

পয়োরাশেস্তীরে স্ফুরদুপবনালিকলনয়া
মুহুর্ব্বৃন্দারণ্যস্মরণজনিতপ্রেমবিবশঃ।
ক্বচিৎ কৃষ্ণাবৃত্তিপ্রচলরসনো ভক্তিরসিকঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদং ॥৬॥
রথারূঢ়স্যারাদধিপদবি নীলাচলপতে-
রদভ্রপ্রেমোর্ম্মিস্ফুরিতনটনোল্লাসবিবশঃ।
সহর্ষং গায়দ্ভিঃ পরিবৃততনুর্বৈষ্ণবজনৈঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদং ॥৭॥
ভুবং সিঞ্চন্নশ্রুস্রুতিভিরভিতঃ সান্দ্রপুলকৈঃ
পরীতাঙ্গো নীপস্তবকনবকিঞ্জল্কজয়িভিঃ।
ঘনস্বেদস্তোমস্তিমিততনুরুৎকীর্ত্তনসুখী
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদং ॥৮॥
অধীতে গৌরাঙ্গস্মরণপদবীমঙ্গলতরং
কৃতী যো বিস্রম্ভস্ফুরদমলধীরষ্টকমিদং।
পরানন্দে সদ্যস্তদমলপদাম্ভোজযুগলে
পরিস্ফারা তস্য স্ফুরতু নিতরাং প্রেমলহরী ॥৯॥

ইতি শ্রীমদ্রূপগোস্বামিচরণবিরচিতং
শ্রীচৈতন্যাষ্টকং সম্পূর্ণং।

শ্রীশ্রীশচীতনয়াষ্টকম্।

শ্রীশ্রীশচীতনয়ায় নমঃ।

উজ্জ্বল-বরণ-গৌরবরদেহং বিলসিত-নিরবধি-ভাব-বিদেহম্।
ত্রিভুবন-পাবনং কৃপায়াঃ লেশং তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ॥১॥
গদগদ-অন্তর-ভাববিকারং দুর্জ্জন-তর্জ্জন-নাদ-বিলাসম্।
ভবভয়-ভঞ্জন-কারণ-করুণং তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ॥২॥
অরুণাম্বরধর-চারুকপোলম্ ইন্দুবিনিন্দিত-নখচয়রুচিরম্।
জল্পিত-নিজগুণ-নামবিনোদং তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ॥৩॥
বিগলিত-নয়নকমল-জলধারং ভূষণ-নবরস-ভাববিকারম্।
গতি-অতিমন্থর-নৃত্যবিলাসং তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ॥৪॥
চঞ্চল-চারুচরণ-গতিরুচিরং মঞ্জীর-রঞ্জিত-পদযুগমধুরম্।
চন্দ্রবিনিন্দিত-শীতলবদনং তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ॥৫॥
ধৃত-কটি-ডোর-কমণ্ডলু-দণ্ডং দিব্য-কলেবর-মণ্ডিত-মণ্ডম্।
দুর্জ্জন-কল্মষ-খণ্ডন-দণ্ডং তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ॥৬॥
ভূষণ-ভূরজ-অলকাবলিতং কম্পিত-বিম্বাধরবর-রুচিরম্।
মলয়জবিরচিত-উজ্জ্বলতিলকং তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ॥৭॥
নিন্দিত-অরুণকমলদল-লোচনম্ আজানুলম্বিত-শ্রীভুজযুগলম্।
কলেবর-কৈশোর নর্ত্তকবেশং তং প্রণমামি চ

ইতি শ্রীল-সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য-বিরচিতং
শ্রীশচীতনয়াষ্টকং সম্পূর্ণং।

—:*:—

শ্রীনিত্যানন্দাষ্টকং ।

শরচ্চন্দ্রভ্রান্তিং স্ফুরদমলকান্তিং গজপতিং
হরিপ্রেমোন্মত্তং ধৃতপরমসত্ত্বং স্মিতমুখং ।
সদা ঘূর্ণন্নেত্রং করকলিতবেত্রং কলিভিদং
ভজে নিত্যানন্দং ভজনতরুকন্দং নিরবধি ॥ ১ ॥
রসানামাধারং স্বজনগণসর্ব্বস্বমতুলং
তদীয়ৈকপ্রাণ-প্রতিমবসুধাজাহ্নবিপতিং ।
সদা প্রেমোন্মাদং পরমবিদিতং মন্দমনসাং
ভজে নিত্যানন্দং ভজনতরুকন্দং নিরবধি ॥ ২ ॥
শচীসূনুপ্রেষ্ঠং নিখিলজগদিষ্টং সুখময়ং
কলৌ মজ্জজ্জীবোদ্ধরণকরুণোদ্দামকরুণং ।
হরের্ব্যাখ্যানাদ্বা ভবজলধিগর্ব্বোন্নতিহরং
ভজে নিত্যানন্দং ভজনতরুকন্দং নিরবধি ॥ ৩ ॥
অয়ে ভ্রাতর্নৃণাং কলিকলুষিণাং কিং নু ভবিতা
তথা প্রায়শ্চিত্তং রচয় যদনায়াসত ইমে ।
ব্রজন্তি ত্বামিত্থং সহ ভগবতা মন্ত্রয়তি যো
ভজে নিত্যানন্দং ভজনতরুকন্দং নিরবধি ॥ ৪ ॥
যথেষ্টং রে ভ্রাতঃ কুরু হরিহরিধ্বানমনিশং
ততো বঃ সংসারাম্বুধিতরণদায়ো ময়ি লগেৎ ।
ইদং বাহুস্ফোটৈরটতি রটয়ন্ যঃ প্রতিগৃহং
ভজে নিত্যানন্দং ভজনতরুকন্দং নিরবধি ॥ ৫ ॥

বলাৎ সংসারাম্ভোনিধিহরণকুম্ভোদ্ভবমহো
সতাং শ্রেয়ঃসিন্ধূন্নতিকুমুদবন্ধুং সমুদিতং।
খলশ্রেণী-স্ফূর্জ্জত্তিমিরহরসূর্য্যপ্রভমহং
ভজে নিত্যানন্দং ভজনতরুকন্দং নিরবধি ॥ ৬ ॥

নটন্তং গায়ন্তং হরিমনুবদন্তং পথি পথি
ব্রজন্তং পশ্যন্তং স্বমপি নদয়ন্তং জনগণং।
প্রকুর্ব্বন্তং সন্তং সকরুণদৃগন্তং প্রকলনাদ্
ভজে নিত্যানন্দং ভজনতরুকন্দং নিরবধি ॥ ৭ ॥

সুবিভ্রাণং ভ্রাতুঃ করসরসিজং কোমলতরং
মিথো বক্ত্রালোকোচ্ছলিতপরমানন্দহৃদয়ং
ভ্রমন্তং মাধুর্য্যৈরহহ মদয়ন্তং পুরজনান্
ভজে নিত্যানন্দং ভজনতরুকন্দং নিরবধি ॥৮॥

রসানামাধানং রসিকবরসদ্বৈষ্ণবধনং
রসাগারং সারং পতিত-ততি-তারং স্মরণতঃ।
পরং নিত্যানন্দাষ্টকমিদমপূর্ব্বং পঠতি য-
স্তদঙ্ঘ্রিদ্বন্দ্বাব্জং স্ফুরতু নিতরাং তস্য হৃদয়ে ॥ ৯॥

ইতি শ্রীমদ্বৃন্দাবনদাসঠক্কুরবিরচিতং শ্রীনিত্যানন্দাষ্টকং সম্পূর্ণং

শ্রীমদদ্বৈতাষ্টকং।

গঙ্গাতীরে তৎপয়োভিস্তুলস্যাঃ পত্রৈঃ পুষ্পৈঃ প্রেমহুঙ্কারঘোষৈঃ
প্রাকট্যার্থং গৌরমারাধয়দ্যঃ শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যমেতং প্রপদ্যে ॥ ১ ॥

যদ্ধুঙ্কারৈঃ প্রেমসিন্ধোর্ব্বিকারৈরাকৃষ্টঃ সন্ গৌরগোলোকনাথঃ ।
আবির্ভূতঃ শ্রীনবদ্বীপমধ্যে শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যমেতং প্রপদ্যে ॥ ২ ॥
ব্রহ্মাদীনাং দুর্ল্লভপ্রেমপূরৈরাদীনং যঃ প্লাবয়ামাস লোকং ।
আবির্ভাব্য শ্রীলচৈতন্যচন্দ্রং শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যমেতং প্রপদ্যে ॥ ৩ ॥
শ্রীচৈতন্যঃ সর্ব্বশক্তিপ্রপূর্ণো যস্যৈবাজ্ঞামাত্রতোঽন্তর্দ্দধেঽপি ।
দুর্ব্বিজ্ঞেয়ং যস্য কারুণ্যকৃত্যং শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যমেতং প্রপদ্যে ॥৪॥
সৃষ্টিস্থিত্যন্তং বিধাতুং প্রবৃত্তাঃ যস্যাংশাংশা ব্রহ্মবিষ্ণ্বীশ্বরাখ্যাঃ ।
যেনাভিন্নং তং মহাবিষ্ণুরূপং শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যমেতং প্রপদ্যে ॥৫॥
কস্মিংশ্চিদ্‌যঃ শ্রূয়তে চাশ্রয়ত্বাচ্ছম্ভোরিত্থং শাম্ভবং নাম ধাম ।
সর্ব্বারাধ্যং ভক্তিমাত্রৈকসাধ্যং শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যমেতং প্রপদ্যে ॥৬॥
সীতানাম্নী প্রেয়সী প্রেমপূর্ণা পুত্রো যস্যাপ্যচ্যুতানন্দনামা ।
শ্রীচৈতন্যপ্রেমপূরপ্রপূর্ণঃ শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যমেতং প্রপদ্যে ॥৭॥
নিত্যানন্দাদ্বৈততোঽদ্বৈতনামা ভক্ত্যাখ্যানাদ্ যঃ সদাচার্য্যনামা ।
শশ্বচ্চেতঃসঞ্চরদ্‌গৌরধামা শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যমেতং প্রপদ্যে ॥৮॥
প্রাতঃপ্রীতঃ প্রত্যহং সংপঠেদ্ যঃ সীতানাথস্যাষ্টকং শুদ্ধবুদ্ধিঃ ।
সোঽয়ং সম্যক্ তস্য পাদারবিন্দে
বিন্দন্ ভক্তিং তৎপ্রিয়ত্বং প্রয়াতি ॥৯॥

ইতি শ্রীমৎসার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যবিরচিতং
শ্রীমদদ্বৈতাষ্টকং সম্পূর্ণং ।

·:*:·

শ্রীমুকুন্দাষ্টকং ।

শ্রীমুকুন্দায় নমঃ ।

বলভিদুপলকান্তিদ্রোহিণি শ্রীমদঙ্গে
সুস্থণ-রসবিলাসৈঃ সুষ্ঠু গান্ধর্ব্বিকায়াঃ ।
স্বমদননৃপশোভাং বর্দ্ধয়ন্ দেহরাজ্যে
প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্টপূর্ত্তিং মুকুন্দঃ ॥১॥
উদিতবিধুপরার্দ্ধজ্যোতিরুল্লঙ্ঘিবক্ত্রো
নবতরুণিমরজ্যদ্বাল্যশেষাতিরম্যঃ ।
পরিষদি ললিতালীং দোলয়ন্ কুণ্ডলাভ্যাং
প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্টপূর্ত্তিং মুকুন্দঃ ॥২॥
কনকনিবহশোভানিন্দি পীতং নিতম্বে
তদুপরি নবরক্তং বস্ত্রমিত্থং দধানঃ ।
প্রিয়মিব কিল বর্ণং রাগযুক্তং প্রিয়ায়াঃ
প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্টপূর্ত্তিং মুকুন্দঃ ॥৩॥
সুরভিকুসুমবৃন্দৈর্বাসিতান্তঃসমৃদ্ধে
প্রিয়সরসি নিদাঘে সায়মালীপরীতাং ।
মদনজনকসেকৈঃ খেলয়ন্নেব রাধাং
প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্টপূর্ত্তিং মুকুন্দঃ ॥৪॥
পরিমলমিহ লুব্ধো হন্ত গান্ধর্ব্বিকায়াঃ
পুলকিততনুরুচ্চৈরুন্মদস্তৎক্ষণেন ।
নিখিলবিপিনদেশান্ বাসিতানেব জিঘ্রন্
প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্টপূর্ত্তিং মুকুন্দঃ ॥৫॥

প্রণিহিতভুজদণ্ডঃ স্কন্ধদেশে বরাঙ্গ্যাঃ
স্মিতবিকসিতগণ্ডে কীর্ত্তিদাকন্যকায়াঃ ।
মনসিজজনি সৌখ্যং চুম্বনেনৈব তন্বন্
প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্টপূর্ত্তিং মুকুন্দঃ ॥৬॥
প্রমদদনুজগোষ্ঠ্যাঃ কোপি সম্বর্ত্তবহ্নি-
র্ব্রজভুবি কিল পিত্রোর্মূর্ত্তিমান্ স্নেহপুঞ্জঃ ।
প্রথমরসমহেন্দ্রঃ শ্যামলো রাধিকায়াঃ
প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্টপূর্ত্তিং মুকুন্দঃ ॥ ৭ ॥
স্বকদনকথয়াঙ্গীকৃত্য মৃদ্বীং বিশাখাং
কৃতচটু ললিতাস্তু প্রার্থয়ন্ প্রৌঢ়শীলাং ।
প্রণয়বিধুর-রাধা-মান-নির্ব্বাসনায়
প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্টপূর্ত্তিং মুকুন্দঃ ॥ ৮ ॥
পরিপঠতি মুকুন্দস্যাষ্টকং কাকুভির্যঃ
সকল-বিষয়-সঙ্গাৎ সন্নিয়ম্যেন্দ্রিয়াণি ।
ব্রজনবযুবরাজো দর্শয়ন্ স্বং সরাধং
স্বজনগণনমধ্যে তং প্রিয়ায়াস্তনোতি ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্রূপগোস্বামিচরণ-বিরচিতং শ্রীমুকুন্দাষ্টকং সম্পূর্ণং ।

শ্রীদামোদরাষ্টকং ।

নমামীশ্বরং সচ্চিদানন্দরূপং
লসৎকুণ্ডলং গোকুলে ভ্রাজমানং ।

যশোদাভিয়োলূখলাদ্ধাবমানং
পরামৃষ্টমত্যন্তুতো দ্রুত্য গোপ্যা ॥ ১ ॥
রুদন্তং মুহুর্নেত্রযুগ্মং মৃজন্তং
করাম্ভোজযুগ্মেন সাতঙ্কনেত্রং।
মুহুঃশ্বাসকম্প-ত্রিরেখাঙ্ককণ্ঠ-
স্থিত-গ্রৈব-দামোদরং ভক্তিবদ্ধং ॥ ২ ॥
ইতীদৃক্স্বলীলাভিরানন্দকুণ্ডে
স্বঘোষং নিমজ্জন্তমাখ্যাপয়ন্তং।
তদীয়েশিতজ্ঞেষু ভক্তৈর্জিতত্বং
পুনঃ প্রেমতস্তং শতাবৃত্তি বন্দে ॥ ৩ ॥
বরং দেব মোক্ষং ন মোক্ষাবধিং বা
ন চান্যং বৃণেঽহং বরেশাদপীহ।
ইদন্তে বপুর্নাথ! গোপালবালং
সদা মে মনস্যাবিরাস্তাং কিমন্যৈঃ ॥ ৪ ॥
ইদন্তে মুখাম্ভোজমব্যক্তনীলৈ-
র্বৃতং কুন্তলৈঃ স্নিগ্ধরক্তৈশ্চ গোপ্যা।
মুহুশ্চুম্বিতং বিম্ববক্ত্রাধরং মে
মনস্যাবিরাস্তামলং লক্ষলাভৈঃ ॥ ৫ ॥
নমো দেব দামোদরানন্ত বিষ্ণো
প্রসীদ প্রভো দুঃখজালাব্ধিমগ্নং।
কৃপাদৃষ্টিবৃষ্ট্যাতিদীনং বতাস্নু-
গৃহাণেশ মামজ্ঞমেধ্যক্ষিদৃশ্যঃ ॥ ৬ ॥

কুবেরাত্মজৌ বদ্ধমূর্ত্ত্যৈব যদ্বৎ
ত্বয়া মোচিতৌ ভক্তিভাজৌ কৃতৌ চ ।
তথা প্রেমভক্তিং স্বকাং মে প্রযচ্ছ
ন মোক্ষে গ্রহো মে ঽস্তি দামোদরেহ ॥ ৭ ॥
নমস্তে ঽস্তু দাম্নে স্ফুরদ্দীপ্তিধাম্নে
ত্বদীয়োদরায়াথ বিশ্বস্য ধাম্নে ।
নমো রাধিকায়ৈ ত্বদীয়প্রিয়ায়ৈ
নমোঽনন্তলীলায় দেবায় তুভ্যং ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে শ্রীরুক্মাঙ্গদমোহিনীসংবাদে শ্রীসত্যব্রত-মুনি-প্রোক্তং শ্রীদামোদরাষ্টকং সম্পূর্ণং ।

শ্রীশ্রীমুকুন্দ-মুক্তাবলী ।

শ্রীব্রজনাগরায় নমঃ ।

নবজলধরবর্ণং চম্পকোদ্ভাসি-কর্ণং
বিকসিতনলিনাস্যং বিস্ফুরন্মন্দহাস্যম্ ।
কনকরুচি-দুকূলং চারুবর্হাবচূলং
কমপি নিখিলসারং নৌমি গোপীকুমারম্ ॥ ১ ॥
মুখজিত-শরদিন্দুঃ কেলিলাবণ্যসিন্ধুঃ
করবিনিহিত-কন্দুর্বল্লবী-প্রাণবন্ধুঃ ।
বপুরপসৃতরেণুঃ কক্ষনিক্ষিপ্ত-বেণু-
র্বচনবশগ-ধেনুঃ পাতু মাং নন্দসূনুঃ ॥ ২ ॥

ধ্বস্তদুষ্টশঙ্খচূড়! বল্লবীকুলোপগূঢ়!
ভক্তমানসাধিরূঢ়! নীলকণ্ঠপিচ্ছ-চূড়!।
কণ্ঠলম্বি-মঞ্জুগুঞ্জ! কেলিলব্ধ-রম্যকুঞ্জ!
কর্ণবর্ত্তি-ফুল্লকুন্দ! পাহি দেব! মাং মুকুন্দ!॥ ৩॥
যজ্ঞভঙ্গ-রুষ্টশক্র-নুন্নঘোরমেঘচক্র-
বৃষ্টিপূরখিন্নগোপ-বীক্ষণোপজাতকোপ!।
ক্ষিপ্রসব্যহস্তপদ্ম-ধারিতোচ্চশৈলসদ্ম-
গুপ্তগোষ্ঠ! রক্ষ রক্ষ মাং তথাদ্য পঙ্কজাক্ষ!॥ ৪॥
মুক্তাহারং দধদুড়ুচক্রাকারং
সারং গোপীমনসি মনোজারোপী।
কোপী কংসে খলনিকুরম্বোত্তংসে
বংশে রঙ্গী দিশতু রতিং নঃ শার্ঙ্গী॥ ৫॥
লীলোদ্দামা জলধরমালাশ্যামা
ক্ষামাঃ কামাদভিরচয়ন্তী রামাঃ।
সা মামব্যাদখিলমুনীনাং স্তব্যা
গব্যাপূর্ত্তিঃ প্রভুরঘশত্রোর্মূর্ত্তিঃ॥ ৬॥
পর্ব্ববর্ত্তুলশর্ব্বরীপতি-গর্ব্বরীতিহরাননং
নন্দনন্দনমিন্দিরাকৃতবন্দনং ধৃতচন্দনম্।
সুন্দরীরতিমন্দিরীকৃতকন্দরং ধৃতমন্দরং
কুণ্ডলদ্যুতিমণ্ডলপ্লুতকন্ধরং ভজ সুন্দরং॥ ৭॥
গোকুলাঙ্গনমণ্ডনং কৃত-পূতনাভব-মোচনং
কুন্দসুন্দরদন্তমম্বুজবৃন্দবন্দিতলোচনম্।

সৌরভাকরফুল্লপুষ্কর-বিস্ফুরৎকরপল্লবং
দৈবতং ব্রজদুর্ল্লভং ভজ বল্লবীকুলবল্লভম্ ॥ ৮ ॥
তুণ্ডকান্তিদণ্ডিতোরুপাণ্ডুরাংশুমণ্ডলং
গণ্ডপালিতাণ্ডবালিশালিরত্নকুণ্ডলম্ ।
ফুল্লপুণ্ডরীকষণ্ড-কৢপ্তমাল্যমণ্ডনং
চণ্ডবাহুদণ্ডমত্র নৌমি কংসখণ্ডনম্ ॥ ৯ ॥
উত্তরঙ্গদঙ্গরাগসঙ্গমাতিপিঙ্গল-
স্তুঙ্গশৃঙ্গসঙ্গিপাণি-রঙ্গনালিমঙ্গলঃ ।
দিগ্বিলাসিমল্লিহাসিকীর্ত্তিবল্লিপল্লব-
স্ত্বাং স পাতু ফুল্লচারুচিল্লিরত্ন বল্লবঃ ॥ ১০ ॥
ইন্দ্রনিবারং ব্রজপতিবারং নির্ধৃতবারং হৃতঘনবারম্ ।
রক্ষিতগোত্রং প্রীণিতগোত্রং ত্বাং ধৃতগোত্রং নৌমি সগোত্রম্ ॥১১॥
কংসমহীপতিহৃদ্গতশূলং সন্ততসেবিতযামুনকূলম্ ।
বন্দে সুন্দরচন্দ্রকচূলং ত্বামহমখিলচরাচরমূলম্ ॥ ১২ ॥
মলয়জরুচিরস্তনুজিতমুদিরঃ
পালিতবিবুধস্তোষিতবসুধঃ ।
মামতিরসিকঃ কেলিভিরধিকঃ
স্মিতসুভগরদঃ কৃপয়তু বরদঃ ॥ ১৩ ॥
উররীকৃতমুরলীরুতভঙ্গং নবজলধরকিরণোল্লসদঙ্গম্ ।
যুবতিহৃদয়ধৃতমদনতরঙ্গং প্রণমত যামুনতটকৃতরঙ্গম্ ॥ ১৪ ॥
নবাম্ভোদনীলং জগত্তোষিশীলং
মুখাসঙ্গিবংশং শিখণ্ডাবতংসম্ ।

করালম্বিবেত্রং বরাম্ভোজনেত্রং
ধৃতস্ফীতগুঞ্জং ভজে লব্ধকুঞ্জম্ ॥ ১৫ ॥
হৃতক্ষৌণিভারং কৃতক্লেশহারং
জগদ্গীতসারং মহারত্নহারম্।
মৃদুশ্যামকেশং লসদ্বন্যবেশং
কৃপাভির্নদেশং ভজে বল্লবেশম্ ॥ ১৬ ॥
উল্লসদ্বল্লবী-বাসসাং তস্কর-
স্তেজসা নির্জ্জিত-প্রস্ফুরদ্ভাস্করঃ।
পীনদোঃস্তম্ভয়োরুল্লসচ্চন্দনঃ
পাতু বঃ সর্ব্বতো দেবকীনন্দনঃ ॥ ১৭ ॥
সংস্থতেস্তারকং তং গবাং চারকং
বেণুনা মণ্ডিতং ক্রীড়নে পণ্ডিতম্।
ধাতুভির্বেষিণং দানব-দ্বেষিণং
চিন্তয় স্বামিনং বল্লবীকামিনম্ ॥ ১৮ ॥

উপাত্তকবলং পরাগশবলং সদেকশরণং সরোজচরণম্।
অরিষ্টদলনং বিকৃষ্টললনং নমামি সমহং সদৈব তমহম্ ॥১৯॥
বিহারসদনং মনোজ্ঞরদনং প্রণীতমদনং শশাঙ্কবদনম্।
উরস্থকমলং যশোভিরমলং করাত্তকমলং ভজস্ব তমলম্ ॥২০॥
দুষ্টধ্বংসঃ কর্ণিকারাবতংসঃ খেলদ্বংশীপঞ্চমধ্বানশংসী।
গোপীচেতঃ-কেলিভঙ্গীনিকেতঃ পাতু স্বৈরী হন্ত বঃ কংসবৈরী ॥২১॥
বৃন্দাটব্যাং কেলিমানন্দনব্যাং কুর্ব্বন্নারীচিত্তকন্দর্পধারী।
নর্ম্মোদ্গারী মাং দুকূলাপহারী নীপারূঢ়ঃ পাতু বর্হাবচূড়ঃ ॥২২॥

রুচিরনখে রচয় সখে! বলিতরতিং ভজনততিম্।
ত্বমবিরতিস্ত্বরিতগতি র্নতশরণে হরিচরণে ॥২৩॥
রুচিরপটঃ পুলিননটঃ পশুপগতির্গুণবসতিঃ।
স মম শুচির্জলদরুচির্মনসি পরিস্ফুরতু হরিঃ ॥২৪॥

কেলিবিহিতযমলার্জ্জুনভঞ্জন!
সুললিতচরিত-নিখিলজনরঞ্জন!।
লোচননর্ত্তনজিতচলখঞ্জন!
মাং পরিপালয় কালিয়গঞ্জন! ॥২৫॥
ভুবনবিস্তৃত্বর-মহিমাড়ম্বর!
বিরচিত-নিখিলখলোৎকর-সংবর!।
বিতর যশোদাতনয়! বরং বর-
মভিলষিতং মে ধৃতপীতাম্বর! ॥ ২৬ ॥
চিকুরকরম্বিত-চারুশিখণ্ডং
ভালবিনির্জ্জিত-বরশশিখণ্ডম্।
রদরুচিনির্ধুতমুদ্রিতকুন্দং
কুরুত বুধা! হৃদি সপদি মুকুন্দম্ ॥ ২৭ ॥

যঃ পরিরক্ষিত-সুরভীলক্ষস্তদপি চ সুর-ভী-মর্দ্দনদক্ষঃ।
মুরলীবাদনখুরলীশালী স দিশতু কুশলং তব বনমালী ॥২৮॥

রমিতনিখিলডিম্বে বেণুপীতোষ্ঠবিম্বে
হতখলনিকুরম্বে বল্লবীদত্তচুম্বে।
ভবতু মহিতনন্দে তত্র বঃ কেলিকন্দে
জগদবিরলতুন্দে ভক্তিরুর্ব্বী মুকুন্দে ॥২৯॥

পশুপযুবতিগোষ্ঠী-চুম্বিত-শ্রীমদোষ্ঠী
স্মরতরলিত-দৃষ্টি র্নির্ম্মিতানন্দবৃষ্টিঃ।
নবজলধরধামা পাতু বঃ কৃষ্ণনামা
ভুবনমধুরবেশা মালিনী মূর্ত্তিরেষা ॥৩০॥

ইতি শ্রীরূপগোস্বামিবিরচিতা শ্রীশ্রীমুকুন্দমুক্তাবলী সমাপ্তা।

ঃ০ঃ

শ্রীশ্রীরাধিকাষ্টকং।

রসবলিতমৃগাক্ষী-মৌলি-মাণিক্য-লক্ষ্মীঃ
প্রমুদিতমুরবৈরি-প্রেমবাপীমরালী।
ব্রজবরবৃষভানোঃ পুণ্যগীর্ব্বাণবল্লী
স্নপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ১ ॥
স্ফুরদরুণদুকূল-দ্যোতিতোদ্যন্নিতম্ব-
স্থলমভি বরকাঞ্চীলাস্যমুল্লাসয়ন্তী।
কুচকলসবিলাস-স্ফীতমুক্তাসরশ্রীঃ
স্নপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ২ ॥
সরসিজবর গর্ভাখর্ব্বকান্তিঃ সমুদ্যৎ-
তরুণিম-ঘনসারাশ্লিষ্টকৈশোর-সীধুঃ।
দর-বিকসিত-হাস্য-স্যন্দি-বিম্বাধরাগ্রা
স্নপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ৩ ॥

অতিচটুলতরং তং কাননান্তর্ম্মিলন্তং
ব্রজনৃপতিকুমারং বীক্ষ্য শঙ্কাকুলাক্ষী।
মধুরমৃদুবচোভিঃ সংস্তুতা নেত্রভঙ্গ্যা
স্নপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ৪ ॥
ব্রজকুলমহিলানাং প্রাণভূতাখিলানাং
পশুপপতিগৃহিণ্যাঃ কৃষ্ণবৎ প্রেমপাত্রং।
সুললিতললিতান্তঃস্নেহফুল্লান্তরাত্মা
স্নপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ৫ ॥
নিরবধি সবিশাখা শাখিযূথপ্রসূনৈঃ
স্রজমিহ রচয়ন্তী বৈজয়ন্তীং বনান্তে।
অঘবিজয়বরোরঃপ্রেয়সী শ্রেয়সী সা
স্নপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ৬ ॥
প্রকটিতনিজবাসং স্নিগ্ধবেণুপ্রণাদৈ-
র্দ্রুতগতি হরিমারাৎ প্রাপ্য কুঞ্জে স্মিতাক্ষী।
শ্রবণকুহরকণ্ডুং তন্বতী নম্রবক্ত্রা
স্নপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ৭ ॥
অমলকমলরাজি-স্পর্শি-বাত-প্রশীতে
নিজসরসি নিদাঘে সায়মুল্লাসিনীয়ং।
পরিজনগণযুক্তা ক্রীড়য়ন্তী বকারিং
স্নপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ৮ ॥
পঠতি বিমলচেতা মৃষ্টরাধাষ্টকং যঃ
পরিহৃত-নিখিলাশা-সন্ততিঃ কাতরঃ সন্।

পশুপপতিকুমারঃ কামমামোদিতস্তং
নিজজনগণমধ্যে রাধিকায়াস্তনোতি ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ রঘুনাথদাস-গোস্বামি-চরণ-বিরচিতং
শ্রীরাধিকাষ্টকং সম্পূর্ণং ॥

শ্রীশ্রীচাটু-পুষ্পাঞ্জলিঃ।

শ্রীশ্রীরাধিকায়ৈ নমঃ।

নবগোরোচনা-গৌরীং প্রবরেন্দীবরাম্বরাং
মণিস্তবকবিদ্যোতি-বেণীব্যালাঙ্গনাফণাং ॥ ১ ॥

অনুবাদঃ।

নবগোরোচনাদ্যুতি, শ্রীঅঙ্গ শোভয়ে অতি, নীলপট্টসাড়ী শোভে তায়।
ভুজঙ্গিনী জিনি বেণী, ফণিবিজড়িত মণি, রত্নগুচ্ছ বিরাজিত তায় ॥১॥

উপমানঘটামান-প্রহারি-মুখমণ্ডলাং।
নবেন্দুনিন্দি-ভালোদ্যৎ-কস্তূরীতিলকশ্রিয়ং ॥ ২ ॥

জিনি উপমার গণ, তুলনা নাহিক সম, শোভে যাঁর ও মুখমণ্ডল।
চৌরস কপালছান্দ, নিন্দিয়া নবীন চাঁদ, কস্তূরীতিলক ঝলমল ॥ ২ ॥

ভ্রূজিতানঙ্গ-কোদণ্ডাং লোলনীলালকাবলীং।
কজ্জলোজ্জ্বলতারাজচ্চকোরী-চারুলোচনাং ॥ ৩ ॥

কন্দর্পকোদণ্ড জিনি, ভুরুযুগ-সুবলনি, অলকাতিলকা তদুপরি।
উজ্জ্বল কজ্জল জিনি, নেত্রশোভা চকোরিণী, কটাক্ষসন্ধান মনোহারি ॥ ৩ ॥

তিলপুষ্পাভনাসাগ্র-বিরাজদ্বরমৌক্তিকাম্ ।
অধরোদ্ধূতবন্ধূকাং কুন্দালীবন্ধুরদ্বিজাং ॥ ৪ ॥

নাসা তিলফুল-আভা, গজমুক্তা করে শোভা, বেসর-সহিতে মনোহর ।
জিনিয়া বাঁধুলিফুল, অধরের দুটি কুল, যার শোভা কাম-অগোচর ॥
কুন্দপুষ্পসম পাঁতি, জিনিয়া দন্তের দ্যুতি, মুকুতা হইতে সুশোভিত ।
তাতে রত্নরেখাগণ, চিত্রশোভা মনোরম, যাহে কৃষ্ণের উনমত চিত ॥ ৪ ॥

সরত্নস্বর্ণরাজীব-কর্ণিকাকৃত-কর্ণিকাং ।
কস্তূরীবিন্দুচিবুকাং রত্নগ্রৈবেয়কোজ্জ্বলাং ॥ ৫ ॥

কর্ণে স্বর্ণ ঢেঁড়ি সাজে, নানা রত্ন তার মাঝে, অবতংস তাহার উপর ।
চিবুকে কস্তূরীবিন্দু, মুখপদ্ম জিনি ইন্দু, যার শোভা কাম-অগোচর ॥ ৫ ॥

দিব্যাঙ্গদপরিষ্বঙ্গ-লসদ্ভুজমৃণালিকাং ।
বলারিরত্নবলয়কলালম্বিকলাবিকাং ॥ ৬ ॥

পদ্মের মৃণাল জিনি, বাহুযুগ সুবলনি, অঙ্গদ কঙ্কণ শোভে তায় ।
নীলমণিচুড়ি হাতে, নানা রত্ন সাজে তাতে, কৃষ্ণমনহংস বদ্ধ তায় ॥ ৬ ॥

রত্নাঙ্গুরীয়কোল্লাসি-বরাঙ্গুলিকরাম্বুজাং ।
মনোহরমহাহার-বিহারি-কুচকুট্মলাং ॥ ৭ ॥

করাম্বুজে বরাঙ্গুলি, তাহে নানা রত্নাঙ্গুরী, উল্লসিত করে যার শোভা ।
মনোহর হার গলে, নানারত্ন তাতে মিলে, পয়োধরবেড়ি যার শোভা ॥ ৭ ॥

রোমালিভুজগীমূর্দ্ধ-রত্নাভতরলাঙ্কিতাং ।
বলিত্রয়ীলতাবদ্ধ-ক্ষীণভঙ্গুর-মধ্যমাং ॥ ৮ ॥

নাভি হৈতে রোমাবলি, উর্দ্ধে যার শোভে ভালি, শিরে মণি যেন ভুজঙ্গিনী
মধ্যদেশ ক্ষীণ অতি, ত্রিবলিবন্ধন তথি, ভাঙ্গে পাছে এই ভয় মানি ॥ ৮ ॥

মণি-সারসনাধার-বিস্ফারশ্রোণিরোধসং।
হেমরম্ভামদারম্ভ-স্তম্ভনোরুযুগাকৃতিং ॥ ৯ ॥

বিস্তার নিতম্বমাঝে, ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা বাজে, মণিতে রচিত মনোহর।
স্বর্ণকদলিকা জিনি, উরুযুগ-সুবলনি, যার শোভা কাম-অগোচর ॥ ৯ ॥

জানুদ্যুতিজিতক্ষুল্ল-পীতরত্নসমুদ্গকাং।
শরন্নীরজ-নীরাজ্য-মঞ্জীরবিরণৎ-পদাং ॥ ১০ ॥

পীতবর্ণ রত্নবাটা, জিনিয়া জানুর ছটা, যেই হরে তার গর্ব্বমান।
শরতের পদ্ম জিনি, শ্রীচরণ দুইখানি, নূপুরের ধ্বনি যার গান ॥ ১০ ॥

রাকেন্দুকোটিসৌন্দর্য্যজৈত্র-পাদনখদ্যুতিম্।
অষ্টাভিঃ সাত্ত্বিকৈর্ভাবৈরাকুলীকৃতবিগ্রহাং ॥ ১১ ॥

কোটি পূর্ণিমার চাঁদ, জিনিয়া নখের ছান্দ, ঝলমল কিরণ যাহার।
সাত্ত্বিকাদি ভাবগণ, আকুল তাহার মন, তাহে হয় বিগ্রহ যাহার ॥ ১১ ॥

মুকুন্দাঙ্গকৃতাপাঙ্গামনঙ্গোর্ম্মিতরঙ্গিতাং।
ত্বামারব্ধপ্রিয়ানন্দাং বন্দে বৃন্দাবনেশ্বরি ! ॥ ১২ ॥

যাঁর কটাক্ষকামশরে, কৃষ্ণে উন্মাদিত করে, মনাব্ধির তরঙ্গ বাড়ায়।
হেন রাধা ব্রজেশ্বরী, তাঁরে বন্দোঁ করযুড়ি, কৃষ্ণপ্রিয়াগণানন্দ তায় ॥ ১২ ॥

অয়ি প্রোদ্যন্মহাভাব-মাধুরীবিহ্বলান্তরে !।
অশেষনায়িকাবস্থা-প্রাকট্যাদ্ভুতচেষ্টিতে ! ॥ ১৩ ॥

মহাভাবমাধুরী, যাহাতে উদ্দামকারী, বিহ্বল করয়ে অতিশয়।
অশেষ নায়িকার গুণ, যাথে হয় প্রকটন, অপরূপ চরিত্র আশয় ॥ ১৩ ॥

সর্ব্বমাধুর্য্যবিঞ্ছোলী-নির্ম্মঞ্ছিতপদাম্বুজে !।
ইন্দিরামৃগ্যসৌন্দর্য্য-স্ফুরদঙ্ঘ্রিনখাঞ্চলে ! ॥ ১৪ ॥

সকল মাধুরী যাঁর, পদাম্বুজে পরচার, নিছনি লইল সবিশেষ ।
নারায়ণের প্রিয়তমা, সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যসীমা, স্ফুরে যাঁর পদনখপাশে ॥ ১৪ ॥

গোকুলেন্দুমুখীবৃন্দ-সীমন্তোত্তংসমঞ্জরি ! ।
ললিতাদিসখীযূথ-জীবাতু-স্মিতকোরকে ! ॥ ১৫ ॥

গোকুলনগরে কত, ইন্দুমুখী শত শত, সীমন্তমঞ্জরী করি মানে ।
ললিতাদিসখীগণ, সাক্ষাৎ যাঁর জীবন, মানে যাঁরে পরাণের পরাণে ॥ ১৫ ॥

চটুলাপাঙ্গমাধুর্য্য-বিন্দূন্মাদিত-মাধবে ! ।
তাতপাদযশঃস্তোম-কৈরবানন্দচন্দ্রিকে ! ॥ ১৬ ॥

চঞ্চল কটাক্ষশরে, কৃষ্ণে উন্মাদিত করে, যাহার মাধুর্য্য একবিন্দু ।
মাতাপিতা গুরুগণ, যার যশে পরসন্ন, কুমুদ সহিতে যৈছে ইন্দু ॥ ১৬ ॥

অপারকরুণাপূর-পূরিতান্তর্মনোহ্রদে ! ।
প্রসীদাস্মিন্ জনে দেবি ! নিজদাস্যস্পৃহাজুষি ॥ ১৭ ॥

অপার সাগর, করুণার পূর, পূরিত অন্তর যার ।
হে দেবি রাধিকে, এই যে দাসিকে, করি লেহ আপনার ॥ ১৭ ॥

কচ্চিৎ ত্বং চাটুপটুনা তেন গোষ্ঠেন্দ্রসূনুনা ।
প্রার্থ্যমানচলাপাঙ্গ-প্রসাদা দ্রক্ষ্যসে ময়া ॥ ১৮ ॥

নন্দের নন্দনে, বিনয় বচনে, কত না সাধিবে তোরে ।
তুহুঁ সে মানিনী, প্রিয়বাণী শুনি, প্রসন্ন হইবি তারে ॥
এ সব তোমার, প্রেমের পসার, তাহে নানা উপচার ।
হেন দিন হব, সে সঙ্গে রহিব, সে লীলা হেরিব আর ॥ ১৮ ॥

ত্বাং সাধু মাধবীপুষ্পৈর্মাধবেন কলাবিদা ।
প্রসাধ্যমানাং স্বিদ্যন্তীং বীজয়িষ্যাম্যহং কদা ॥ ১৯ ॥

মাধবীর ফুলে, করি পুটাঞ্চলে, তোমারে সাধিবে কান।
কামকলা-নিধি, রসের অবধি, বিধি কৈল নিরমাণ॥
তুহুঁ কমলিনী, তাহে স্বেদ জানি, চামর করিব তোরে।
হেন কবে আর, হইবে আমার, এ কৃপা করিবে মোরে॥ ১৯॥

কেলিবিস্রংসিনো বক্রকেশবৃন্দস্য সুন্দরি!।
সংস্কারায় কদা দেবি! জনমেতং নিদেক্ষ্যসি॥২০॥

নানা লীলাভরে, রসের আবেশে, কেশ-বেশ হব দূরে।
কবে হেন হব, সে বেশ করিব, এ কৃপা করিবে মোরে॥২০॥

কদা বিম্বোষ্ঠি! তাম্বূলং ময়া তব মুখাম্বুজে।
অর্প্যমাণং ব্রজাধীশসূনুরাচ্ছিদ্য ভোক্ষ্যতে॥২১॥

তব মুখাম্বুজে, তাম্বূল এই যে, কবে বা যোগাব আমি।
নন্দসূনু তাহা, কাড়িয়া খাইব, এমন করিবে তুমি॥২১॥

ব্রজরাজকুমারবল্লভা-কুলসীমন্তমণি! প্রসীদ মে।
পরিবারগণস্য তে যথা পদবী মে ন দবীয়সী ভবেৎ॥২২॥

নন্দের নন্দন, তার প্রিয়জন, সীমন্তে যে মণি ধরে।
এমন যে তুমি, কি বলিব আমি, পরসন্ন হবে মোরে।
পরিবারগণ, আছে যত জন, তোমার প্রেমের দাসী।
তা-সভা-মাঝারে, দাসীপদ মোরে, কবে দিবে ভালবাসি॥২২॥

করুণাং মুহুরর্থয়ে পরং তব বৃন্দাবনচক্রবর্ত্তিনি!।
অপি কেশিরিপোর্যয়া ভবেৎ সচটুপ্রার্থনভাজনং জনঃ॥২৩॥

বারে বারে বলি, তুয়া পদ ধরি, বৃন্দাবনবিহারিণি!।
যদি কৃপা কর, এ দাসী-উপর, রাখ মোর এই বাণী॥

কেশিরিপু-জন, প্রার্থনা-ভাজন, তুয়া প্রেম-পরসাদে ।
যদি কৃপা কর, এ দাসী-উপর, নিবেদিয়ে দেবি রাধে ! ॥২৩॥

ইমং বৃন্দাবনেশ্বর্য্যা জনো যঃ পঠতি স্তবং ।
চাটুপুষ্পাঞ্জলিং নাম স স্যাদস্যাঃ কৃপাস্পদং ॥২৪॥

ইতি শ্রীমদ্রূপগোস্বামিচরণ-বিরচিতঃ শ্রীচাটুপুষ্পাঞ্জলিঃ সম্পূর্ণঃ ॥

শ্রীমদ্রূপ-ইত, গোস্বামি-বিরচিত, শ্রীমুখ-গলিতধার ।
রাধাঙ্গবর্ণন, করিল রচন, অর্থ করি পরিচার ॥
চাটুপুষ্পাঞ্জলি, এই স্তবাবলি, যে জন করয়ে গান ।
বৃন্দাবনেশ্বরী, তারে কৃপা করি, দাসীপদ দেন দান ॥২৪॥

ইতি শ্রীশ্রীচাটুপুষ্পাঞ্জলির শ্রীল যদুনন্দনঠাকুর-বিরচিত পদ্যানুবাদ সম্পূর্ণ ।

।শিক্ষাষ্টকং ।

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ-কৈরব-চন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধূ-জীবনম্ ।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনং ॥১॥

নাম্নামকারি বহুতা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ ! মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥২॥

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা ।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥৩॥

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ ! কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্‌ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥৪॥
অয়ি নন্দতনূজ ! কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ-স্থিতধূলী-সদৃশং বিচিন্তয় ॥৫॥
নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্‌গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নাম-গ্রহণে ভবিষ্যতি ॥৬॥
যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে ॥৭॥
আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥৮॥

ইতি শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমুখোদ্‌গীর্ণং শ্রীশিক্ষাষ্টকং সম্পূর্ণং ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্রং।

ওঁ নমো বিশ্বরূপায় বিশ্বস্থিত্যন্তহেতবে।
বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥
নমো বিজ্ঞানরূপায় পরমানন্দরূপিণে।
কৃষ্ণায় গোপীনাথায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥
নমঃ কমলনেত্রায় নমঃ কমলমালিনে।
নমঃ কমলনাভায় কমলাপতয়ে নমঃ ॥
বর্হাপীড়াভিরামায় রামায়াকুণ্ঠমেধসে।
রমামানস-হংসায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

কংসবংশবিনাশায় কেশি-চানূর-ঘাতিনে।
বৃষভধ্বজবন্দ্যায় পার্থসারথয়ে নমঃ ॥
বেণুবাদনশীলায় গোপালায়াহিমর্দ্দিনে।
কালিন্দীকূললোলায় লোলকুণ্ডলবল্লবে ॥
বল্লবীনয়নাম্ভোজ-মালিনে নৃত্যশালিনে।
নমঃ প্রণতপালায় শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥
নমঃ পাপপ্রণাশায় গোবর্দ্ধনধরায় চ।
পূতনাজীবিতান্তায় তৃণাবর্ত্তাসুহারিণে ॥
নিষ্কলায় বিমোহায় শুদ্ধায়াশুদ্ধি-বৈরিণে।
অদ্বিতীয়ায় মহতে শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥
প্রসীদ পরমানন্দ প্রসীদ পরমেশ্বর।
আধিব্যাধিভুজঙ্গেন দষ্টং মামুদ্ধর প্রভো ! ॥
শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকান্ত গোপীজনমনোহর ! ।
সংসারসাগরে মগ্নং মামুদ্ধর জগদ্‌গুরো ! ॥
কেশব ক্লেশহরণ নারায়ণ জনার্দ্দন ! ।
গোবিন্দ পরমানন্দ মাং সমুদ্ধর মাধব ! ॥

ইতি পূর্ব্বতাপনীয়শ্রুতিষু শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রং সমাপ্তং।

ঃ*ঃ

শ্রীশ্রীগোপাল-স্তবরাজঃ।

নবীন-নীরদ-শ্যামং নীলেন্দীবর-লোচনং।
বল্লবী-নন্দনং বন্দে কৃষ্ণং গোপাল-রূপিণং ॥১॥

স্ফুরদ্বর্হদলোদ্বদ্ধ-নীল-কুঞ্চিত-মূর্দ্ধজং।
কদম্বকুসুমোদ্বদ্ধ-বনমালা-বিভূষিতং ॥২॥
গণ্ডমণ্ডলসংসর্গি-চলৎ-কাঞ্চনকুণ্ডলং।
স্থূলমুক্তাফলোদার-হার-দ্যোতিত-বক্ষসং ॥৩॥
হেমাঙ্গদ-তুলাকোটি-কিরীটোজ্জ্বল-বিগ্রহং।
মন্দমারুত-সংক্ষোভ-বল্গিতাম্বর-সঞ্চয়ং *॥৪॥
রুচিরৌষ্ঠপুট-ন্যস্তবংশী-মধুরনিঃস্বনৈঃ।
লসদ্গোপালিকা-চেতো মোহয়ন্তং মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ৫ ॥
বল্লবী-বদনাম্ভোজ-মধুপান-মধুব্রতং।
ক্ষোভয়ন্তং † মনস্তাসাং সুস্মেরাপাঙ্গ-বীক্ষণৈঃ ॥ ৬ ॥
যৌবনোদ্ভিন্ন-দেহাভিঃ সংসক্তাভিঃ পরস্পরম্।
বিচিত্রাম্বর-ভূষাভি র্গোপনারীভিরাবৃতং ॥ ৭ ॥
প্রভিন্নাঞ্জন-কালিন্দী-জল-কেলি-কলোৎসুকং।
যোধয়ন্তং ক্বচিদ্গোপান্ ব্যাহরন্তং গবাং গণং ॥ ৮॥ ॥
কালিন্দী-জল-সংসর্গি-শীতলানিল-সেবিতে।
কদম্বপাদপচ্ছায়ে স্থিতং বৃন্দাবনে ক্বচিৎ ॥ ৯ ॥
রত্নভূধর-সংলগ্ন-রত্নাসন-পরিগ্রহং।
কল্পপাদপ-মধ্যস্থ-হেম-মণ্ডপিকা-গতং ॥ ১০ ॥
বসন্ত-কুসুমামোদ-সুরভীকৃত-দিঙ্মুখে।
গোবর্দ্ধনগিরৌ রম্যে স্থিতং রাস-রসোৎসুকং ॥ ১১ ॥

* পাঠান্তরং—চলিতাম্বরসঞ্চয়ং।
† পাঠান্তরং—মোহয়ন্তং।

সব্যহস্ততল-ন্যস্ত-গিরি-বর্য্যাতপত্রকং ।
খণ্ডিতাখণ্ডলোন্মুক্ত-মুক্তাসারঘনাঘনং ॥ ১২ ॥
বেণুবাদ্য-মহোল্লাস-কৃত-হুঙ্কার-নিঃস্বনৈঃ ।
সবৎসৈরুন্মুখৈঃ শশ্বদ্গোকুলৈরভিবীক্ষিতং ॥ ১৩ ॥
কৃষ্ণমেবানুগায়দ্ভিস্তচ্চেষ্টা-বশবর্ত্তিভিঃ ।
দণ্ড-পাশোদ্যত-করৈ র্গোপালৈরুপশোভিতং ॥ ১৪ ॥
নারদাদ্যৈর্মুনিশ্রেষ্ঠৈ র্ব্বেদ-বেদাঙ্গ-পারগৈঃ ।
প্রীতি-সুস্নিগ্ধয়া বাচা স্তূয়মানং পরাৎপরং ॥ ১৫ ॥
য এবং চিন্তয়েদ্দেবং ভক্ত্যা সংস্তৌতি মানবঃ ।
ত্রিসন্ধ্যং তস্য তুষ্টোঽসৌ দদাতি বরমীপ্সিতং ॥ ১৬ ॥
রাজ-বল্লভতামেতি ভবেৎ সর্ব্বজন-প্রিয়ঃ ।
অচলাং শ্রিয়মাপ্নোতি স বাগ্মী জায়তে ধ্রুবং ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে শ্রীশ্রীগোপালস্তবরাজঃ ॥

ঃ০ঃ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণস্তোত্রং ।

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিব-বিরিঞ্চি-নুতং শরণ্যং ।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দং ॥ ১ ॥
ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ-সুরেপ্সিত-রাজ্যলক্ষ্মী
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্য বচসা যদগাদরণ্যং ।

মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দং ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মেকাদশস্কন্ধে শ্রীশ্রীকৃষ্ণস্তোত্রং ॥

শ্রীশ্রীগোপীগীতং।

শ্রীগোপিকা উচুঃ—

জয়তি তেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃ শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্র হি।
দয়িত দৃশ্যতাং দিক্ষু তাবকাস্ত্বয়ি ধৃতাসবস্ত্বাং বিচিন্বতে ॥ ১ ॥
শরদুদাশয়ে সাধুজাতসৎসরসিজোদর-শ্রীমুষা দৃশা।
সুরতনাথ তেঽশুল্কদাসিকা বরদ নিঘ্নতো নেহ কিং বধঃ ॥ ২ ॥
বিষজলাপ্যয়াদ্ব্যালরাক্ষসাদ্বর্ষমারুতাদ্বৈদ্যুতানলাৎ।
বৃষময়াত্মজাদ্বিশ্বতো ভয়াদ্ ঋষভ তে বয়ং রক্ষিতা মুহুঃ ॥ ৩ ॥
ন খলু গোপিকানন্দনো ভবানখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃক্।
বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে সখউদেয়িবান্ সাত্বতাং কুলে ॥ ৪ ॥
বিরচিতাভয়ং বৃষ্ণিধুর্য্য তে চরণমীয়ুষাং সংসৃতের্ভয়াৎ।
করসরোরুহং কান্ত কামদং শিরসি ধেহি নঃ শ্রীকরগ্রহং ॥ ৫ ॥
ব্রজজনার্ত্তিহন্ বীর যোষিতাং নিজজনস্ময়ধ্বংসনস্মিত।
ভজ সখে ভবৎকিঙ্করীঃ স্ম নো জলরুহাননং চারু দর্শয় ॥ ৬ ॥
প্রণতদেহিনাং পাপকর্ষণং তৃণচরানুগং শ্রীনিকেতনং।
ফণিফণার্পিতং তে পদাম্বুজং কৃণু কুচেষু নঃ কৃন্ধি হৃচ্ছয়ং ॥ ৭ ॥

মধুরয়া গিরা বল্গুবাক্যয়া বুধমনোজ্ঞয়া পুষ্করেক্ষণ।
বিধিকরীরিমা বীর মুহ্যতীরধরসীধুনাপ্যায়য়স্ব নঃ॥ ৮॥
তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহং।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ॥ ৯॥
প্রহসিতং প্রিয় প্রেমবীক্ষিতং বিহরণঞ্চ তে ধ্যানমঙ্গলং।
রহসি সংবিদো যা হৃদিস্পৃশঃ কুহক নো মনঃ ক্ষোভয়ন্তি হি॥ ১০॥
চলসি যদ্‌ব্রজাচ্চারয়ন্ পশূন্ নলিনসুন্দরং নাথ তে পদং।
শিলতৃণাঙ্কুরৈঃ সীদতীতি নঃ কলিলতাং মনঃ কান্ত গচ্ছতি॥ ১১॥
দিনপরিক্ষয়ে নীলকুন্তলৈ র্বনরুহাননং বিভ্রদাবৃতং।
ধনরজঃস্বলং দর্শয়ন্ মুহুর্মনসি নঃ স্মরং বীর যচ্ছসি॥ ১২॥
প্রণতকামদং পদ্মজার্চ্চিতং ধরণিমণ্ডনং ধ্যেয়মাপদি।
চরণপঙ্কজং শন্তমঞ্চ তে রমণ নঃ স্তনেষ্বর্পয়াধিহন্॥ ১৩॥
সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতম্।
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতং॥ ১৪॥
অটতি যদ্‌ভবানহ্নি কাননং ত্রুটি যুগায়তে ত্বামপশ্যতাং।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্ দৃশাং॥ ১৫॥
পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবানতিবিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ।
গতিবিদস্তবোদ্গীতমোহিতাঃ কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি॥১৬॥
রহসি সংবিদং হৃচ্ছয়োদয়ং প্রহসিতাননং প্রেমবীক্ষণং।
বৃহদুরঃ শ্রিয়ো বীক্ষ্য ধাম তে মুহুরতিস্পৃহা মুহ্যতে মনঃ॥ ১৭॥
ব্রজবনৌকসাং ব্যক্তিরঙ্গ তে বৃজিনহন্ত্র্যলং বিশ্বমঙ্গলং।
ত্যজ মনাক্ চ নস্ত্বৎস্পৃহাত্মনাং স্বজনহৃদ্রুজাং যন্নিসূদনং॥ ১৮॥

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥ ১৯ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে রাসক্রীড়ায়াং শ্রীগোপিকাগীতং নাম একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

চতুঃশ্লোকি-ভাগবতং।

শ্রীভগবানুবাচ।—

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্ বিজ্ঞানসমন্বিতং।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥
যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ ॥
অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎপরং।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহং ॥
ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ ॥
যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহং ॥
এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥

এতন্মতং সমাতিষ্ঠ পরমেণ সমাধিনা।
ভবান্ কল্পবিকল্পেষু ন বিমুহ্যতি কর্হিচিৎ॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বিতীয়স্কন্ধে ভগবদ্ব্রহ্মসংবাদে চতুঃশ্লোকি-ভাগবতং সম্পূর্ণং॥

—০—

সপ্তশ্লোকী গীতা।

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিং॥
স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ॥
সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥
কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥
ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ং।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥
সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহং॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥
ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে সপ্তশ্লোকী গীতা সম্পূর্ণা॥

শ্রীল-রঘুনাথ দাস গোস্বামিনঃ

প্রার্থনা।

প্রাতঃ পীতপটে কুচোপরি রুষা ঘূর্ণাভরে লোচনে
বিম্বোষ্ঠে পৃথু বিক্ষতে জটিলয়া সংদৃশ্যমানে মুহুঃ।
বাচা যুক্তিযুষা মৃষা ললিতয়া তাং সংপ্রতার্য্য ক্রুধা
দৃষ্টেব্ৰ মাং হৃদি ভীষিতা স্তুতবতী রাধা ধ্রুবং পাতু বঃ ॥১॥

পিকপটুরবাদ্যৈ ভৃঙ্গঝঙ্কারগানৈঃ
স্ফুরদতুল-কুড়ুঙ্গ-ক্রোড়রঙ্গে সরঙ্গং।
স্মর-সদসি কৃতোদ্দনৃত্যতঃ শ্রান্তগাত্রং
ব্রজনবযুবযুগ্মং নর্ত্তকং বীজয়ানি ॥২॥
কুহূকণ্ঠীকণ্ঠাদপি কমনকণ্ঠী ময়ি পুন-
র্বিশাখা গানস্যাপি চ রুচিরশিক্ষাং প্রণয়তু।
যথাহং তেনৈতদ্‌যুবযুগলমুল্লাস্য সগণা-
ল্লভে রাসে তস্মান্মণি-পদক-হারানিহ মুহুঃ ॥৩॥

কান্ত্যা নিন্দন্তমুদ্যজ্জলধরনিচয়ং তপ্তকার্ত্তস্বরাভং
বাসো বিভ্রাণমীষৎ-স্মিত-রুচির-মুখাম্ভোজমাকল্পিতাঙ্গম্।
রামাঙ্কে রাধিকাং তাং প্রথমরসকলাকেলিসৌভাগ্যমত্তা-
মালিঙ্গ্যালাপভঙ্গ্যা ব্রজপতি-তনয়ং স্মেরয়ন্তং স্মরামি ॥৪॥

ইতি শ্রীল রঘুনাথ-দাস-গোস্বামিনঃ প্রার্থনা সম্পূর্ণা ॥

———o———

অথ মনঃশিক্ষা।

শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বা-গিরিধরাভ্যাং নমঃ।

গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়িষু সুজনে ভূসুরগণে
স্বমন্ত্রে শ্রীনাম্নি ব্রজ-নবযুবদ্বন্দ্ব-শরণে।
সদা দম্ভং হিত্বা কুরু রতিমপূর্ব্বামতিতরা-
ময়ে স্বান্তর্ভ্রাতশ্চটুভিরভিযাচে ধৃতপদঃ ॥১॥

ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিল কুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-প্রচুর-পরিচর্য্যামিহ তনু।
শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতি-সুতত্বে গুরুবরং
মুকুন্দ-প্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ ॥২॥

যদীচ্ছেরাবাসং ব্রজভুবি সরাগং প্রতিজনু-
র্যুবদ্বন্দ্বং তচ্চেৎ পরিচরিতুমারাদভিলষেঃ।
স্বরূপং শ্রীরূপং সগণমিহ তস্যাগ্রজমপি
স্ফুটং প্রেম্না নিত্যং স্মর নম তদা ত্বং শৃণু মনঃ ॥৩॥

অসদ্বার্ত্তা বেশ্যা বিসৃজ মতিসর্ব্বস্বহরণীঃ
কথা মুক্তিব্যাঘ্র্যা ন শৃণু কিল সর্ব্বাত্মগিলনীঃ।
অপি ত্যক্ত্বা লক্ষ্মীপতিরতিমিতো ব্যোমনয়নীং
ব্রজে রাধাকৃষ্ণৌ স্বরতি-মণিদৌ ত্বং ভজ মনঃ ॥৪॥

অসচ্চেষ্টা কষ্টপ্রদ-বিকট-পাশালিভিরিহ
প্রকামং কামাদি-প্রকট-পথ-পাতি-ব্যতিকরৈঃ।
গলে বদ্ধা হন্যেঽহমিতি বকভিদ্বর্ত্মপগণে
কুরু ত্বং ফুৎকারানবতি স যথা ত্বাং মন ইতঃ ॥৫॥

অরে চেতঃ প্রোদ্যৎ-কপটকুটিনাটীভর-খর-
ক্ষরন্মূত্রে স্নাত্বা দহসি কথমাত্মানমপি মাং।

সদা ত্বং গান্ধর্ব্বা-গিরিধর-পদ-প্রেমবিলসৎ-
সুধাম্ভোধৌ স্নাত্বা স্বমপি নিতরাং মাঞ্চ সুখয় ॥৬॥
প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টশপচরমণী মে হৃদি নটেৎ
কথং সাধু-প্রেমা স্পৃশতি শুচিরেতন্নন্ন মনঃ।
সদা ত্বং সেবস্ব প্রভু-দয়িত-সামন্তমতুলং
যথা তাং নিষ্কাশ্য ত্বরিতমিহ তং বেশয়তি সঃ ॥৭॥
যথা দুষ্টত্বং মে দবয়তি শঠস্যাপি কৃপয়া
যথা মহ্যং প্রেমামৃতমপি দদাত্যুজ্জ্বলমসৌ।
যথা শ্রীগান্ধর্ব্বা-ভজন-বিধয়ে প্রেরয়তি মাং
তথা গোষ্ঠে কাকা গিরিধরমিহ ত্বং ভজ মনঃ ॥৮॥
মদীশানাথত্বে ব্রজবিপিনচন্দ্রং ব্রজবনে-
শ্বরীং তাং নাথত্বে তদতুল-সখীত্বে তু ললিতাং।
বিশাখাং শিক্ষালীবিতরণগুরুত্বে প্রিয়সরো-
গিরীন্দ্রৌ তৎপ্রেক্ষা-ললিত-রতিদত্বে স্মর মনঃ ॥৯॥
রতিং গৌরী-লীলে অপি তপতি সৌন্দর্য্যকিরণৈঃ
শচী-লক্ষ্মী-সত্যাঃ পরিভবতি সৌভাগ্যবলনৈঃ।
বশীকারৈশ্চন্দ্রাবলিমুখ-নবীন-ব্রজসতীঃ
ক্ষিপত্যারাদ্যা তাং হরিদয়িত-রাধাং ভজ মনঃ ॥১০॥
সমং শ্রীরূপেণ স্মরবিবশ-রাধাগিরিভৃতো
র্ব্রজে সাক্ষাৎসেবালভনবিধয়ে তদ্গুণযুজোঃ।
তদিজ্যাখ্যাধ্যানশ্রবণনতি-পঞ্চামৃতমিদং
ধয়ন্নীত্যা গোবর্দ্ধনমনুদিনং ত্বং ভজ মনঃ ॥১১॥
মনঃশিক্ষাদৈকাদশক-বরমেতন্মধুরয়া
গিরা গায়ত্যুচ্চৈঃ সমধিগত-সর্ব্বার্থততি যঃ।

সযূথ-শ্রীরূপানুগ ইহ ভবন্ গোকুলবনে
জনো রাধাকৃষ্ণাতুলভজন-রত্নং স লভতে ॥১২॥
ইতি শ্রীল-রঘুনাথ দাস গোস্বামিচরণ বিরচিত-
॥মনঃশিক্ষাদৈকাদশকবিবৃতিঃ
সমাপ্তা ॥

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা।

প্রাণ গোরাচাঁদ মোর ধন গোরাচাঁদ।
জগৎ বাঁধিল গোরা পাতি প্রেম ফাঁদ ॥ধ্রু॥

মিনতি করিয়া তৃণ ধরিয়া দশনে।　নিবেদন করোঁ গুরু-বৈষ্ণব-চরণে ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অবতারে।　যতেক বৈষ্ণব তাহা কে কহিতে পারে ॥
বৈষ্ণব জানিতে নারে দেবের শকতি।　মুঞি কোন্ হও জন শিশু-অল্পমতি ॥
জিহ্বার আরতি অতি মনের বাসনা।　তেঞি সে করিতে চাহ বৈষ্ণববন্দনা ॥
যে কিছু কহিয়ে গুরুবৈষ্ণবপ্রসাদে।　ক্রমভঙ্গ না লইবে মোর অপরাধে ॥
বন্দোঁ শচীজগন্নাথমিশ্রপুরন্দর।　যাঁহার নন্দন বিশ্বরূপ বিশ্বম্ভর ॥
বন্দনা করিব বিশ্বরূপ ধন্য ধন্য।　চৈতন্য-অগ্রজ নাম শ্রীশঙ্করারণ্য ॥
বন্দিব সে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।　পতিত পাবন অবতার ধন্য ধন্য ॥
বন্দোঁ লক্ষ্মীঠাকুরাণী আর বিষ্ণুপ্রিয়া। গদাধর পণ্ডিত গোসাঞি বন্দনা করিয়া ॥
বন্দোঁ পদ্মাবতীদেবী হারাইপণ্ডিত।　যাঁর পুত্র নিত্যানন্দ অদ্ভুত চরিত ॥
দয়ার ঠাকুর বন্দোঁ শ্রীনিত্যানন্দ।　যাঁহা হৈতে নাটে গীতে সভার আনন্দ ॥
বসুধা-জাহ্নবা বন্দোঁ দুই ঠাকুরাণী।　যাঁর পুত্র বীরভদ্র জগতে বাখানি ॥
শ্রীবীরভদ্র গোসাঞি বন্দিব সাবধানে।　সকল ভুবন বশ যাঁর আচরণে ॥
জাহ্নবীর প্রিয় বন্দোঁ রামাইগোসাঞি। যে আনিল গৌড়দেশে কানাই বলাই ॥

যৈছে বীরভদ্র জানি তৈছে শ্রীরামাই। জাহ্নবীমাতার আজ্ঞা ইথে আন নাই॥
শ্রীগোপীজনবল্লভ বন্দিব যতনে। অদ্ভুত চরিত্র যাঁর না যায় বর্ণনে॥
গোসাঞি শ্রীরামকৃষ্ণ বন্দিব সাদরে। জীব উদ্ধারিতে যেহ বহু গুণ ধরে॥
গোসাঞি শ্রীরামচন্দ্র বন্দোঁ একমনে। যাঁহার অশেষ গুণ জগতে বাখানে॥
নিত্যানন্দসুতা বন্দোঁ গঙ্গা ঠাকুরাণী। ভুবন ভরিয়া যাঁর সুযশ বাখানি॥
দয়ার ঠাকুর বন্দোঁ যতেক বৈষ্ণব। যাদের কৃপায় পাই শ্রীরাধামাধব॥

ভাটিয়ালি রাগ।

ধন্য অবতার গোরা ন্যাসি-শিরোমণি।
এমন সুন্দর নাম কোথাও না শুনি॥ ধ্রু॥

সাবধানে বন্দোঁ আগে মাধবেন্দ্রপুরী। বিষ্ণুভক্তি-পথের প্রথম অবতরি॥
আচার্য্য গোসাঞি বন্দোঁ অদ্বৈত ঈশ্বর। যে আনিল মহাপ্রভু ভুবনভিতর॥
সীতাঠাকুরাণী বন্দোঁ হঞা একমন। অচ্যুতানন্দাদি বন্দোঁ তাঁহার নন্দন॥
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ভক্তচূড়ামণি। যাঁর নাম লঞা প্রভু কাঁদিলা আপনি॥
বন্দিব শ্রীশ্রীনিবাস ঠাকুর পণ্ডিত। নারদ খেয়াতি যাঁর ভুবন-বিদিত॥
ভক্তি করি বন্দিব মালিনীঠাকুরাণী। শ্রীমুখে গৌরাঙ্গ যাঁরে বলিলা জননী॥
শ্রীনারায়ণী দেবী বন্দিব সাবধানে। আলবাটী প্রভু যাঁরে কহিলা আপনে॥
হরিদাস ঠাকুর বন্দোঁ বিরক্ত-প্রধান। দ্রব্য দিয়া শিশুরে লওয়াইলা হরিনাম॥
গোপীনাথ ঠাকুর বন্দোঁ জগতবিখ্যাত। প্রভুর স্তুতিপাঠে যেই ব্রহ্মা সাক্ষাত॥
বন্দিব মুরারিগুপ্ত ভক্তি-শক্তি-মন্ত। পূর্ব্ব-অবতারে যাঁর নাম হনুমন্ত॥
শ্রীচন্দ্রশেখর বন্দোঁ চন্দ্রসুশীতল। আচার্য্যরত্ন যাঁর খ্যাতি নিরমল॥
গোবিন্দ গরুড় বন্দোঁ মহিমা অপার। গৌরপদে ভক্তি দ্বারে যাঁর অধিকার॥
বন্দিব অম্বষ্ঠ নাম শ্রীমুকুন্দ দত্ত। গন্ধর্ব্ব জিনিয়া যাঁর গানের মহত্ত্ব॥
বাসুদেব দত্ত বন্দোঁ বড় শুদ্ধভাবে। উৎকলে যাঁহারে প্রভু রাখিলা সমীপে॥

বন্দোঁ মহানিরীহ পণ্ডিত দামোদর।　পীতাম্বর বন্দোঁ তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর ॥
বন্দো শ্রীজগন্নাথ শঙ্কর নারায়ণ।　বড় উদাসীন এই ভাই পঞ্চ জন ॥
বন্দোঁ মহাশয় চক্রবর্ত্তী নীলাম্বর।　প্রভুর ভবিষ্য যেঁহ কহিলা সত্বর ॥
শ্রীরাম পণ্ডিত বন্দোঁ গুপ্ত নারায়ণ।　বন্দোঁ গুরু বিষ্ণু গঙ্গাদাস সুদর্শন ॥
বন্দোঁ সদাশিব আর শ্রীগর্ভশ্রীনিধি।　বুদ্ধিমন্তখান বন্দোঁ আর বিদ্যানিধি ॥
বন্দিব ধার্ম্মিক ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর।　প্রভু যাঁরে দিল নিজ প্রেমভক্তি বর ॥
নন্দন আচার্য্য বন্দোঁ লেখক বিজয়।　বন্দোঁ রামদাস কবিচন্দ্র মহাশয় ॥
বন্দোঁ খোলাবেচাখ্যাতি পণ্ডিত শ্রীধর। প্রভুসঙ্গে যাঁর নিত্য কৌতুককোন্দল ॥
বন্দোঁ ভিক্ষু বনমালী পুত্রের সহিতে।　প্রভুর প্রকাশ যে দেখিলা আচম্বিতে ॥
হলায়ুধ ঠাকুর বন্দো করিয়া আদর।　বন্দনা করিব শ্রীবাসুদেব ভাদর ॥
বন্দিব ঈশানদাস করযোড় করি।　শচীঠাকুরাণী যারে স্নেহ কৈল বড়ি ॥
বন্দোঁ জগদীশ আর শ্রীমান্ সঞ্জয়।　গরুড় কাশীশ্বর বন্দোঁ করিয়া বিনয় ॥
বন্দনা করিব গঙ্গাদাস কৃষ্ণানন্দ।　শ্রীরাম মুকুন্দ বন্দোঁ করিয়া আনন্দ ॥
বল্লভ আচার্য্য বন্দোঁ জগজনে জানি।　যাঁর কন্যা আপনে শ্রীলক্ষ্মীঠাকুরাণী ॥
সনাতন মিশ্র বন্দোঁ আনন্দিত হৈয়া।　যাঁর কন্যা ধন্যা ঠাকুরাণী বিষ্ণুপ্রিয়া ॥
আচার্য্য বনমালী বন্দোঁ দ্বিজ কাশীনাথ।　মহাপ্রভুর বিবাহের ঘটনা যাঁর সাথ ॥
প্রভুর বিবাহোৎসবে ছিলা যত জন।　তাঁ-সভার পাদপদ্ম বন্দিব সর্ব্বক্ষণ ॥

সুহই রাগ।

ভাল অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার।
এমন করুণা-নিধি কভু নাহি আর ॥ ধ্রু ॥

গোসাঞিঃ ঈশ্বরপুরী বন্দো সাবধানে। লোকশিক্ষাদীক্ষা প্রভু কৈলা যাঁর স্থানে ॥
কেশবভারতী বন্দোঁ সান্দীপনীমুনি।　প্রভু যারে নিজ গুরু করিলা আপনি ॥
বন্দিব শ্রীরামচন্দ্র পুরীর চরণ।　প্রভু যাঁরে করিলেন শ্রীরামের গণ ॥

পরমানন্দপুরী বন্দোঁ উদ্ধবস্বভাব। দামোদরপুরী বন্দোঁ সত্যভামার ভাব ॥
নরসিংহতীর্থ বন্দোঁ পুরী সুখানন্দ। শ্রীগোবিন্দপুরী বন্দোঁ পুরী ব্রহ্মানন্দ ॥
নৃসিংহপুরী বন্দোঁ সত্যানন্দ ভারতী। বন্দিব গরুড় অবধূত মহামতি ॥
বিষ্ণুপুরী গোসাঞি বন্দোঁ করিয়া যতন। "বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী" যাঁহার গ্রন্থন ॥
ব্রহ্মানন্দ স্বরূপ বন্দোঁ বড় ভক্তি করি। কৃষ্ণানন্দপুরী বন্দোঁ শ্রীরাঘবপুরী ॥
বিশ্বেশ্বরানন্দ বন্দোঁ বিশ্বপরকাশ। মহাপ্রভুর পদে যাঁর বিশেষ বিশ্বাস ॥
শ্রীকেশবপুরী বন্দোঁ অনুভবানন্দ। বন্দিব ভারতীশিষ্য নাম চিদানন্দ ॥
শ্রীবংশীবদন বন্দোঁ যুড়ি দুইকর। যাঁরে বংশীঅবতার কৈলা গদাধর ॥
গৌরাঙ্গের প্রাণসম শ্রীবংশীবদন। যাঁহার শরণে মিলে চৈতন্যচরণ ॥
বন্দোঁ রূপসনাতন দুই মহাশয়। বৃন্দাবন ভূমি দুঁহে করিলা নির্ণয় ॥
শ্রীজীবগোসাঞি বন্দোঁ সভার সম্মত। সিদ্ধান্ত করিয়া যে রাখিল ভক্তি-তত্ত্ব ॥
রঘুনাথদাস বন্দোঁ রাধাকুণ্ডবাসী। রাঘবগোসাঞি বন্দোঁ গোবর্দ্ধনবিলাসী ॥
বন্দিব গেপালভট্ট বৃন্দাবনমাঝে। সনাতনরূপ সঙ্গে সতত বিরাজে ॥
রঘুনাথভট্ট বন্দোঁ, প্রভুর আজ্ঞাতে। বৃন্দাবনে অধ্যাপক শ্রীভাগবতে ॥
লোকনাথ ঠাকুর বন্দোঁ ভুগর্ভঠাকুর। জীবনিস্তারিতে যাঁর করুণা প্রচুর ॥
কাশীশ্বরগোসাঞি বন্দোঁ হঞা একমতি। মথুরামণ্ডলে যাঁর বিশেষ খেয়াতি ॥
শুদ্ধসরস্বতী বন্দোঁ বড় শুদ্ধমতি। প্রভুর চরণে যাঁর বিশুদ্ধ ভকতি ॥
প্রবোধানন্দগোসাঞি বন্দোঁ করিয়া যতন। যে করিলা মহাপ্রভুর গুণের বর্ণন ॥
জগদানন্দপণ্ডিত বন্দোঁ সাক্ষাৎ সরস্বতী। মহাপ্রভু কৈলা যাঁরে পরম পিরীতি ॥
মহা-অনুভব বন্দোঁ পণ্ডিত রাঘব। পানীহাটীগ্রামে যাঁর প্রকাশ বৈভব ॥
পুরন্দরপণ্ডিত বন্দোঁ অঙ্গদ-বিক্রম। সপরিবারে লাঙ্গুল যাঁর দেখিলা ব্রাহ্মণ ॥
কাশীমিশ্র বন্দোঁ প্রভু যাঁহার আশ্রমে। বাণীনাথ-পট্টনায়ক বন্দিব সাবধানে ॥
শ্রীপ্রদ্যুম্নমিশ্র বন্দোঁ রায় ভবানন্দ। কলানিধি সুধানিধি গোপীনাথ বন্দ ॥
রায়রামানন্দ বন্দোঁ বড় অধিকারী। প্রভু যাঁরে লভিলা দুর্লভ জ্ঞান করি ॥

বক্রেশ্বর পণ্ডিত বন্দোঁ দিব্যশরীর। অভ্যন্তরে কৃষ্ণতেজ গৌরাঙ্গ বাহির॥
বন্দিব সুগ্রীবমিশ্র শ্রীগোবিন্দানন্দ। প্রভুলাগি মানসিক যাঁর সেতুবন্ধ॥
সম্ভ্রমে বন্দিব আর গদাধরদাস। বৃন্দাবনে অতিশয় যাঁহার প্রকাশ॥
সদাশিব কবিরাজ বন্দিব একমনে। নিরন্তর প্রেমোন্মাদ বাহ্য নাহি জানে॥
প্রেমময়তনু বন্দোঁ সেন শিবানন্দ। জাতি-প্রাণ-ধন যাঁর গোরাপদ-দ্বন্দ্ব॥
চৈতন্যদাস রামদাস আর কর্ণপূর। শিবানন্দের তিন পুত্র বন্দিব প্রচুর॥
বন্দিব মুকুন্দদাস ভাবে শুদ্ধচিত্ত। ময়ূরের পাখা দেখি হইলা মূর্চ্ছিত॥
প্রেমের আলয় বন্দোঁ নরহরিদাস। নিরন্তর যাঁর চিত্তে গৌরাঙ্গবিলাস॥
মধুরচরিত্র বন্দোঁ শ্রীরঘুনন্দন। আকৃতি প্রকৃতি যাঁর ভুবনমোহন॥
সকল-মহান্তপ্রিয় শ্রীরঘুনন্দন। নিতাই দিলেন যাঁরে সুমাল্যচন্দন॥
প্রেমসুখময় বন্দোঁ কানাইঠাকুর। মহাপ্রভু দয়া যাঁরে করিলা প্রচুর॥
রঘুনাথদাস বন্দোঁ প্রেম-সুধাময়। যাঁহার চরিত্রে সব লোক বশ হয়॥
আচার্য্য পুরন্দর বন্দোঁ পণ্ডিত দেবানন্দ। গৌরপ্রেমময় বন্দোঁ শ্রীআচার্য্যচন্দ্র॥
আকাইহাটের বন্দোঁ কৃষ্ণদাসঠাকুর। পরমানন্দপুরী বন্দোঁ সতীর্থ প্রভুর॥
শ্রীগোবিন্দঘোষ বন্দিব সাবধানে। যাঁর নাম সার্থক প্রভু করিলা আপনে॥
বন্দিব মাধবঘোষ প্রভুর প্রীতিস্থান। প্রভু যাঁরে করিলা অভ্যঙ্গ-স্বরদান॥
শ্রীবাসুদেবঘোষ বন্দিব সাবধানে। গৌরগুণ বিনু যার অন্য নাহি জানে॥
ঠাকুর শ্রীরামদাস বন্দিব সাদরে। ষোল-সাঙ্গের কাষ্ঠ যেঁহ বংশী করি ধরে॥
সুন্দরানন্দঠাকুর বন্দিব বড় আশে। ফুটাল কদম্বফুল জম্বীবের গাছে॥
অভিরামঠাকুর বন্দোঁ করিয়া যতন। যাঁহার অদ্ভুত ভাব না যায় কথন॥
পরমেশ্বর ঠাকুর বন্দোঁ সাবধানে। শৃগালে লওয়ান নাম সঙ্কীর্ত্তন স্থানে॥
ইষ্টদেব বন্দোঁ শ্রীপুরুষোত্তম নাম। কে কহিতে পারে তাঁর গুণ অনুপাম॥
সর্ব্বগুণহীন যে তাহারে দয়া করে। আপনার সহজ করুণা শক্তিবলে॥
সপ্তম বৎসরে যাঁর শ্রীকৃষ্ণ-উন্মাদ। ভুবনমোহন নৃত্য শকতি অগাধ॥

গৌরীদাস কীর্ত্তনীয়ার কেশেতে ধরিয়া।
নিত্যানন্দস্তব করাইলা নিজ শক্তি দিয়া॥

গদাধরদাস আর শ্রীগোবিন্দঘোষ। যাঁহার প্রকাশে প্রভু পাইলা সন্তোষ॥
যাঁর অষ্টোত্তর শত ঘট গঙ্গাজলে। অভিষেক সর্ব্বজ্ঞতা যাঁর শিশুকালে॥
করবী-মঞ্জরী আছিল যাঁর কাণে। পদ্মগন্ধ হৈল তাহা সভাবিদ্যমানে॥
যাঁর নামে স্নিগ্ধ হয় বৈষ্ণব সকল। মুর্ত্তিমন্ত প্রেমসুখ যাঁর কলেবর॥
কালা-কৃষ্ণ দাস বন্দোঁ বড় ভক্তি করি। দিব্য উপবীত বস্ত্র কৃষ্ণতেজোধারী॥

কমলাকর পিপলাই বন্দোঁ ভাববিলাসী।
যে প্রভুরে বলিল "লহ বেত্র দেহ বাঁশী"॥

রত্নাকরসুত বন্দোঁ পুরুষোত্তম নাম। নদীয়া বসতি যাঁর দিব্য তেজোধাম॥
উদ্ধারণদত্ত বন্দোঁ হঞা সাবহিত। নিত্যানন্দ সঙ্গে বেড়াইল সর্ব্বতীর্থ॥

গৌরীদাস পণ্ডিত বন্দোঁ প্রভুর আজ্ঞাকারী।
আচার্য্য গোসাঞিরে নিল উৎকলনগরী॥
পুরুষোত্তম পণ্ডিত বন্দোঁ বিলাসী সুজন।
প্রভু যাঁরে দিলা আচার্য্য গোসাঞির স্থান॥

বন্দিব সারঙ্গ দাস হঞা একমন। মকরধ্বজ কর বন্দোঁ প্রভুর গায়ন॥
রুদ্রারি কবিরাজ বন্দোঁ ভাগবতাচার্য্য। শ্রীমধু পণ্ডিত বন্দোঁ অনন্ত আচার্য্য॥
গোবিন্দ আচার্য্য বন্দোঁ সর্ব্বগুণশালী। যে করিল রাধাকৃষ্ণের বিচিত্র ধামালী॥
সার্ব্বভৌম বন্দোঁ বৃহস্পতির চরিত্র। প্রভুর প্রকাশে যাঁর অদ্ভুত কবিত্ব॥

প্রতাপরুদ্র রায় বন্দোঁ ইন্দ্রদ্যুম্ন খ্যাতি।
প্রকাশিলা প্রভু যাঁরে ষড়্ভুজ আকৃতি॥

দ্বিজ রঘুনাথ বন্দোঁ উড়িয়া বিপ্রদাস। অভিন্ন অচ্যুত বন্দোঁ আচার্য্য শ্যামদাস॥
দ্বিজ হরিদাস বন্দোঁ বৈদ্য বিষ্ণুদাস। যাঁর গীত শুনি প্রভুর অধিক উল্লাস॥
কানাই খুঁটিয়া বন্দোঁ বিশ্বপরচার। জগন্নাথ বলরাম দুই পুত্র যাঁর॥

বন্দোঁ। উড়িয়া বলরাম দাস মহাশয়। জগন্নাথ বলরাম যাঁর বশ হয়॥
জগন্নাথ দাস বন্দোঁ। সঙ্গীত-পণ্ডিত। যাঁর গানরসে জগন্নাথ বিমোহিত॥
বন্দিব শিবানন্দ পণ্ডিত, কাশীশ্বর। বন্দিব চন্দনেশ্বর আর সিংহেশ্বর॥
বন্দিব সুবুদ্ধিমিশ্র, মিশ্র শ্রীশ্রীনাথ। তুলসী মিশ্র বন্দোঁ। মাহাতী কাশীনাথ॥
শ্রীহরিভট্ট বন্দোঁ। মাহাতী বলরাম। বন্দোঁ। পট্টনায়ক মাধব যাঁর নাম॥
বসুবংশ রামানন্দ বন্দিব যতনে। যাঁর বংশে গৌর বিনা অন্য নাহি জানে॥
বন্দিব শ্রীপুরুষোত্তমনাম ব্রহ্মচারী। মাধব পণ্ডিত বন্দোঁ। বড় ভক্তি করি॥
শ্রীকর পণ্ডিত বন্দোঁ। দ্বিজ রামচন্দ্র। সর্ব্বসুখময় বন্দোঁ। যদু কবিচন্দ্র॥
বিলাসী বৈরাগী বন্দোঁ। পণ্ডিত ধনঞ্জয়। সর্ব্বস্ব প্রভুরে দিয়া ভাণ্ড হাথে লয়॥
জগন্নাথ পণ্ডিত বন্দোঁ। আশ্চর্য্য লক্ষণ। কৃষ্ণদাস পণ্ডিত বন্দোঁ। বড় শুদ্ধমন॥
সূর্য্যদাস পণ্ডিত বন্দোঁ। বিদিত সংসার। বসুধা জাহ্নবা বন্দোঁ। দুই কন্যা যাঁর॥
মুরারী চৈতন্যদাস বন্দোঁ। সাবধানে। আশ্চর্য্য চরিত্র যাঁর প্রহ্লাদ-সমানে॥
পরমানন্দ গুপ্ত বন্দোঁ। সেন জগন্নাথ। কবিচন্দ্র মুকুন্দ বালক-রমানাথ॥
শ্রীকংসারি সেন বন্দোঁ। সেন শ্রীবল্লভ। ভাস্কর ঠাকুর বন্দোঁ। বিশ্বকর্ম্মা-অনুভব॥
সঙ্গীত-কারক বন্দোঁ। বলরাম দাস। নিত্যানন্দ চন্দ্রে যাঁর অকথ্য বিশ্বাস॥
মহেশ পণ্ডিত বন্দোঁ। বড়ই উন্মাদী। জগদীশ পণ্ডিত বন্দোঁ। নৃত্যবিনোদী॥
নারায়ণীসুত বন্দোঁ। বৃন্দাবন দাস। "চৈতন্যমঙ্গল" যেহঁ করিল প্রকাশ॥
বড়গাছির বন্দিব ঠাকুর কৃষ্ণদাস। প্রেমানন্দে নিত্যানন্দে যাঁহার বিশ্বাস॥
পরমানন্দ অবধৌত বন্দোঁ। একমনে। সর্ব্বদা উন্মত্ত যেঁহ বাহ্য নাহি জানে॥
বন্দিব সে অনাদি গঙ্গাদাস পণ্ডিত। যদুনাথ দাস বন্দোঁ। মধুর চরিত॥
পুরুষোত্তম পুরী বন্দোঁ। তীর্থ জগন্নাথ। শ্রীরামতীর্থ বন্দোঁ। পুরী রঘুনাথ॥
বাসুদেবতীর্থ বন্দোঁ। আশ্রমী উপেন্দ্র। বন্দিব অনন্তপুরী হরিহরানন্দ॥
মুকুন্দ কবিরাজ বন্দোঁ। নির্ম্মলচরিত। বন্দিব আনন্দময় শ্রীজীব পণ্ডিত॥
বন্দনা করিব শিশু-কৃষ্ণদাস নাম। প্রভুর পালনে যাঁর দিব্য তেজোধাম॥

মাধব আচার্য্য বন্দোঁ। কবিত্ব শীতল। যাঁহার রচিত গীত "শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল"॥
গৌরীদাস পণ্ডিতের অনুজ কৃষ্ণদাস। বন্দিব নৃসিংহ আর শ্রীচৈতন্যদাস॥
রঘুনাথ ভট্ট বন্দোঁ। করিয়া বিশ্বাস। বন্দোঁ। দিব্যলোচন শ্রীরামচন্দ্র দাস॥
শ্রীশঙ্কর ঘোষ বন্দোঁ। অকিঞ্চনরীতি। ডম্ফের বাদ্যে যে প্রভুরে করিল পিরীতি॥
পরম আনন্দে বন্দোঁ। আচার্য্য মাধব। ভক্তিবলে হৈলা গঙ্গাদেবীর বল্লভ॥
নারায়ণ পৈড়ারি বন্দোঁ। চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ।
বন্দনা করিতে বৈষ্ণবের নাহি অন্ত॥
এই অবতারে যত অশেষ বৈষ্ণব। কহনে না যায় সভার অনন্ত বৈভব॥
অনন্ত বৈষ্ণবগণ অনন্ত মহিমা। হেন জন নাহি যে করিতে পারে সীমা॥
বন্দনা করিতে মোর কত আছে বুদ্ধি। দেবেহ করিতে নারে বৈষ্ণবের শুদ্ধি॥
সভাকার উপদেষ্টা বৈষ্ণবঠাকুর। শ্রবণ-নয়ন-মন-বচনের দূর॥
শরণ লইনু গুরু-বৈষ্ণ-চরণে। সঙ্ক্ষেপে কহিনু কিছু বৈষ্ণব-বন্দনে॥
বৈষ্ণব-বন্দনা পড়ে শুনে যেই জন। অন্তরের মল ঘুচে—শুদ্ধ হয় মন॥
প্রভাতে উঠিয়া পড়ে বৈষ্ণব-বন্দনা। কোনকালে নাহি পায় কোনই যন্ত্রণা॥
দেবের দুর্লভ সেই প্রেমভক্তি লভে। দেবকীনন্দন দাস কহে এই লোভে॥

শ্রীশ্রীহাট-পত্তন।

প্রণমহ কলিযুগ সর্ব্বযুগ-সার। হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন যাহাতে প্রচার॥
কলি ঘোর পাপাচ্ছন্ন অন্ধকারময়। পূর্ণ শশধর ভেল চৈতন্য তাহায়॥
শচী-গর্ভসিন্ধু-মাঝে চন্দ্রের প্রকাশ। পাপ তাপ দূরে গেল—তিমির বিনাশ॥
ভকত-চকোর তায় মধু পান কৈল। অমিয় মথিয়া তাহা বিস্তার করিল॥
পূর্ণ-কুম্ভ নিত্যানন্দ অবধূত-রায়। তৃষ্ণা ভরি কৈল পান অদ্বৈত তাহায়॥
ঢালিয়া ঢালিয়া খায় আর যত জন। প্রেমদাতা নিতাইচাঁদ পতিত-পাবন॥
প্রেমের ভাণ্ডারী প্রভু ঠাকুর নিতাই। সর্ব্বজীবে কৈল দয়া—ভিন্নভেদ নাই॥

প্রেমের সমুদ্র ভেল চৈতন্য-গোসাঞি। নদী-নালা সব আসি হৈল এক ঠাঞি॥
পরিপূর্ণ ভেল—বহে প্রেমামৃত ধারা। হরিদাস পাতিল তাহে নাম-নৌকা-পারা।
সঙ্কীর্ত্তন-ঢেউ তাহে তরঙ্গ বাড়িল। ভকত-মকর তাহে ডুবিয়া রহিল॥
তৃণরূপী ভাসে যত পাষণ্ডের গণে। ফাঁফরে পড়িয়া তারা ভাবে মনে মনে॥
হরিনামের নৌকা করি নিতাই সাজিল। দাঁড় ধরি হরিদাস বাহিয়া চলিল॥
প্রেমের পাথারে নৌকা ছাড়ি দিল যবে। কূল পাব বলি কেহ নৌকা ধরে লোভে॥
চৈতন্যের ঘাটে নৌকা চাপিল যখন। হাটের পত্তন নিতাই রচিল তখন॥
ঘাটের উপরে হাট-খানা বসাইল। পাষণ্ডদলন-বাণা নিশান গাড়িল॥
চারিদিকে চারি-রস-কুঠরি পূরিয়া। হরিনাম দিল তার চৌদিকে বেড়িয়া॥
চৌকীদার হরিদাস ফুকারে ঘনে ঘন—। হাটে বসি বেচ কিন—যার যেই মন॥
হাটে বসি রাজা হৈলা প্রভু নিত্যানন্দ। মুচ্ছুদ্দি হইল তাহে মুরারি মুকুন্দ॥
পসারী চৈতন্য ভেল ভাণ্ডারী গদাধর। অদ্বৈত মুন্সী ভেল, পরথাই দামোদর॥
প্রেমের রমণী ভেল ঠাকুর নরহরি। চৈতন্যের হাটে ফিরে লইয়া গাগরি॥
ঠাকুর অভিরাম আইলা হাসিয়া হাসিয়া। কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হ'ঞা ফিরেন গর্জ্জিয়া॥
আর যত ভক্ত আইল মণ্ডলী করিয়া। হাটমধ্যে বৈসে সব সদাগর হৈয়া॥
দাণ্ডি ধরি গৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর। তৌল করি ফিরে প্রেম যার যত মূল॥
শ্রীনিবাস শিবানন্দ লেখয়ে দুই জন। এই মত প্রেমসিন্ধু-হাটের পত্তন॥
সঙ্কীর্ত্তনরূপ মদ্য হাটে বিকাইল। রাজ-আজ্ঞা শিরে ধরি সভে পান কৈল॥
পান করি মত্ত সভে হইলা বিভোল। চৈতন্য-নিতাইর হাটে হরি হরি বোল॥
এইমত গৌড়দেশে হাট বসাইয়া। নীলাচলে কৈলা বাস সন্ন্যাস করিয়া॥
তাঁহা যাঞা কৈলা প্রভু প্রকাশ প্রচুর। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের দর্প কৈলা চুর॥
প্রতাপরুদ্রেরে কৃপা কৈলা গৌরহরি। রামানন্দ সঙ্গে দেখা তীর্থ-গোদাবরী॥
হাট করি লেখা জোখা সুমার করিয়া। রামানন্দের কণ্ঠে থুইলা ভাণ্ডার পূরিয়া॥
সনাতন-রূপ যবে আসিয়া মিলিল। ভাণ্ডার সুমারি রূপ মোহর করিল॥

মোহর লইয়া তেঁহ ভাবে মনে মন। প্রভু পাঠাইল তাঁরে শ্রীবৃন্দাবন॥
তাঁহা যাইয়া কৈলা রূপ টাক-শাল পত্তন। কারিগর আইলা যত শ্রীরূপের গণ॥
কারিগর আইলা—রূপ অলঙ্কার কৈলা। ঠাকুর বৈষ্ণব তাহা হৃদয়ে ধরিলা॥
সোহাগা মিশ্রিত কৈল রস পরখিয়া। গলিত কাঞ্চন ভেল প্রকাশ নদীয়া॥
পাঁজা করি শ্রীরূপ গোসাঞি যবে থুইলা। শ্রীজীব গোসাঞি তাহা গড়ন গড়িলা
থরে থরে অলঙ্কার বহুবিধ কৈল। সদাগর হ'ঞা কেহ বেতন লইল॥
নরোত্তম দাস আর ঠাকুর শ্রীনিবাস। অলঙ্কার ঝালাইয়া করিল প্রকাশ॥
এই সব রস দেখি সর্ব্বশাস্ত্র কয়। লোভ অনুসারে মিলে রূপের কৃপায়॥
শ্রীগুরু-প্রসাদে ইহা মিলয়ে সর্ব্বথা। সংক্ষেপে কহিল কিছু ভজনের কথা॥
প্রেমের হাট প্রেমের বাট প্রেমের তরঙ্গ। প্রেমাধীন গৌরচন্দ্র পূর্ব্ব লীলারঙ্গ॥
প্রেমের সায়রে হংস শ্রীরূপগোসাঞি ভেল। ক্ষীর নীর রত্ন মণি পৃথক্ করিল॥
মুঞি অতি মূর্খ ক্ষুদ্রমতি মন্দ ছার। কি জানি চৈতন্যলীলা সমুদ্র অপার॥
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পদ হৃদয়েতে ধরি। চৈতন্যের হাটে নিত্য ঝাড়ুগিরি করি।
করুণা-সাগর মোর গৌর-নিত্যানন্দ। দাস নরোত্তম কহে হাটের প্রবন্ধ॥

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-শরণ।

বৃন্দাবনবাসী যত বৈষ্ণবের গণ। প্রথমে বন্দনা করি সভার চরণ॥
নীলাচলবাসী যত মহাপ্রভুর গণ। ভূমিতে পড়িয়া বন্দোঁ সভার চরণ॥
নবদ্বীপবাসী যত মহাপ্রভুর ভক্ত। সভার চরণ বন্দোঁ হঞা অনুরক্ত॥
মহাপ্রভুর ভক্ত যত গৌরদেশে স্থিতি। সভার চরণ বন্দোঁ করিয়া প্রণতি॥
যে-দেশে যে-দেশে বৈসে গৌরাঙ্গের গণ। উর্দ্ধবাহু করি বন্দোঁ সভার চরণ॥
হঞাছেন হবেন প্রভুর যত দাস। সভার চরণ বন্দোঁ দন্তে করি ঘাস॥
ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে। এ বেদপুরাণে গুণ গায় যেবা শুনে॥
মহাপ্রভুর গণ সব পতিতপাবন। তাই লোভে মুঞি পাপী লইনু শরণ॥

বন্দনা করিতে মুঞি কত শক্তি ধরি। তমোবুদ্ধিদোষে মুঞি দম্ভ মাত্র করি॥
তথাপি মূকের ভাগ্য মনের উল্লাস। দোষ ক্ষমি মো অধমে কর নিজ দাস॥
সর্ব্ব বাঞ্ছা সিদ্ধি হয় যমবন্ধ ছুটে। জগতে দুর্লভ হঞা প্রেমভক্তি লুটে॥
মনের বাসনা পূর্ণ অচিরাতে হয়। দেবকীনন্দন দাস এই লোভে কয়॥

——:*:——

শ্রীশ্রীনাম-সংকীর্ত্তন।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় জয় শচীসুত গৌরাঙ্গ সুন্দর। জয় নিত্যানন্দ পদ্মাবতীর কোঙর॥
জয় জয় সীতানাথ অদ্বৈতগোসাঞি। যাঁহার কৃপাতে পাই চৈতন্য-নিতাই॥
জয় জয় গদাধর প্রেমের সাগর। গৌরাঙ্গের প্রিয়োত্তম পণ্ডিত-প্রবর॥
শ্রীবংশীবদন জয় গৌরপ্রিয়োত্তম। শ্রীরামপণ্ডিত জয় জয় ভক্তগণ॥
সভাকার পদরেণু শিরে রহু মোর। যাঁহার প্রভাবে নাশে কলিমহাঘোর॥
জয় জয় গুরুগোসাঞি শরণ তোঁহার। যাঁহার কৃপাতে তরি এভব সংসার॥
জয় জয় রসিকেন্দ্র স্বরূপগোসাঞি। প্রভুর নিকটে যাঁর অত্যন্ত বড়াই॥
জয় রূপ সনাতন ভট্টরঘুনাথ। শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস-রঘুনাথ॥
জয় জয় নীলাচল চন্দ্র জগন্নাথ। মো-পাপীরে কৃপা করি কর আত্মসাথ॥
জয় শ্রীগোপাল দেব ভকতবৎসল। নবঘন জিনি তনু পরম উজ্জ্বল॥
জয় জয় গোপীনাথ প্রভু প্রাণ মোর। পুরীগোসাঞি লাগি যাঁর নাম ক্ষীরচোর॥
জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় বৃন্দাবন। জয় জয় শ্রীরাসমণ্ডল সর্ব্বোত্তম॥
শ্রীরাসনাগরী জয় জয় নন্দলাল। জয় জয় মোহন শ্রীমদন গোপাল॥
জয় জয় বংশীবট জয় শ্রীপুলিনা। জয় জয় শ্রীকালিন্দী জয় শ্রীযমুনা॥
জয়রে দ্বাদশ বন কৃষ্ণলীলাস্থান। তালবন খাজুর বন ভাণ্ডীর বন নাম॥
জয় জয় বেলবন খদির বহুলা। জয় জয় কুমুদ কাম্যবনে কৃষ্ণলীলা॥
জয় জয় নিভৃত নিকুঞ্জ রম্যস্থান। জয় জয় শ্রীবনাদি ভদ্রবন নাম॥

জয় জয় শ্যামকুণ্ড জয় ললিতাকুণ্ড। জয় জয় রাধাকুণ্ড প্রতাপ প্রচণ্ড॥
জয় জয় মানসগঙ্গা জয় গোবর্দ্ধন। জয় জয় দানঘাট লীলা সর্ব্বোত্তম॥
জয় জয় বৃষভানুপুর নামে গ্রাম। যথায় সঙ্কেত রাধাকৃষ্ণ লীলাস্থান॥
জয় জয় বিমলাকুণ্ড জয় নন্দীশ্বর। জয় জয় কৃষ্ণকেলি পাবন সরোবর॥
জয় জয় রোহিণীনন্দন বলরাম। জয় জয় রাধাকৃষ্ণ স্বয়ং রস-ধাম॥
জয় জয় মধুবন মধুপান স্থান। যাঁহা মধুপানে মত্ত হৈলা বলরাম॥
জয় জয় রামঘাট পরম নির্জ্জন। যাঁহা রাসলীলা কৈলা রোহিণীনন্দন॥
জয় জয় নন্দঘাট জয়াক্ষরবট। জয় জয় চীরঘাট যমুনা-নিকট॥
জয় জয় বৃষভানু অভিমন্যু জয়। কৃষ্ণপ্রাণ তুল্য শ্রীদামাদি জয় জয়॥
জয় জয় পৌর্ণমাসী বলি যোগমায়া। রাধাকৃষ্ণলীলা কৈলা কায়া আচ্ছাদিয়া।
জয় শ্রীসরলা বংশী ত্রিলোকাকর্ষিণী। কৃষ্ণাধরে স্থিতা নিত্য আনন্দরূপিণী॥
জয় জয় ললিতাদি সর্ব্বসখীগণ। যাঁ-সভার প্রেমাধীন শ্রীনন্দনন্দন॥
জয় জয় বৃন্দাবন কৃষ্ণপ্রিয়তম। রাধাকৃষ্ণ লীলা কৈলা অতি মনোরম॥
জয় জয় ব্রজলোকশ্রেষ্ঠ নন্দরাজ। জয় জয় ব্রজেশ্বরী শ্রেষ্ঠা গোপীমাঝ॥
জয় জয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীবৃন্দাবন। বেদ-অগোচর স্থান কন্দর্পমোহন॥
জয় জয় রত্নবেদী রত্নসিংহাসন। জয় জয় রাধাকৃষ্ণ সঙ্গে সখীগণ॥
শুন শুন ওরে ভাই করি এ প্রার্থনা। ব্রজে রাধাকৃষ্ণলীলা করহ ভাবনা॥
এই সব রসলীলা যে করে স্মরণ। শিরে ধরি বন্দি আমি তাঁহার চরণ॥
আনন্দে বলহ হরি ভজ বৃন্দাবন। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পদে মজাইয়া মন॥
শ্রীগুরুবৈষ্ণব-পাদ-পদ্ম করি আশ। নামসংকীর্ত্তন কহে নরোত্তম দাস॥ ১॥
জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় বৃন্দাবন। শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদন-মোহন।
শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড গিরিগোবর্দ্ধন। কালিন্দী যমুনা জয় জয় মহাবন।
কেশীঘাট বংশীবট দ্বাদশ কানন। যাঁহা সব লীলা কৈল শ্রীনন্দনন্দন॥
নন্দ যশোদা জয় জয় গোপগণ। শ্রীদামাদি জয় জয় ধেনুবৎস ধন॥

জয় বৃষভানু জয় কীর্ত্তিদা সুন্দরী। জয় পৌর্ণমাসী জয় আভীরনাগরী॥
জয় জয় গোপীশ্বর বৃন্দাবনমাঝ। জয় জয় কৃষ্ণসখা বটু দ্বিজরাজ॥
জয় রামঘাট জয় রোহিণীনন্দন। জয় জয় বৃন্দাবনবাসী যত জন॥
জয় দ্বিজপত্নী জয় নাগকন্যাগণ। ভক্তিতে যাঁহারা পাইল গোবিন্দচরণ॥
শ্রীরাস মণ্ডল জয় জয় রাধাশ্যাম। জয় জয় রাসলীলা সর্ব্বমনোরম॥
জয় জয়োজ্জ্বলরস সর্ব্বরসসার। পরকীয়া ভাবে যাহা ব্রজেতে প্রচার॥
শ্রীজাহ্নবীপাদপদ্ম করিয়া শরণ। দীন কৃষ্ণদাস কহে নামসংকীর্ত্তন॥ ২॥
ধাওল নদীয়ালোক গৌরাঙ্গ দেখিতে। আনন্দে আকুলচিত না পারে চলিতে॥
চিরদিনের গোরা-চাঁদ-বদন হেরিয়া। দুঃখিত চকোর আঁখি রহল মাতিয়া॥
হেরিয়া ভকতগণ আনন্দে বিভোর। জননী ধাইয়া গোরাচাঁদে করে ক্রোড়॥
মরণ-শরীর যেন পাইল পরাণ। গৌরাঙ্গ নদীয়াপুরে বাসুঘোষ গান॥৩॥
হরি হে দয়াল মোর জয় রাধানাথ। বার বার এইবার লহ নিজ সাথ॥
বহু যোনি ভ্রমি নাথ লইনু শরণ। নিজ গুণে কৃপা কর অধমতাড়ণ॥
জগতকারণ তুমি জগতজীবন। তোমা ছাড়া কার নহি হে রাধারমণ॥
ভুবনমঙ্গল তুমি ভুবনের পতি। তুমি উপেক্ষিলে নাথ কি হইবে গতি॥
ভাবিয়া দেখিনু এই জগত মাঝারে। তোমা বিনা কেহ নাই এ দাসে উদ্ধারে॥৪॥
হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ॥
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন। গিরিধারী গোপীনাথ মদনমোহন॥
শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দ অদ্বৈতসীতা। হরি গুরু বৈষ্ণব ভাগবত গীতা॥
শ্রীরূপসনাতন ভট্টরঘুনাথ। শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গোসাঞের করি চরণবন্দন। যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্টপূরণ॥
এই ছয় গোসাঞি যাঁর মুঞি তাঁর দাস। তাঁসভার পদরেণু মোর পঞ্চগ্রাস॥
তাঁদের চরণ সেবি ভক্তসনে বাস। জনমে জনমে হয় এই অভিলাষ॥
এই ছয় গোসাঞি যবে ব্রজেকৈলা বাস। রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা করিলা প্রকাশ॥

আনন্দে বলহ হরি ভজ বৃন্দাবন। শ্রীগুরুবৈষ্ণব-পদে মজাইয়া মন॥
শ্রীগুরুবৈষ্ণব-পাদপদ্মে করি আশ। নামসংকীর্ত্তন কহে নরোত্তম দাস॥ ৫॥

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের অষ্টোত্তর শতনাম।

জয়জয় গৌরহরি শচীর নন্দন। শ্রীচৈতন্য বিশ্বম্ভর পতিতপাবন॥
জয় মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র দয়াময়। অধমতারণ নাথ ভকত-আশ্রয়॥
জীবের জীবন গোরা করুণাসাগর। জগন্নাথমিশ্রসুত গৌরাঙ্গসুন্দর॥
প্রেমময় প্রেমদাতা জগতের গুরু। শ্রীগৌর গোপালদেব বাঞ্ছাকল্পতরু॥
নিত্যানন্দ ঠাকুরের মহানন্দদাতা। সর্ব্বাভীষ্টপূর্ণকারী সর্ব্বচিত্তজ্ঞাতা॥
শ্রীগদাধরের প্রাণ অখিলের পতি। লক্ষ্মীর সর্ব্বস্ব ধন অগতির গতি॥
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার নাথ নিত্যানন্দময়। সর্ব্বগুণনিধি সর্ব্বরসের আলয়॥
জগদানন্দের প্রিয় নবদ্বীপচন্দ্র। অদ্বৈত-আরাধ্য কৃষ্ণ পুরুষ স্বতন্ত্র॥
বংশীর বল্লভ নবদ্বীপ-সুনাগর। ভুবনবিজয়ী সর্ব্বজনমুগ্ধকর॥
রসিকেন্দ্র চূড়ামণি রসিক সুঠাম। ভক্তাধীন ভক্তপ্রিয় সর্ব্বানন্দধাম॥
স্বরূপের সুখদাতা রূপের জীবন। শ্রীসনাতনের নাথ নিত্য-সনাতন॥
শ্রীজীব-বৎসল প্রভু ভকতবৎসল। ভট্টগোসাঞির প্রিয় দুর্ব্বলের বল॥
শ্রীরঘুনাথের নাথ শ্রীবাসের বাস। ভগবান্ ভক্তরূপ অনন্তপ্রকাশ॥
লোকনাথ লোকাশ্রয় ভকতরঞ্জন। শ্রীরঘুনাথদাসের হৃদয়ের ধন॥
অভিরামঠাকুরের সখা সর্ব্বপাতা। চিন্তামণি চিন্তনীয় হরিনামদাতা॥
পরমেশ পরাৎপর দুঃখ-বিমোচন। জগাই মাধাই আদি পাপী-উদ্ধারণ॥
রসরাজমূর্ত্তি রামানন্দবিমোহন। সার্ব্বভৌম পণ্ডিতের গর্ব্ববিনাশন॥
অমোঘের প্রাণদাতা দুর্জ্জনদলন। পূর্ণকাম নির্ম্মলাত্মা লজ্জানিবারণ॥
পরমাত্মা সারাৎসার বৈষ্ণবজীবন। সুখদাতা সুখময় ভুবন-ভাবন॥
বিশ্বরূপ বিশ্বনাথ বিশ্ববিমোহন। শ্রীগৌরগোবিন্দ ভক্তচিত্তসুরঞ্জন॥

নয়নের অভিরাম ভাবুকরমণ। ভক্তচিত্তচোর ভক্তচিত্তবিনোদন ॥
নদীয়াবিহারী হরি রমণীমোহন। দ্বিজকুল-চন্দ্র দ্বিজকুল-পূজ্যতম ॥
সুকবি শ্রীনিধি দক্ষ নয়নরঞ্জন। বারেক আমার হৃদে দেহ শ্রীচরণ ॥
ভাবুক সন্ন্যাসী সর্ব্বজীবনিস্তারক। ভাবুকজনার সুখ দিতে সুনায়ক ॥
প্রতাপরুদ্রের অভিলাষ পূর্ণকারী। স্বরূপাদি ভকতের সদা আজ্ঞাকারী ॥
সর্ব্ব-অবতার-সার করুণানিধান। পরম উদার প্রভু মোরে কর ত্রাণ ॥
অনন্ত প্রভুর নাম অনন্ত মহিমা। অনন্তাদি দেবে যাঁর দিতে নারে সীমা ॥
গৌরাঙ্গ মধুর নাম মন কর সার। যাঁহা বিনা কলিযুগে গতি নাহি আর ॥
যেই নাম সেই গোরা জানিহ নিশ্চয়। নামের সহিত প্রভু সতত আছয় ॥
গৌরনাম হরিনাম একই যে হয়। ভাগবতবাক্য এই কভু মিথ্যা নয় ॥
কর কর ওরে মন নামসংকীর্ত্তন। পাপ-তাপ দূরে যাবে পাবে প্রেমধন ॥
গৌরনাম কৃষ্ণনাম অতি সুমধুর। সদা আস্বাদয়ে যেই সে বড় চতুর ॥
শিব আদি যেই নাম সদা করে গান। সে নামে বঞ্চিত হ'লে কিসে হবে ত্রাণ ॥
এই শত অষ্টনাম যে করে পঠন। অনায়াসে পায় সেই চৈতন্যচরণ ॥
শত অষ্টনাম যে করয়ে শ্রবণ। তার প্রতি তুষ্ট সদা শচীর নন্দন ॥
শ্রীচৈতন্য-পাদ-পদ্ম করিয়া স্মরণ। শত অষ্টনাম গায় এ শচীনন্দন ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তরশতনাম।

জয় জয় গোবিন্দ গোপাল গদাধর। কৃষ্ণচন্দ্র কর কৃপা করুণা-সাগর ॥
জয় জয় গোবিন্দ গোপাল বনমালী। শ্রীরাধার প্রাণধন মুকুন্দ মুরারি ॥
হরি নাম বিনে রে গোবিন্দনাম বিনে। বিফলে মনুষ্যজন্ম যায় দিনে দিনে ॥
দিন গেল মিছে কাজে রাত্রি গেল নিদ্রে। না ভজিনু রাধাকৃষ্ণ-চরণারবিন্দে ॥
কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইনু। মিছা মায়ায় বদ্ধ হ'য়ে বৃক্ষসম হৈনু ॥

ফলরূপে পুত্র-কন্যা ডাল ভাঙ্গি পড়ে। কালরূপে সংসারে পক্ষ বাসা করে॥
যখন কৃষ্ণ জন্ম নিল দেবকী-উদরে। মথুরাতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে॥
বসুদেব রাখি আইল নন্দের মন্দিরে। নন্দের আলয়ে কৃষ্ণ দিনে দিনে বাড়ে॥
শ্রীনন্দ রাখিল নাম নন্দের নন্দন। যশোদা রাখিল নাম যাদুবাছাধন॥
উপানন্দ নাম রাখে সুন্দর গোপাল। ব্রজবালক নাম রাখে ঠাকুর রাখাল॥
সুবল রাখিল নাম ঠাকুর কানাই। শ্রীদাম রাখিল নাম রাখালরাজা ভাই॥
ননীচোরা নাম রাখে যতেক গোপিনী। কালসোণা নাম রাখে রাধাবিনোদিনী॥
চন্দ্রাবলী নাম রাখে মোহনবংশীধারী। কুব্জা রাখিল নাম পতিত-পাবন হরি॥
অনন্ত রাখিল নাম অন্ত না পাইয়া। কৃষ্ণনাম রাখে গর্গ ধ্যানেতে জানিয়া॥
কণ্বমুনি রাখে নাম দেবচক্রপাণি। বনমালী নাম রাখে বনের হরিণী॥
গজরাজ নাম রাখে শ্রীমধুসূদন। অজামিল নাম রাখে দেব নারায়ণ॥
পুরন্দর নাম রাখে দেব শ্রীগোবিন্দ। দ্রৌপদী রাখিল নাম দেব দীনবন্ধু॥
সুদামা রাখিল নাম দারিদ্র্য-ভঞ্জন। ব্রজবাসী নাম রাখে ব্রজের জীবন॥
দর্পহারী নাম রাখে অর্জ্জুন সুধীর। পশুপতি নাম রাখে গরুড় মহাবীর॥
যুধিষ্ঠির রাখে নাম দেব যদুবর। বিদুর রাখিল নাম কাঙ্গালের ঠাকুর॥
বাসুকী রাখিল নাম দেব সৃষ্টিস্থিতি। ধ্রুবলোক নাম রাখে ধ্রুবের সারথী॥
নারদ রাখিল নাম ভক্ত-প্রাণধন। ভীষ্মদেব নাম রাখে লক্ষ্মীনারায়ণ॥
সত্যভামা নাম রাখে সত্যের সারথী। জাম্ববতী নাম রাখে দেব যোদ্ধাপতি॥
বিশ্বামিত্র নাম রাখে সংসারের সার। অহল্যা রাখিল নাম পাষাণ-উদ্ধার॥
ভৃগুমুনি নাম রাখে জগতের হরি। পঞ্চমুখে রামনাম গান ত্রিপুরারি॥
কুঞ্জকেশী নাম রাখে বলী সদাচারী। প্রহ্লাদ রাখিল নাম নৃসিংহ মুরারি॥
দৈত্যারি দ্বারকানাথ দারিদ্র্যভঞ্জন। দয়াময় দ্রৌপদীর লজ্জানিবারণ॥
স্বরূপে তোমার হয় গোলোকেতে স্থিতি। বৈকুণ্ঠে বৈকুণ্ঠনাথ কমলার পতি।
বাসুদেব প্রদ্যুম্নাদি-চতুর্ব্যূহ সহ। মহৈশ্বর্য্যপূর্ণ হ'য়ে বিহার করহ॥

অনিরুদ্ধ সঙ্কর্ষণ নৃসিংহ বামন। মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহাদি অবতারগণ॥
ক্ষীরোদকশায়ী প্রভু গর্ভোদবিহারী। কারণ-সাগরে শক্তি মায়াতে সঞ্চারী॥
বৃন্দাবনে কর লীলা ধরি গোপবেশ। সে লীলার অন্ত প্রভু নাহি পায় শেষ॥
পূতনা-বিনাশকারী শকটভঞ্জন। তৃণাবর্ত্ত-বক-কেশী-ধেনুক-মর্দ্দন॥
অঘারি গোবৎসহারী ব্রহ্মার মোহন। গিরি গোবর্দ্ধনধারী অর্জ্জুনভঞ্জন॥
কালিয়-দমনকারী যমুনাবিহারী। গোপীকুল-বস্ত্রহারী শ্রীরাসবিহারী॥
ইন্দ্রদর্পনাশকারী কুব্জামনোহারী। চানুর-কংসাদি-নাশী অক্রূরনিস্তারী॥
নবীন-নীরদকান্তি শিশুগোপবেশ। শিখিপুচ্ছ-বিভূষিত ব্রহ্ম পরমেশ॥
পীতাম্বর বেণুধর শ্রীবৎসলক্ষণ। গোপগোপীপরিবৃত কমল-নয়ন॥
বৃন্দাবন-বনচারী মদন-মোহন। মথুরামণ্ডলচারী শ্রীযদুনন্দন॥
সত্যভামা-প্রাণপতি রুক্মিণীরমণ। প্রদ্যুম্নজনক শিশুপালাদি-দমন॥
উদ্ধবের গতি-দাতা দ্বারকার পতি। ত্রিভুবনপরিত্রাতা অখিলের গতি॥
শাল্ব-দন্তবক্র-নাশী মহিষী-বিলাসী। সাধুজনত্রাণকর্ত্তা ভূভারবিনাশী॥
পাণ্ডবের সখা কৃষ্ণ বিদুরের প্রভু। ভীষ্মের উপাস্যদেব ভুবনের বিভু॥
দেবের আরাধ্য দেব মুনিজন-গতি। যোগিধ্যেয়-পাদপদ্ম রাধিকার পতি॥
রসময় রসিক নাগর অনুপাম। নিকুঞ্জবিহারী হরি নবঘনশ্যাম॥
শালগ্রাম দামোদর শ্রীপতি শ্রীধর। তারক ব্রহ্ম সনাতন পরম ঈশ্বর॥
কল্পতরু কমললোচন হৃষীকেশ। পতিত-পাবন গুরু জ্ঞান উপদেশ॥
চিন্তামণি চতুর্ভুজ দেবচক্রপাণি। দীনবন্ধু দেবকীনন্দন যদুমণি॥
অনন্ত কৃষ্ণের নাম অনন্ত মহিমা। নারদাদি ব্যাসদেব দিতে নারে সীমা॥
নাম ভজ নাম চিন্ত নাম কর সার। অনন্ত কৃষ্ণের নাম মহিমা অপার॥
শতভার সুবর্ণ গোকোটি কন্যা দান। তথাপি না হয় কৃষ্ণনামের সমান॥
যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি। নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি॥
শুন শুন ওরে ভাই! নামসংকীর্ত্তন। যে নাম শ্রবণে হয় পাপ-বিমোচন॥

কৃষ্ণনাম ভজ জীব ! আর সব মিছে। পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে ॥
কৃষ্ণনাম হরিনাম বড়ই মধুর। যেই জন কৃষ্ণ ভজে সেই সে চতুর ॥
ব্রহ্মা আদি দেব যাঁরে ধ্যানে নাহি পায়। সে হরি-বঞ্চিত হৈলে কি হবে উপায় ॥
হিরণ্যকশিপুর উদর বিদারণ। প্রহ্লাদে করিলা রক্ষা দেব নারায়ণ ॥
বলিরে ছলিতে প্রভু হইলা বামন। দ্রৌপদীর লজ্জা হরি কৈলা নিবারণ ॥
অষ্টোত্তর শতনাম যে করে পঠন। অনায়াসে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ ॥
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করে নন্দের নন্দন। মথুরায় কংস ধ্বংস লঙ্কায় রাবণ ॥
বকাসুর-বধ-আদি কালিয়দমন। দ্বিজ হরি কহে এই নামসংকীর্ত্তন ॥

শ্রীপাদ নরোত্তমদাস-ঠাকুর-মহাশয়ের প্রার্থনা

(১)

গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর। হরি হরি বলিতে নয়নে ব'বে নীর * ॥
আর কবে নিতাই চাঁদ করুণা করিবে। সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে

* 'পুলকশরীর' ও 'নয়নে নীর'—দুইটিই সাত্ত্বিক-বিকার বা প্রেমচিহ্ন। "গৌরাঙ্গ বলিতে অঙ্গে পুলক ও হরি হরি বলিতে নয়নে নীর" প্রার্থনা দ্বারা শ্রীল ঠাকুরমহাশয় শ্রীগৌরে ও শ্রীকৃষ্ণে উভয়স্বরূপেই প্রেমপ্রাপ্তি-লালসা করিয়াছেন। ইহা দ্বারা সূচিত হইতেছে এই,—শ্রীকৃষ্ণভজন-সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত কেবল সাধনাবস্থায়ই যে শ্রীগৌর-উপাসনা কর্ত্তব্য তাহা নহে; সাধন সাধ্য উভয় অবস্থাতেই শ্রীগৌর ও শ্রীকৃষ্ণ সেব্য, উভয় অবস্থাতেই গৌর

বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন। কবে হাম * হেরব শ্রীবৃন্দাবন ॥
রূপ-রঘুনাথ-পদে হইবে আকুতি +। কবে হাম বুঝব জুগলপিরীতি ॥
রূপ-রঘুনাথ-পদে রহু মোর আশ। প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস ॥

(২) দৈন্যবোধিকা।

হরি হরি! কি মোর করমগতি মন্দ।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণপদ, না ভজিনু তিল আধ, না বুঝিনু রাগের সম্বন্ধ ‡ ॥

ও কৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিতে হইবে ("ধন মোর নিত্যানন্দ, পতি মোর গৌরচন্দ্র প্রাণ মোর যুগলকিশোর।") এবং উভয় লীলাতেই সাধকের প্রেম-সেবাপ্রাপ্তি ঘটিবে (শ্রীগৌরলীলাতে শ্রীরূপসনাতনের অনুগতভাবে, শ্রীকৃষ্ণ-লীলাতে শ্রীরূমঞ্জরী প্রভৃতির অনুগতভাবে)—"মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি তবে পূর্ণ হও তৃষ্ণ। হেথায় চৈতন্য মিলে সেথা রাধাকৃষ্ণ ॥")

* হাম—আমি। + আকুতি—আকুলতা। কবে শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে প্রাণের আকুলতা জানাইব এবং কবে তাঁহাদের কৃপায় শ্রীযুগল-কিশোরের প্রেমমহিমা বুঝিতে পারিব।

‡ রাগের সম্বন্ধ—কৃষ্ণের সঙ্গে জীবমাত্রের একটা সাধারণ (জীবস্বরূপগত) সম্বন্ধ আছে, সেটি কৃষ্ণের নিত্যদাসস্বরূপ (সর্ব্বনিয়ামক সর্ব্বেশ্বর কৃষ্ণ আমার প্রভু, আমি কৃষ্ণের নিত্যদাস)। এ সম্বন্ধটি সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য্যভাবময় বলিয়া ইহা দ্বারা ব্রজেন্দ্রনন্দনকে পাওয়া যায় না (ঐশ্বর্য্যমার্গে বিধি ভজন করিয়া। বৈকুণ্ঠাদ্যে যায় চতুর্ব্বিধ মুক্তি পাঞা ॥ শ্রীচৈ, চ,)। বিশুদ্ধ মাধুর্য্যপূর্ণ ব্রজভাবময় সম্বন্ধেই ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিতে পারা যায়। এসম্বন্ধটী ব্রজপরিকরনিষ্ঠ রাগভক্তি-সংঘটিত, ইহারই নাম রাগের সম্বন্ধ। ব্রজপরিকরবিশেষের আনুগত্য ও ব্রজজাতীয় রাগানুগীয় ভক্তগণের সঙ্গপ্রভাবে

স্বরূপ-সনাতন-রূপ, রঘুনাথ-ভট্ট-যুগ, ভূগর্ভ-শ্রীজীব-লোকনাথ।
ইহাঁ সবার পাদ-পদ্ম, না সেবিনু তিল আধ, আর কিসে পূরিবেক সাধ॥
কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রসিক ভকতমাঝ, যেঁহো কৈল চৈতন্যচরিত।
গৌরগোবিন্দ-লীলা, শুনিতে গলয়ে শিলা, তাহাতে না হইল মোর চিত॥
সে সব ভকত সঙ্গ, যে করিল তার সঙ্গ, তাঁর সঙ্গে কেনে নহিল বাস॥
কি মোর দুঃখের কথা, জনম গোঙাইনু বৃথা, ধিক্ ধিক্ নরোত্তম দাস॥

(৩) সম্প্রার্থনাময়ী।

রাধাকৃষ্ণ! নিবেদন এই জন করে।
দোঁহ অতি রসময়, সকরুণ হৃদয়, অবধান কর নাথ! মোরে॥
হে কৃষ্ণ গোকুলচন্দ্র, গোপীজন-বল্লভ, হে কৃষ্ণপ্রেয়সী-শিরোমণি!।
হেমগৌরী শ্যামগায়*, শ্রবণে পরশ পায়, গুণ শুনি জুড়ায় পরাণী॥
অধমদুর্গতজনে, কেবল করুণামনে, ত্রিভুবনে এ যশ খেয়াতি॥
শুনিয়া সাধুর মুখে, শরণ লইনু সুখে, উপেখিলে নাহি মোর গতি॥
জয় রাধে জয় কৃষ্ণ, জয় জয় রাধে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় জয় রাধে!।
অঞ্জলি মস্তকে করি, নরোত্তম ভূমে পড়ি, কহে দোঁহে পূরাও মনসাধে॥

শ্রীগুরুকৃপাতে এই রাগময় সম্বন্ধ হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। এই রাগময় সম্বন্ধেই বিশুদ্ধ কৃষ্ণদাসত্ব অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বিমল প্রেমসেবা প্রাপ্তি ঘটে। ইহা অতিশয় দুর্লভ, তাই শ্রীল ঠাকুরমহাশয় বলিয়াছেন, "না বুঝিনু রাগের সম্বন্ধ"। ব্রজজাতীয় রাগময় সম্বন্ধ ত্রিবিধ—শ্রীকৃষ্ণ "মোর সখা, মোর পুত্র, মোর প্রাণপতি"।

* হেমগৌরী—স্বর্ণগৌরাঙ্গী শ্রীরাধা। শ্যামগায়—তমাল-শ্যামল-কান্তি শ্রীকৃষ্ণ। শ্রবণে পরশ পায়—হে কিশোরযুগল! তোমাদের লীলাকথা যেন আমার কর্ণে প্রবেশ করে।

(৮) দৈন্যবোধিকা।

শ্রীগোবিন্দ ! গোপীনাথ ! দয়া করি রাখ নিজপদে।
কামক্রোধ ছয়জনে, লয়ে ফিরে নানা স্থানে, বিষয় ভুঞ্জায় নানা মতে ॥
হইয়া মায়ার দাস, করি নানা অভিলাষ, তোমার স্মরণ গেল দূরে।
'অর্থলাভ' এই আশে, কপট-বৈষ্ণব-বেশে, ভ্রমিয়া বেড়াই ঘরে ঘরে ॥
অনেক দুঃখের পরে, ল'য়ে ছিলে ব্রজপুরে, কৃপাডোর গলায় বান্ধিয়া।
দৈবমায়া বলাৎকারে, খসাইয়া সেই ডোরে, ভবকূপে দিলেক ডারিয়া ॥
পুনঃ যদি কৃপা করি, এজনার কেশে ধরি, টানিয়া তুলহ ব্রজধামে।
তবে সে দেখিয়ে ভাল, নতুবা পরাণ গেল, কহে দীন দাস নরোত্তমে ॥

(৯) দৈন্যবোধিকা।

পতিতপাবন প্রভু মদনগোপাল !

শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ, তুমি অনাথের নাথ, দয়া কর মুঞি অধমেরে।
সংসার-সাগর-ঘোরে, পড়িয়াছি—এইবারে, কৃপাডোরে বান্ধি লহ মোরে ॥
অধম চণ্ডাল আমি, দয়ার ঠাকুর তুমি, শুনিয়াছি বৈষ্ণবের মুখে।
এ বড় ভরসা মনে, লৈঞা ফেল বৃন্দাবনে, বংশীবট যেন দেখি সুখে ॥
কৃপা করি আগুসরি * লহ মোরে কেশে ধরি, শ্রীযমুনা দেহ পদ-ছায়া।
অনেক দিনের আশ, নহে যেন নৈরাশ, দয়া কর—না করহ মায়া ॥
অনিত্য শরীর ধরি, আপন আপন করি, পাছে পাছে শমনের ভয়।
নরোত্তমদাস ভণে, প্রাণ কান্দে রাত্রিদিনে, পাছে ব্রজ-প্রাপ্তি নাহি হয় ॥

(১০) স্বনিষ্ঠা।

ধন মোর নিত্যানন্দ, পতি মোর গৌরচন্দ্র, প্রাণ মোর যুগল কিশোর †।
অদ্বৈত আচার্য্য বল, গদাধর মোর কুল, নরহরি বিলাসই মোর ॥

* আগুসারি—অগ্রসর হইয়া।

† ধন মোর নিত্যানন্দ, পতি মোর গৌরচন্দ্র, প্রাণ মোর যুগল কিশোর।

বৈষ্ণবের পদধূলি, তাহে মোর স্নান-কেলি, তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম।
বিচার করিয়া মনে, ভক্তিরস-আস্বাদনে, মধ্যস্থ শ্রীভাগবত পুরাণ॥
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট, তাহে মোর মন নিষ্ঠ, বৈষ্ণবের নামেতে উল্লাস।
বৃন্দাবনে চবুতারা *, তাহে মোর মন ঘেরা, কহে দীন নরোত্তম দাস॥

(১১) মনঃশিক্ষা।

নিতাই-পদ কমল, কোটি-চন্দ্র-সুশীতল, যে ছায়ায় জীবন জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই, দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায়॥
সে সম্বন্ধ নাহি যার, বৃথা জন্ম গেল তার, সেই পশু বড় দুরাচার।
নিতাই না বলিল মুখে, মজিল সংসারসুখে, বিদ্যাকুলে কি করিবে তার॥

—ভক্তের সর্ব্বস্ব ধন প্রেম, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সেই প্রেমের মূর্ত্তি। অথবা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায়ই প্রেমধন লাভ হয়, এজন্য বলিলেন "ধন মোর নিত্যানন্দ"। "সতী স্ত্রীর রক্ষাকর্ত্তা যেমন একমাত্র পতি, তেমন আমার রক্ষা-কর্ত্তা একমাত্র শ্রীগৌরসুন্দর। অথবা সতী স্ত্রীর নিষ্ঠা যেমন পতিতে, আমার নিষ্ঠা তেমন শ্রীগৌরসুন্দরে" এই অভিপ্রায়ে বলিয়াছেন—"পতি মোর গৌরচন্দ্র"। "পতিব্রতা স্ত্রীর দেহে যতক্ষণ প্রাণ থাকে, ততক্ষণই সে যেমন পতির আদরিণী হয় এবং স্ত্রীর দেহে প্রাণ না থাকিলে পতি যেমন স্ত্রীর মৃত-দেহকে ফেলিয়া দেয়, তেমন গৌরচরণাশ্রিত হইয়া যিনি যুগলকিশোর শ্রীরাধা গোবিন্দকে প্রাণরূপে হৃদয়ে ধারণ না করেন, শ্রীগৌরসুন্দর তাহাকে কৃপা করা দূরে থাকুক—প্রাণশূন্যদেহবৎ পরিত্যাগই করিয়া থাকেন"। এই অভিপ্রায়ে বলিয়াছেন—"প্রাণ মোর যুগলকিশোর"। তাৎপর্য্য—অনর্পিতচরী প্রেমসম্পত্তি লাভ করিতে হইলে, যুগলকিশোর শ্রীরাধামাধবকে পরাণের পরাণরূপে হৃদয়ে ধারণ করিয়া শ্রীগৌরচরণে শরণ গ্রহণ করিতে হইবে।

* চবুতারা—চত্বর, শ্রীরাধামাধবের বিহার-প্রাঙ্গণ।

অহঙ্কারে মত্ত হৈঞা, নিতাই-পদ পাসরিয়া, অসত্যেরে সত্য করি মানি।
নিতাইর করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে, ভজ নিতাইর চরণ দুখানি॥
নিতাইর চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য, নিতাই-পদ সদা কর আশ।
নরোত্তম বড় দুখী, নিতাই মোরে কর সুখী, রাখ রাঙ্গাচরণের পাশ॥

(১২) মনঃশিক্ষা।

ওরে ভাই! ভজ মোর গৌরাঙ্গ-চরণ।
না ভজিয়া মৈনু দুখে, ডুবি গৃহবিষকূপে, দগ্ধ কৈল এ পাঁচ পরাণ॥
তাপত্রয়বিষানলে, অহর্নিশি হিয়া জ্বলে, দেহ সদা হয় অচেতন।
রিপু-বশ ইন্দ্রিয় হৈল, গোরাপদ পাশরিল, বিমুখ হইল হেন ধন।
হেন গৌর দয়াময়, ছাড়ি সব লাজ ভয়, কায় মনে লহরে শরণ॥
পামর দুর্ম্মতি ছিল, তারে গোরা উদ্ধারিল, তারা হৈল পতিতপাবন।
গোরা দ্বিজ-নটরাজে, বান্ধহ হৃদয়-মাঝে, কি করিবে সংসার শমন॥
নরোত্তমদাসে কয়, গোরা-সম কেহ নয়, না ভজিতে দেয় প্রেমধন॥

(১৩) শ্রীগৌরভক্তমহিমা।

গৌরাঙ্গের দুটি পদ, যার ধনসম্পদ, সে জানে ভকতিরসসার।
গৌরাঙ্গের মধুর লীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা, হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার॥
যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তার হয় প্রেমোদয়, তারে মুঞি যাই বলিহারি।
গৌরাঙ্গগুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তারে স্ফুরে, সে জন ভকতি-অধিকারী॥
গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্যসিদ্ধ করি মানে, সে যায় ব্রজেন্দ্রসুতপাশ।
শ্রীগৌড়মণ্ডল-ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি, তার হয় ব্রজভূমে বাস॥
গৌরপ্রেম-রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে, সে রাধামাধব-অন্তরঙ্গ।
গৃহে বা বনেতে থাকে, হা গৌরাঙ্গ! ব'লে ডাকে, নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ॥

(১৪) সদৈন্য-প্রার্থনা।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু! দয়া কর মোরে। তোমা বিনে কে দয়ালু জগত-সংসারে॥
পতিতপাবন হেতু তব অবতার। মো-সম পতিত প্রভু না পাইবে আর॥
হাহা প্রভু নিত্যানন্দ প্রেমানন্দ সুখি!। কৃপাবলোকন কর আমি বড় দুখী॥
দয়া কর সীতাপতি অদ্বৈত গোসাঞি। তব কৃপাবলে পাই চৈতন্যনিতাই॥
হাহা স্বরূপ সনাতন রূপ রঘুনাথ। ভট্টযুগ শ্রীজীব হা প্রভু লোকনাথ॥
দয়া কর শ্রীআচার্য্যপ্রভু শ্রীনিবাস। রামচন্দ্র-সঙ্গ মাগে নরোত্তমদাস॥

(১৫) বিলাপঃ।

যে আনিলা প্রেমধন করুণাপ্রচুর। হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য ঠাকুর॥
কাঁহা মোর স্বরূপ রূপ কাঁহা সনাতন। কাঁহা দাস রঘুনাথ পতিতপাবন॥
কাঁহা মোর ভট্টযুগ * কাঁহা কবিরাজ। এককালে কোথা গেলা গোরা নটরাজ॥
পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব। গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব॥
সে-সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈল বিলাস। সে-সঙ্গ না পাঞা কান্দে নরোত্তম দাস॥

(১৬) সদৈন্যবিলাপঃ।

হরি হরি! বড় শেল মরমে রহিল।
পাইয়া দুর্লভ তনু, শ্রীকৃষ্ণ-ভজন বিনু, জন্ম মোর বিফল হইল॥
ব্রজেন্দ্র-নন্দন হরি, নবদ্বীপে অবতরি, জগত ভরিয়া প্রেম দিল।
মুঞি সে পামরমতি, বিশেষে কঠিন অতি, তেঁই মোরে করুণা নহিল॥
স্বরূপ সনাতন রূপ, রঘুনাথ ভট্টযুগ, তাহাতে না হৈল মোর মতি।
দিব্য চিন্তামণি ধাম, বৃন্দাবন হেন স্থান, সেহ ধামে না কৈনু বসতি॥
বিশেষ বিষয়ে মতি, নহিল বৈষ্ণবে রতি, নিরন্তর খেদ উঠে মনে।
নরোত্তমদাস কহে, জীবার † উচিত নহে, শ্রীগুরুবৈষ্ণবসেবা বিনে॥

---

* ভট্টযুগ—শ্রীরঘুনাথ ভট্ট ও শ্রীগোপাল ভট্ট।

† জীবার—জীবিত থাকিবার।

(১৭) বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য।

ঠাকুর-বৈষ্ণব-পদ, অবনীর সম্পদ, শুন ভাই হঞা একমন।
আশ্রয় লইয়া ভজে ১, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে, আর সব ২ মরে অকারণ॥
বৈষ্ণব-চরণরেণু, ভূষণ করিয়া তনু, যার নাহি ত্রিভুবনে অন্ত।
বৈষ্ণব-চরণজল, কৃষ্ণভক্তি দিতে বল, আর কেহ নহে বলবন্ত॥
তীর্থজল পবিত্র গুণে, লিখিয়াছে পুরাণে, সে সব ভক্তির প্রপঞ্চন।
বৈষ্ণবের পাদোদক, সম নহে এই সব, যাতে হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥
বৈষ্ণব-সঙ্গেতে মন, আনন্দিত অনুক্ষণ, সদা হয় কৃষ্ণ-পরসঙ্গ৩।
দীন নরোত্তম কান্দে, হিয়া ধৈর্য্য নাহি বান্ধে, মোর দশা কেনে হৈল ভঙ্গ॥

(১৮) শ্রীবৈষ্ণবসমীপে প্রার্থনা।

ঠাকুর বৈষ্ণবগণ, করি এই নিবেদন, মো বড় অধম দুরাচার।
দারুণ-সংসার-নিধি ৪, তাহে ডুবাইল বিধি, কেশে ধরি মোরে কর পার॥
বিধি বড় বলবান, না শুনে ধরম জ্ঞান, সদাই করমপাশে বান্ধে।
না দেখি তারণলেশ৫, যত দেখি সব ক্লেশ, অনাথ কাতরে তেঞি কান্দে॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ, মদ অভিমান সহ, আপন আপন স্থানে টানে।
আমার ঐছন মন, ফিরে যেন অন্ধজন, সুপথ বিপথ নাহি মানে॥
না লইনু সত-মত৬, অসতে মজিল চিত, তুয়া৭ পদে না করিনু আশ।
নরোত্তমদাসে কয়, দেখে শুনে লাগে ভয়, তরাইয়া লহ নিজপাশ॥

১। আশ্রয় লইয়া ভজে—যিনি বৈষ্ণবচরণ আশ্রয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজন করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে কখনও ত্যাগ করেন না।

২। আর সব—যাঁহারা বৈষ্ণবচরণাশ্রয় না করে।

৩। কৃষ্ণপরসঙ্গ—শ্রীকৃষ্ণ-কথা-প্রসঙ্গ। ৪। সংসারনিধি—সংসার সমুদ্র।

৫। তারণলেশ—কিঞ্চিৎমাত্র তরিবার উপায়। ৬। সত-মত—সাধুভক্তগণের উপদেশ। ৭। তুয়া—তোমার, বৈষ্ণবের।

(১৯) শ্রীবৈষ্ণবসমীপে প্রার্থনা।

এইবার করুণা কর বৈষ্ণবগোসাঞি। পতিতপাবন তোমা বিনে কেহ নাই॥
কাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায়। এমন দয়াল প্রভু কেবা কোথা পায়॥
গঙ্গার পরশ হৈলে পশ্চাতে পাবন। 'দর্শনে পবিত্র কর' এই তোমার গুণ॥
হরিস্থানে অপরাধে তারে হরিনাম। তোমাস্থানে অপরাধে নাহিক এড়ান॥
তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ-বিশ্রাম। গোবিন্দ কহেন 'মম বৈষ্ণব পরাণ'॥
প্রতিজন্মে করি আশা চরণের ধূলি। নরোত্তমে কর দয়া আপনার বলি॥

(২০) শ্রীবৈষ্ণবসমীপে প্রার্থনা।

কিরূপে পাইব সেবা মুই দুরাচার। শ্রীগুরুবৈষ্ণবে রতি না হৈল আমার॥
অশেষ মায়াতে মন মগন হইল। বৈষ্ণবেতে লেশমাত্র রতি না জন্মিল॥
গলে ফাঁস দিতে ফিরে মায়া সে পিচাশী। বিষয়ে ভুলিয়া অন্ধ হৈনু দিবানিশি॥
ইহারে * করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। সাধুকৃপা বিনে আর নাহিক উপায়॥
অদোষ-দরশী প্রভু পতিত-উদ্ধার। এই বার নরোত্তমে করহ নিস্তার॥

(২১) দৈন্যবোধিকা।

হরি হরি! কি মোর করম অভাগ।
বিফলে জনম গেল, হৃদয়ে রহিল শেল, নাহি ভেল হরি-অনুরাগ॥
যজ্ঞ দান তীর্থস্নান, পুণ্যকর্ম্ম ধর্ম্ম জ্ঞান, অকারণে সব গেল মোহে †।
বুঝিলাম মনে হেন, উপহাস হয় যেন, বস্ত্রহীন অলঙ্কার দেহে॥
সাধুমুখে কথামৃত, ‡ শুনিয়া বিমল চিত, নাহি ভেল অপরাধ-কারণ।

---

* ইহারে—মায়াকে।

† ভক্তিহীন জনের যজ্ঞাদি সমস্ত কর্ম্মই যে নিষ্ফল, ভক্তিবিনম্রচিত্তে স্বীয় দৈন্য জ্ঞাপনচ্ছলে তাহাই সূচনা করিতেছেন,—"যজ্ঞ দান ··অলঙ্কার দেহে"।

‡ সাধুমুখে কৃষ্ণকথা শ্রবণেও যে চিত্ত-শোধন হয় না (দুর্ব্বাসনা নষ্ট হইয়া কৃষ্ণকথায় রুচি জন্মে না), তাহার কারণ—অপরাধ।

সতত অসত-সঙ্গ*, সকলি হইল ভঙ্গ, কি করিব আইলে শমন ॥
শ্রুতি স্মৃতি সদা রবে, শুনিয়াছি এই সবে, হরিপদ অভয় শরণ।
জনম লভিয়া সুখে, রাধাকৃষ্ণ বল মুখে, চিত্তে কর ওরূপ ভাবন ॥
রাধাকৃষ্ণ দুঁহু-পায়, তনু মন রহু তায়, আর দূরে যাউক বাসনা।
নরোত্তম দাস কয়, আর মোর নাহি ভয়, তনু মন সঁপিনু আপনা ॥

(২২) লালসাময়ী।

হরি হরি! আর কি এমন দশা হব।
এ ভব সংসার ত্যজি, পরম আনন্দে মজি, আর কবে ব্রজভূমে যাব ॥
সুখময় বৃন্দাবন, কবে হবে দরশন, সে ধূলি মাখিব কবে গায়।
প্রেমে গদ গদ হৈঞা, রাধাকৃষ্ণ নাম লৈঞা, কান্দিয়া বেড়াব উভরায়†
নিভৃত নিকুঞ্জে যাঞা, অষ্টাঙ্গে প্রণাম হঞা, ডাকিব হা রাধানাথ বলি।
কবে যমুনার তীরে, পরশ করিব নীরে, কবে পিব করপুটে তুলি ॥
আর কবে এমন হব, শ্রীরাসমণ্ডলে যাব, কবে গড়াগড়ি দিব তায়।
বংশীবটছায়া পাঞা, পরম আনন্দ হৈঞা, পড়িয়া রহিব তার ছায় ॥
কবে গোবর্দ্ধনগিরি, দেখিব নয়ন ভরি, রাধাকুণ্ডে কবে হবে বাস।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কবে, এ দেহ পতন হবে, আশা করে নরোত্তম দাস ॥

* সতত অসত-সঙ্গ—অসাধু অর্থাৎ ভক্তিহীন জনের সঙ্গ। অথবা অসৎ—অনিত্য, সঙ্গ—আসক্তি। অনিত্য দেহেতে আসক্তি। ভক্ত-ভক্তি-ভগবান্ এই তিন ভিন্ন যত কিছু সব অসৎ, সমস্ত অসৎসঙ্গের মূল দেহাসক্তি।

† উভরায়—উচ্চৈঃস্বরে।

(২৩) লালসাময়ী।

হরি হরি ! আর কবে পালটিবে দশা।
এ সব করিয়া বামে, যাব বৃন্দাবনধামে, এই মনে করিয়াছি আশা ॥
ধন জন পুত্র দারে, এ সব করিয়া দূরে, একান্ত হইয়া কবে যাব।
সব দুঃখ পরিহরি, ব্রজপুরে বাস করি, মাধুকরী মাগিয়া খাইব ॥
যমুনার জল যেন, অমৃত সমান হেন, কবে পিব উদর পূরিয়া।
কবে রাধাকুণ্ডজলে, স্নান করি কুতূহলে, শ্যামকুণ্ডে রহিব পড়িয়া ॥
ভ্রমিব দ্বাদশবনে, রসকেলি যে যে স্থানে, প্রেমে গড়াগড়ি দিব তাঁহা।
সুধাইব জনে জনে, ব্রজবাসিগণস্থানে, কহ আর লীলাস্থান কাঁহা ॥
ভোজনের স্থান কবে, নয়ন গোচর হবে, আর যত আছে উপবন।
তার মধ্যে বৃন্দাবন, নরোত্তমদাসের মন, আশা করে যুগল চরণ ॥

(২৪) লালসাময়ী।

করঙ্গ কৌপীন লঞা, ছেঁড়া কাঁথা গায়ে দিয়া, তেয়াগিয়া সকল বিষয়।
কৃষ্ণে অনুরাগ হবে, ব্রজের নিকুঞ্জে কবে, যাইয়া করিব নিজালয় ॥
হরি হরি ! কবে মোর হইবে সুদিন।
ফলমূল বৃন্দাবনে, খাব দিবা অবসানে, ভ্রমিব হইয়া উদাসীন ॥
শীতল যমুনাজলে, স্নান করি কুতূহলে, প্রেমাবেশে আনন্দিত হঞা।
বাহুর উপর বাহু তুলি, বৃন্দাবনে কুলি কুলি, কৃষ্ণ বলি বেড়াব কান্দিয়া ॥
দেখিব সংঙ্কেতস্থান, জুড়াবে তাপিত প্রাণ, প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিব।
কাঁহা রাধা প্রাণেশ্বরি, কাঁহা গিরিবরধারি, কাঁহা নাথ বলিয়া ডাকিব ॥
মাধবী-কুঞ্জর' পরি, সুখে বসি শুক সারী, গাইবেক রাধাকৃষ্ণ-রস।
তরুমূলে বসি তাহা, শুনি জুড়াইব হিয়া, কবে সুখে গোঙাব দিবস ॥
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ, শ্রীমতী রাধিকা সাথ, দেখিব রতন-সিংহাসনে।
দীন নরোত্তম দাস, করয়ে দুর্লভ আশ, এমতি হইবে কতদিনে ॥

(২৫) লালসাময়ী।

হরি হরি ! কবে হব বৃন্দাবনবাসী। নিরখিব নয়নে যুগল-রূপরাশি ॥
ত্যজিয়া শয়নসুখ বিচিত্র পালঙ্ক। কবে ব্রজের ধূলায় ধূসর হবে অঙ্গ ॥
ষড়রস-ভোজন দূরে পরিহরি। কবে ব্রজে মাগিয়া খাইব মাধুকরী ॥
পরিক্রমা করিয়া বেড়াব বনে বনে। বিশ্রাম করিব গিয়া যমুনাপুলিনে ॥
তাপ দূর করিব শীতল বংশীবটে। কবে কুঞ্জে বৈঠব হাম বৈষ্ণব-নিকটে ॥
নরোত্তম দাস কহে করি পরিহার। কবে বা এমন দশা হইবে আমার ॥

(২৬) লালসাময়ী।

আর কবে হেন দশা হব। ব্রজের ধূলা ভূষণ করিব ॥
আর কবে শ্রীরাসমণ্ডলে। গড়াগড়ি দিব কুতূহলে ॥
আর কবে গোবর্দ্ধনগিরি। দেখিব নয়নযুগ ভরি ॥
শ্যামকুণ্ডে রাধাকুণ্ডে স্নান। করি কবে জুড়াব পরাণ ॥
আর কবে যমুনার জলে। মজ্জন করিব কুতূহলে ॥
সাধুসঙ্গে বৃন্দাবনে বাস। নরোত্তম দাস করে আশ ॥

(২৭) শ্রীরূপ-রতি-রসমঞ্জরীষু প্রার্থনা।

রাধাকৃষ্ণ সেবোঁ মুঞি জীবনে মরণে। তাঁর স্থান তাঁর লীলা দেখোঁ রাত্রিদিনে ॥
যে স্থানে যে লীলা করে যুগলকিশোর। সখীর সঙ্গিনী হঞা তাহে হঙ ভোর ॥
শ্রীরূপমঞ্জরীপদ সেবোঁ নিরবধি। তাঁর পাদপদ্ম মোর মন্ত্র মহৌষধি ॥
শ্রীরতিমঞ্জরি দেবি ! কর মোরে দয়া। অনুক্ষণ দেহ মোরে পাদপদ্মছায়া ॥
শ্রীরসমঞ্জরি দেবি ! কর অবধান। অনুক্ষণ দেহ তুয়া পাদপদ্ম-ধ্যান ॥
বৃন্দাবনে নিত্য নিত্য যুগলবিলাস। প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস ॥

(২৮) শ্রীললিতাবিশাখাদিসখীবৃন্দে প্রার্থনা।

রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগলকিশোর। জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর॥
কালিন্দীর কূলে কেলি কদম্বের বন। রতনবেদীর উপর বসাব দু'জন॥
শ্যামগৌরী অঙ্গে দিব চুয়া-চন্দনের গন্ধ। চামর ঢুলাব কবে হেরিব মুখচন্দ্র॥
গাঁথিয়া মালতীমালা দিব দোঁহার গলে। অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর তাম্বূলে॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দ। আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভুর দাসের অনুদাস। সেবা অভিলাষ করে নরোত্তম দাস॥

(২৯) স্বাভীষ্টলালসা।

হরি হরি কবে মোর হইবে সুদিন। কেলিকৌতুকরঙ্গে করিব সেবন॥
ললিতা-বিশাখা-সনে, আর যত সখীগণে, মণ্ডলী করিয়া দোঁহ মেলি।
রাইকানু করে ধরি, নৃত্য করে ফিরি ফিরি, নিরখি গোঙাব কুতূহলী॥
অলস-বিশ্রাম-ঘরে, গোবর্দ্ধন গিরিবরে, রাইকানু করিবে শয়নে।
নরোত্তমদাসে কয়, এই যেন মোর হয়, অনুক্ষণ চরণসেবনে॥

(৩০) স্বাভীষ্টলালসা।

গোবর্দ্ধন গিরিবর, কেবল নির্জ্জন স্থল, রাইকানু করিবে শয়নে।
ললিতা-বিশাখা-সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে, সুখময় রাতুল চরণে॥
কনকসম্পুট করি, কর্পূর তাম্বূল ভরি, যোগাইব বদনকমলে।
মণিময় কিঙ্কণী, রতননূপুর আনি, পরাইব চরণযুগলে॥
কনক-কটোরা পূরি, সুগন্ধি চন্দন বুরি, দোঁহাকার শ্রীঅঙ্গে ঢালিব।
গুরুরূপা-সখী-বামে, ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম-ঠামে, চামরের বাতাস করিব *॥

---

* গুরুরূপা-সখী-বামে······বাতাস করিব। "গুরুরূপা-সখী-বামে" পদটি শ্লিষ্ট। বহুব্রীহি ও ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসে ইহার অর্থ-সঙ্গতি হইবে।

দোঁহার কমল আঁখি, পুলক হইয়া দেখি, দুঁহুপদ পরশিব করে।
চৈতন্যদাসের দাস, সদা এই অভিলাষ, নরোত্তমদাসে সদা স্ফুরে ॥

(৩১) লালসাময়ী।

হরি হরি! আর কি এমন দশা হব।
কবে বৃষভানুপুরে, আহীরী-গোপের ঘরে, তনয়া হইয়া জনমিব ॥
যাবটে আমার কবে, এপাণি-গ্রহণ হবে, বসতি করিব কবে তায়।

যথা—[যে কৃষ্ণপ্রেম গুরুরও গুরুত্ব-প্রকাশক, সেই কৃষ্ণপ্রেমের পরম আশ্রয় শ্রীরাধিকা। এই শ্রীরাধিকার সর্ব্বোত্তম প্রেমকে, সর্ব্বারাধ্য রসিকেন্দ্র-মৌলি শ্রীকৃষ্ণও গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন—("রাধিকার প্রেম গুরু আমি শিষ্য নট * * * যাহা হৈতে গুরু বস্তু নাহি সুনিশ্চিত"—শ্রীচৈ. চ.)। অতএব সেই সর্ব্বোত্তমপ্রেমবতী বা মহাভাবস্বরূপিনী শ্রীরাধিকা গুরু-স্বরূপা অর্থাৎ সর্ব্বারাধ্যা বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা।] "গুরুরূপা—শ্রেষ্ঠরূপা সখা শ্রীরাধা যাঁহার বামে" (বহুব্রী.), এরূপ ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম-ঠাম শ্রীকৃষ্ণকে, আমি "গুরুরূপা মঞ্জরীর বামে" (ষষ্ঠীতৎ.) থাকিয়া চামরের বাতাস করিব। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়, শ্রীরাধাকৃষ্ণের শয়নাবস্থায় এ প্রার্থনাটী করিয়াছেন; যেহেতু প্রথমেই বলিয়াছেন "গোবর্দ্ধন গিরিবর......রাইকানু করিবে শয়নে"। অতএব 'গোবর্দ্ধনধারী' বলিলে যেমন শ্রীকৃষ্ণের একটি নাম বুঝায়, কিন্তু তখন গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া রহিয়াছেন এরূপ অবস্থা বুঝায় না, সেইরূপ 'ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমঠাম' শব্দে এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের একটি নাম বুঝিতে হইবে, ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমঠামে দণ্ডায়মান অবস্থা নহে (* * * কর্ম্মভি র্গোবর্দ্ধনোদ্ধরণ-ত্রিভঙ্গললিতেতি। শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।২।৩০ শ্লোকের সারার্থ-দর্শিনী টীকায় ব্যাখ্যাত আছে—কর্ম্মদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নাম গোবর্দ্ধনোদ্ধরণ, ত্রিভঙ্গ-ললিত ইত্যাদি)।

সখীর পরম শ্রেষ্ঠ, যে তাহার হয় প্রেষ্ঠ*, সেবন করিব তার পায় ॥
তেঁহ কৃপাবান হৈঞা, রাতুল চরণে লৈঞা, আমারে করিবে সমর্পণ।
সফল হইবে দশা, পূরিবে মনের আশা, সেবি দুঁহার যুগল চরণ ॥
বৃন্দাবনে দুইজন, চতুর্দ্দিকে সখীগণ, সেবন করিব অবশেষে।
সখীগণ চারিভিতে, নানা যন্ত্র লঞা হাতে, দেখিব মনের অভিলাষে ॥
দোঁহ-চন্দ্রমুখ দেখি, জুড়াবে তাপিত আঁখি, নয়নে বহিবে অশ্রুধার।
বৃন্দার আদেশ পাব, দোঁহার নিকটে যাব, হেন দিন হইবে আমার ॥
শ্রীরূপ-মঞ্জরী সখী, মোরে অনাথিনী দেখি, রাখিবে রাতুল দুটি পায়।
নরোত্তমদাসে ভণে, প্রিয়নর্ম্মসখীগণে, কবে দাসী করিবে আমায় ॥

(৩২) লালসাময়ী।

হরি ! আর কি এমন দশা হব।
ছাড়িয়া পুরুষদেহ, কবে বা প্রকৃতি হব, দুঁহু অঙ্গে চন্দন পরাব ॥
টানিয়া বান্ধিব চূড়া, নব গুঞ্জাহারে বেড়া, নানা ফুলে গাঁথি দিব হার।
পীতবসন অঙ্গে, পরাইব সখীসঙ্গে, বদনে তাম্বূল দিব আর।
দুঁহু-রূপ মনোহারী, দেখিব নয়ন ভরি, নীলাম্বরে রাই সাজাইয়া।
নবরত্ন-জরি আনি, বান্ধিব বিচিত্র বেণী, তাহে ফুল মালতী গাঁথিয়া ॥
সে না রূপমাধুরী, দেখিব নয়ন ভরি, এই করি মনে অভিলাষ।
জয় রূপ সনাতন, দেহ মোরে এই ধন, নিবেদয়ে নরোত্তম দাস ॥

(৩৩) লালসাময়ী।

হা হা প্রভু কর দয়া করুণা-সাগর। মিছে মায়াজালে তনু দহিছে আমার ॥
কবে হেন দশা হবে সখীসঙ্গ পাব। বৃন্দাবনে ফুল গাঁথি দোঁহাকে পরাব ॥

---

* "সখীর……প্রেষ্ঠ"—সখীগণমধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা শ্রীললিতা, তাহার প্রেষ্ঠ—প্রিয়তমা শ্রীরূপমঞ্জরী।

সম্মুখে রহিয়া কবে চামর ঢুলাব। অগুরু-চন্দন-গন্ধ দোঁহ অঙ্গে দিব॥
সখীর আজ্ঞায় কবে তাম্বূল যোগাব। সিন্দূর-তিলক কবে দোঁহাকে পরাব॥
বিলাস-কৌতুক-কেলি দেখিব নয়নে। চন্দ্রমুখ নিরখিব বসায়ে সিংহাসনে॥
সদা সে মাধুরী দেখি মনের লালসে। কতদিনে হবে দয়া নরোত্তম দাসে॥

(৩৪) মাথুরবিরহোচিতদর্শন-লালসাময়ী।

কবে কৃষ্ণধন পাব, হিয়ার মাঝারে থোব, জুড়াইব এ পাপ-পরাণ।
সাজাইয়া দিব হিয়া, বসাইব প্রাণ-প্রিয়া, নিরখিব সে চন্দ্রবয়ান॥
হে সজনি! কবে মোর হইবে সুদিন।
সে প্রাণনাথের সঙ্গে, কবে বা ফিরিব রঙ্গে, সুখময় যমুনা-পুলিন॥
ললিতা বিশাখা নিয়া, তাঁহারে ভেটিব গিয়া, সাজাইব নানা উপহার।
সদয় হইয়া বিধি, মিলাইবে গুণনিধি, হেন ভাগ্য হইবে আমার॥
দারুণ বিধির নাট, ভাঙ্গিল প্রেমের হাট, তিলমাত্র না রাখিল তার।
কহে নরোত্তমদাস, কি মোর জীবনে আশ, ছাড়ি গেল ব্রজেন্দ্রকুমার॥

(৩৫) লালসাময়ী।

এইবার পাইলে দেখা চরণ দুখানি। হিয়ার মাঝারে রাখি জুড়াব পরাণী॥
তাঁরে না দেখিয়া মোর মনে বড় তাপ। অনলে পশিব কিম্বা জলে দিব ঝাঁপ॥
মুখের মুছাব ঘাম খাওয়াব পানগুয়া। ঘামেতে বাতাস দিব চন্দনাদি চুয়া॥
বৃন্দাবনের ফুলেতে গাঁথিয়া দিব হার। বিনাইয়া বান্ধিব চূড়া কুন্তলের ভার॥
কপালে তিলক দিব চন্দনের চাঁদ। নরোত্তমদাস কহে পিরীতের ফাঁদ॥

(৩৬) খেদোক্তিঃ।

হরি হরি! কি মোর করম অনুরত।
বিষয়ে কুটিল মতি, সৎসঙ্গে না হইল রতি, কিসে আর তরিবার পথ॥
স্বরূপ সনাতন রূপ, রঘুনাথ ভট্টযুগ, লোকনাথ সিদ্ধান্ত-সাগর।

শুনিতাম সে সব কথা, ঘুচিত মনের ব্যথা, তবে ভাল হইত অন্তর॥
যখন গৌর নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ, নদীয়া নগরে অবতার।
তখন না হৈল জন্ম, এবে দেহে কিবা কর্ম্ম, মিছা মাত্র বহি ফিরি ভার॥
হরিদাস আদি বুলে, মহোৎসব আদি করে, না হেরিনু সে সুখবিলাস।
কি মোর দুঃখের কথা, জনম গোঙানু বৃথা, ধিক্ ধিক্ নরোত্তম দাস॥

(৩৭) সিদ্ধদেহেন শ্রীপ্রাণেশ্বর্য্যাং সাক্ষাদ্বিজ্ঞপ্তিঃ।

প্রাণেশ্বরি! এইবার করুণা কর মোরে।
দশনেতে তৃণ ধরি, অঞ্জলি মস্তকে করি, এই জন নিবেদন করে॥
প্রিয়-সহচরী-সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে, অঙ্গে বেশ করিবেক সাধে।
রাখ এই সেবাকাজে, নিজ-পদ-পঙ্কজে, প্রিয়-সহচরীগণ-মাঝে॥
সুগন্ধি চন্দন, মণিময় আভরণ, কৌষিক বসন নানা রঙ্গে।
এই সব সেবা যাঁর, দাসী যেন হও তাঁর, অনুক্ষণ থাকি তাঁর সঙ্গে॥
জল সুবাসিত করি, রতনভৃঙ্গারে ভরি, কর্পূরবাসিত গুয়া পান।
এ সব সাজাইয়া ডালা, লবঙ্গমালতী মালা, ভক্ষ্যদ্রব্য নানা অনুপাম॥
সখীর ইঙ্গিত হবে, এ সব আনিয়া কবে, যোগাইব ললিতার কাছে।
নরোত্তম দাস কয়, এই যেন মোর হয়, দাঁড়াইয়া রহু সখীর পাছে॥

(৩৮) সাক্ষাৎ-সেবা-প্রার্থনা।

অরুণকমলদলে, শেজ বিছাইব, বসাইব কিশোর কিশোরী।
অলকা-আবৃত মুখ, পঙ্কজ মনোহর, মরকতশ্যাম হেমগৌরী॥
প্রাণেশ্বরি! কবে মোরে হবে কৃপাদিঠি।
আজ্ঞায় আনিয়া কবে, বিবিধ ফুলবর, শুনিব বচন দুঁহু মিঠি॥
মৃগমদ তিলক, সসিন্দূর বনাওব, লেপব চন্দন-গন্ধে।
গাঁথি মালতী ফুল, হার পহিরাওব, ধাওয়াব মধুকরবৃন্দে॥

ললিতা কবে মোরে বীজন দেওয়ব, বীজব মারুত মন্দে।
শ্রমজল সকল, মিটব দুঁহু-কলেবর, হেরব পরম আনন্দে॥
নরোত্তমদাস, আশ পদপঙ্কজ, সেবনমাধুরী-পানে।
হোয়ব হেন দিন, না দেখিয়ে কোন চিহ্ন, দুঁহুজন হেরব নয়ানে॥

(৩৭) লালসাময়ী।

কুসুমিত বৃন্দাবনে, নাচত শিখিগণে, পিককুল ভ্রমর ঝঙ্কারে।
প্রিয় সহচরী সঙ্গে, গাইয়া যাইবে রঙ্গে, মনোহর নিকুঞ্জ-কুটিরে॥
হরি হরি! মনোরথ ফলিবে আমারে।
দুহুঁক মন্থর গতি, কৌতুকে হেরব অতি, অঙ্গ ভরি পুলক অন্তরে॥
চৌদিকে সখীর মাঝে, রাধিকার ইঙ্গিতে, চিরুণী লইয়া করে করি।
কুটিল কুন্তল সব, বিথারিয়া আঁচরব, বনাইব বিচিত্র কবরী॥
মৃগমদ মলয়জ, সব অঙ্গে লেপব, পরাইব মনোহর হার।
চন্দন-কুঙ্কুমে, তিলক বনাইব, হেরব মুখ-সুধাকর॥
নীল পট্টাম্বর, যতনে পরাইব, পায়ে দিব রতন-মঞ্জীরে।
ভৃঙ্গারের জলে রাঙ্গা, চরণ ধোয়াইব, মুছব আপন চিকুরে॥
কুসুম-কমলদলে, শেজ বিছাইব, শয়ন করাব দোঁহাকারে।
ধবল চামর আনি, মৃদু মৃদু বীজব, ছরমিত দুঁহুক শরীরে॥
কনক-সম্পুট করি, কর্পূর তাম্বূল ভরি, যোগাইব দোঁহার বদনে।
অধর-সুধারসে, তাম্বূল সুবাসে, ভোখব অধিক যতনে॥
শ্রীগুরু করুণা-সিন্ধু, লোকনাথ দীনবন্ধু, মুই দীনে কর অবধান।
রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন, প্রিয়নর্ম্মসখীগণ, নরোত্তম মাগে এই দান॥

(৪০) লালসাময়ী।

হরি হরি ! কবে মোর হইবে সুদিন।

গোবর্দ্ধন-গিরিবরে, পরম নিভৃত ঘরে, রাই কানু করাব শয়ন॥
ভৃঙ্গারের জলে রাঙ্গা, চরণ ধোয়াইয়া, মুছব আপন চিকুরে।
কনকসম্পুট করি, কর্পূর তাম্বূল পূরি, যোগাইব দুঁহুক অধরে॥
প্রিয়-সখীগণ-সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে, চরণ সেবিব নিজ করে।
দুঁহুক কমল-দিঠি, কৌতুকে হেরব মিঠি, দুঁহু অঙ্গ পুলক অন্তরে॥
মল্লিকা মালতী যূঁথি, নানা ফুলে মালা গাঁথি, কবে দিব দোঁহার গলায়।
সোণার কটোরা করি, কর্পূর চন্দন ভরি, কবে দিব দোঁহাকার গায়॥
আর কবে এমন হব, দুঁহু-মুখ নিরখিব, লীলারস নিকুঞ্জশয়নে।
শ্রীকুন্দলতার সঙ্গে, কেলি-কৌতুক-রঙ্গে, নরোত্তম করিবে শ্রবণে॥

(৪১) লালসাময়ী।

প্রভু হে ! এইবার করহ করুণা।

যুগল চরণ দেখি, সফল করিব আঁখি, এই মোর মনের কামনা॥
নিজ-পদ-সেবা দিবা, নাহি মোরে উপেখিবা, দুঁহু পঁহু করুণা-সাগর।
দুঁহু বিনু নাহি জানোঁ, এই বড় ভাগ্য মানোঁ, মুই বড় পতিত পামর॥
ললিতা-আদেশ পাঞা, চরণ সেবিব যাঞা, প্রিয়সখী-সঙ্গে হর্ষমনে।
দুঁহু দাতা-শিরোমণি, অতি দীন মোরে জানি, নিকটে চরণ দিবে দানে॥
পাব রাধাকৃষ্ণ-পা, ঘুচিবে মনের ঘা, দূরে যাবে এসব বিকল।
নরোত্তমদাসে কয়, এই বাঞ্ছা সিদ্ধি হয়, দেহ প্রাণ সকল সফল॥

(৪২) লালসাময়ী।

শ্রীরূপমঞ্জরী-পদ, সেই মোর সম্পদ, সেই মোর ভজন পূজন।
সেই মোর প্রাণধন, সেই মোর আভরণ, সেই মোর জীবনের জীবন॥

সেই মোর রসনিধি, সেই মোর বাঞ্ছাসিদ্ধি, সেই মোর বেদের ধরম।
সেই ব্রত সেই তপ, সেই মোর মন্ত্রজপ, সেই মোর ধরম করম॥
অনুকূল হবে বিধি, সে পদে হইবে সিদ্ধি, নিরখিব এ দুই নয়নে।
সে রূপ-মাধুরী-রাশি, প্রাণ-কুবলয়-শশী, প্রফুল্লিত হবে নিশিদিনে॥
তুয়া-অদর্শন-অহি, গরলে জারল দেহি, চিরদিন তাপিত জীবন।
হা হা প্রভু! কর দয়া, দেহ মোরে পদ-ছায়া, নরোত্তম লইল শরণ

(৪৩) লালসাময়ী।

শুনিয়াছি সাধুমুখে বলে সর্ব্বজন। শ্রীরূপ-কৃপায় মিলে যুগল চরণ॥
হা হা প্রভু সনাতন গৌর-পরিবার! সবে মিলি বাঞ্ছা পূর্ণ করহ আমার॥
শ্রীরূপের কৃপা যেন আমা প্রতি হয়। সে পদ আশ্রয় যার সে-ই মহাশয়॥
*প্রভু লোকনাথ কবে সঙ্গে লঞা যাবে। শ্রীরূপের পাদপদ্মে মোরে সমর্পিবে॥
হেন কি হইবে মোর—নর্ম্ম সখীগণে। অনুগত নরোত্তমে করিবে শাসনে॥

(৪৪) লালসাময়ী।

এই নব দাসী বলি শ্রীরূপ চাহিবে। হেন শুভক্ষণ মোর কতদিনে হবে॥
শীঘ্র আজ্ঞা করিবেন 'দাসি হেথা আয়'। সেবার সুসজ্জাকার্য্য করহ ত্বরায়॥
আনন্দিত হঞা হিয়া তাঁর আজ্ঞাবলে। পবিত্র মনেতে কার্য্য করিব তৎকালে॥
সেবার সামগ্রী রত্নথালেতে করিয়া। সুবাসিত বারি স্বর্ণঝারিতে পুরিয়া॥
দোঁহার সম্মুখে লঞা দিব শীঘ্র গতি। নরোত্তমের দশা কবে হইবে এমতি॥

* শ্রীগুরূপদিষ্ট সিদ্ধদেহ বা মঞ্জরীস্বরূপ প্রাপ্তির পর, শ্রীগুরুকৃপায় যে প্রকারে শ্রীরাধামাধবের সাক্ষাৎ-প্রেমসেবা লাভ হইবে, তিনটী প্রার্থনা দ্বারা তাহার ক্রম বলিতেছেন; যথা—"প্রভু লোকনাথ কবে সঙ্গে লঞা যাবে… …নরোত্তমে সেবায় দিবে নিযুক্ত করিয়া।"

(৪৫) লালসাময়ী।

শ্রীরূপ-পশ্চাতে আমি রহিব ভীত হঞা। দোঁহে পুন কহিবেন আমাপানে চাঞা।
সদয়হৃদয়ে দোঁহে কহিবেন হাসি। কোথায় পাইলে রূপ! এই নব দাসী॥
শ্রীরূপমঞ্জরী তবে দোঁহ-বাক্য শুনি। মঞ্জুলালী দিল মোরে এই দাসী আনি॥
অতি নম্রচিত্ত আমি ইহারে জানিল। সেবাকার্য্য দিয়া তবে হেথায় রাখিল॥
হেন তত্ত্ব দোঁহাকার সাক্ষাতে কহিয়া। নরোত্তমে সেবায় দিবে নিযুক্ত করিয়া॥

(৪৬) শ্রীগুরুসমীপে স্বাভীষ্ট-প্রার্থনা।

হা হা প্রভু লোকনাথ রাখ পদদ্বন্দ্বে। কৃপাদৃষ্টে চাহ যদি হইয়া আনন্দে॥
মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি তবে পূর্ণ হও তৃষ্ণ। হেথায় চৈতন্য মিলে সেথা রাধাকৃষ্ণ॥
তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আর। মনের বাসনা পূর্ণ কর এইবার॥
এ তিন সংসারে মোর আর কেহ নাই। কৃপা করি নিজ পদতলে দেহ ঠাঁই॥
রাধাকৃষ্ণলীলাগুণ গাও রাত্রিদিনে। নরোত্তম-বাঞ্ছা পূর্ণ নহে তুয়া বিনে॥

(৪৭) শ্রীগুরুসমীপে স্বাভীষ্টপ্রার্থনা।

লোকনাথ প্রভু তুমি দয়া কর মোরে। রাধাকৃষ্ণলীলা যেন সদা চিত্তে স্ফুরে॥
তোমার সহিতে থাকি সখীর সহিতে। এই ত বাসনা মোর সদা উঠে চিতে॥
সখীগণ-জ্যেষ্ঠ যেঁহ তাঁহার চরণে। মোরে সমর্পিবে কবে সেবার কারণে॥
তবে সে হইবে মোর বাঞ্ছিত পূরণ। আনন্দে সেবিব দোঁহার যুগল চরণ॥
শ্রীরূপমঞ্জরি সখি! কৃপাদৃষ্টে চাঞা। তাপী নরোত্তমে সিঞ্চ সেবামৃত দিয়া॥

(৪৮) লালসাময়ী।

হরি হরি! কবে হেন দশা হবে মোর॥ সেবিব দোঁহার পদ আনন্দে বিভোর॥
ভ্রমর হইয়া সদা রহিব চরণে। শ্রীচরণামৃত সদা করিব আস্বাদনে॥
এই আশা করি আমি যত সখীগণ!। তোমাদের কৃপায় হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥

বহুদিন বাঞ্ছা করি, পূর্ণ যাতে হয়। সবে মেলি দয়া কর হইয়া সদয়॥
সেবা-আশে নরোত্তম কান্দে দিবানিশি। দয়া করি কর মোরে অনুগতদাসী॥

(৪৯) লালসাময়ী।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
কৃপা করি সবে মেলি করহ করুণা। অধম পতিত জনে না করিহ ঘৃণা॥
এ তিন সংসারমাঝে তুয়াপদ সার। ভাবিয়া দেখিনু মনে গতি নাহি আর॥
সে পদ পাবার আশে খেদ উঠে মনে। ব্যাকুল হৃদয়ে সদা করিয়ে ক্রন্দনে॥
কিরূপে পাইব কিছু না পাই সন্ধান। প্রভু-লোকনাথ-পদ নাহিক স্মরণ॥
তুমি ত দয়াল প্রভু চাহ একবার। নরোত্তম-হৃদয়ের ঘুচাও অন্ধকার॥

(৫০) খেদোক্তিঃ।

গোরা পঁহু না ভজিয়া মৈনু। প্রেম-রতন-ধন হেলায় হারাইনু॥
অধনে যতন করি ধন তেয়াগিনু। আপন করম-দোষে আপনি ডুবিনু॥
সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস। তে কারণে লাগিল যে কর্ম্মবন্ধ ফাঁস॥
বিষয় বিষম বিষ সতত খাইনু। গৌরকীর্ত্তনরসে মগন না হৈনু॥
কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ পাইয়া। নরোত্তমদাস কেন না গেল মরিয়া॥

(৫১) শ্রীশ্রীযুগলবিলাস-স্ফূর্ত্তি-লালসা।

*বৃন্দাবন রম্য স্থান, দিব্য চিন্তামণি ধাম, রতনমন্দির মনোহর।
আবৃত কালিন্দী-নীরে, রাজহংস কেলি করে, কুবলয় কনক উৎপল॥

* শ্রীবৃন্দাবনীয় মহাযোগপীঠ। যথা—দিব্যচিন্তামণিময়ধাম শ্রীবৃন্দাবন-মধ্যে মনোহর রত্নমন্দির, তন্মধ্যে স্বর্ণময় ভূমিতে পদ্মরাগমণি নির্ম্মিত অষ্টদল কমলাকৃতি মহাযোগপীঠ; তাহার অষ্ট দলে শ্রীললিতাদি অষ্ট প্রধানা সখী, সেই কমলকর্ণিকার মধ্যে রত্নসিংহাসনে শ্রীরাধাশ্যামসুন্দর যুগলিত অবস্থায় হাস্য পরিহাসাদি করিতেছেন। ঐরূপভাবে যোগপীঠে মিলিত শ্রীযুগলকিশোরের স্ফূর্ত্তি প্রার্থনা করিতেছেন।

তার মধ্যে হেম-পীঠ, অষ্টদলেতে বেষ্টিত, অষ্টদলে প্রধানা নায়িকা।
তার মধ্যে রত্নাসনে, বসি আছেন দুইজনে, শ্যামসঙ্গে সুন্দরী রাধিকা॥
ওরূপ লাবণ্যরাশি, অমিয় পড়িছে খসি, হাস্যপরিহাস-সম্ভাষণে।
নরোত্তমদাস কয়, নিত্যলীলা সুখময়, সদায়ই স্ফূরুক মোর মনে॥

(৫২)

কদম্বতরুর ডাল, নামিয়াছে ভূমে ভাল, ফুটিয়াছে ফুল সারি সারি।
পরিমলে ভরল, সকল বৃন্দাবন, কেলি করে ভ্রমরা ভ্রমরী॥
রাইকানু বিলাসই রঙ্গে।
কিবা রূপলাবণি, বৈদগধি-খনি ধনি, মণিময় আভরণ অঙ্গে॥
রাধার দক্ষিণ কর, ধরি প্রিয় গিরিধর, মধুর মধুর চলি যায়।
আগে পাছে সখিগণ, করে ফুল বরিষণ, কোন সখী চামর ঢুলায়॥
পরাগে ধূসর স্থল, চন্দ্রকরে সুশীতল, মণিময় বেদীর উপরে।
রাইকানু কর যোড়ি, নৃত্য করে ফিরি ফিরি, পরশে পুলকে তনু ভরে॥
মৃগমদ চন্দন, করে করি সখীগণ, বরিখয়ে ফুল গন্ধরাজে।
শ্রমজল বিন্দু বিন্দু, শোভা করে মুখ-ইন্দু, অধরে মুরলী নাহি বাজে॥
হাস-বিলাস-রস, সরস মধুর ভাষ, নরোত্তম-মনোরথ ভরু।
দুঁহুক বিচিত্র বেশ, কুসুমে রচিত কেশ, লোচন-মোহন লীলা করু॥

(৫৩)

আজি রসে বাদর নিশি। প্রেমে ভাসল সব বৃন্দাবনবাসী॥
শ্যামঘন বরিখয়ে প্রেমসুধা-ধার। কোরে রঙ্গিনী রাধা বিজুরী-সঞ্চার॥
প্রেমে পিছল পথ গমন ভেল বঙ্ক। মৃগমদ-চন্দন-কুঙ্কুমে ভেল পঙ্ক॥
দিগ বিদিগ নাহি—প্রেমের পাথার। ডুবিল নরোত্তম না জানে সাঁতার॥

ইতি শ্রীল নরোত্তমদাসঠাকুর মহাশয়কৃত-প্রার্থনা সম্পূর্ণা॥

ইতি শ্রীসাধনভক্তি-চন্দ্রিকায়াং নিত্যকৃত্য-পরিশিষ্টো নাম দ্বিতীয়ঃ প্রকাশঃ।

তৃতীয়ঃ প্রকাশঃ।

:০:

(মন্ত্রার্থ-দীপিকা।)

অথ কামবীজার্থঃ।

শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রসাদেন বীজস্য হ্যর্থ-দীপিকা।
বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-নাম্নাপি ক্রিয়তে ময়া ॥১॥

দীব্যদ্-বৃন্দারণ্য-কল্পদ্রুমাধঃ শ্রীমদ্রত্নাগার-সিংহাসনস্থৌ।
শ্রীমদ্রাধা-শ্রীলগোবিন্দদেবৌ প্রেষ্ঠালিভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥

আমি বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তী-নামক একজন ক্ষুদ্র ব্যক্তি হইয়াও শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপাতে কামবীজার্থ-দীপিকা প্রকাশ করিতেছি।১।

[নিখিল-রস-শিরোমণি-শৃঙ্গার-ময়-বিগ্রহ গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-সেবা লাভ করিবার প্রধান উপাসনা মন্ত্র—'কামবীজ-কামগায়ত্রী।" তাহাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আছে,—"বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন। কামবীজ-কামগায়ত্র্যে যাঁর উপাসন॥" ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ও তদুপাসনা-মন্ত্র কামগায়ত্রী পরস্পর ভিন্ন নহে, স্বরূপে একই। পরম-কারুণিক রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি বৃন্দাবন-বিহারী শ্রীকৃষ্ণই নিখিল-জীবের হৃদয়-ক্ষেত্রে স্ববিষয়ক (শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তি-নিমিত্তক) বাসনারূপ কল্প-লতিকা রোপণ করিবার নিমিত্ত, এই কামবীজ-কামগায়ত্রী-রূপে বিরাজিত আছেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে উক্ত আছে,—"কামগায়ত্রী-মন্ত্র-রূপ, হয় কৃষ্ণের স্বরূপ, সার্দ্ধ-চব্বিশ অক্ষর তার হয়। সে অক্ষর চন্দ্র হয়, কৃষ্ণে করি

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণয়োর্বীজাভিধানম্।

রাসোল্লাস তন্ত্রে।—

কামবীজাত্মকঃ কৃষ্ণো রতিবীজাত্মিকা রাধা।
তয়োঃ সংকীর্ত্তনাদেব রাধাকৃষ্ণৌ প্রসীদতঃ ॥২॥

তত্রাদৌ কামবীজার্থঃ।—কামানাং স্বাভিলাষাণাঞ্চ বীজং। যদ্বা কামোদ্দীপনস্য বীজং। অথবা কামৈঃ পূর্ণং বীজং কামবীজং ॥৩॥

উদয় 'ত্রিজগৎ কৈল কাম-ময়' ॥" যাহা শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির প্রধান উপাসনা-মন্ত্র—যাহা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ হইতে অভিন্ন—যাহার প্রত্যেক পদ, প্রত্যেক শব্দ ও প্রত্যেক বর্ণ, একমাত্র উপাস্যদেবতা ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণকেই নির্দ্দেশ করিতেছে, সেই কামবীজ-কামগায়ত্রীর অর্থ বিশেষরূপে অবগত না থাকিলে, শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তি সুদূর পরাহত। এজন্য পরমকৃপালু পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-মহাশয়, সাক্ষাৎ শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর কৃপা-নির্দেশ প্রাপ্ত হইয়া জগতের কল্যাণের নিমিত্ত, এই কামবীজ-কামগায়ত্রীর অর্থ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। শ্রী ব্রজেন্দ্র-নন্দনের প্রেমসেবা লিপ্সু সাধকগণের পক্ষে, এই কামগায়ত্রীর অর্থ অবগত থাকা নিতান্ত আবশ্যক। প্রতিদিন কামগায়ত্রী জপ করিবার সময় সঙ্গে সঙ্গে এই অর্থ স্মরণ করা কর্ত্তব্য; যেহেতু—অর্থ-চিন্তা-সহকারে মন্ত্রজপ করাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়।]

অনন্তর শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বীজসংজ্ঞত্ব বর্ণিত হইতেছে। রাসোল্লাস-তন্ত্রে বর্ণিত আছে,—শ্রীকৃষ্ণ কামবীজরূপে এবং শ্রীরাধা রতিবীজরূপে প্রকটিত আছেন; এজন্য 'ক্লীঁ' এই কামবীজ এবং 'শ্রীঁ' এই রতিবীজ কীর্ত্তন করিলেই শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা প্রসন্ন হইয়া থাকেন ।২। এই উভয়বিধ বীজের মধ্যে কামবীজের অর্থ লিখিত হইতেছে। যথা—কাম অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক অভিলাষের বীজই কামবীজ। অথবা শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক কাম (অভিলাষ) উদ্দীপন করিবার বীজের নাম কামবীজ। অথবা

কামবীজ-লক্ষণঃ

গৌতমীয়ে।

বিনা বীজেন মন্ত্রাণাং বিফলং জায়তে ফলং।
পঞ্চালঙ্কারসংযুক্তং বীজন্তু পরমাদ্ভুতং॥
ককারশ্চ লকারশ্চ ঈকারশ্চার্দ্ধচন্দ্রকঃ।
চন্দ্রবিন্দুশ্চ তদ্‌যুক্তং কামবীজমুদাহৃতং॥৪।

ক্লীমিতি কামবীজমেকাক্ষরম্। অস্যার্থো বৃহদ্‌গৌতমীয়ে।—

ক্লীঙ্কারাদসৃজদ্বিশ্বমিতি প্রাহ শ্রুতেঃ শিরঃ।
লকারাৎ পৃথিবী জাতা ককারাজ্জল-সম্ভবঃ।
ঈকারাদ্বহ্নিরুৎপন্নো নাদাদ্বায়ুরজায়ত।
বিন্দোরাকাশ-সম্ভূতিরিতি ভূতাত্মকো মনুঃ॥৫॥
ককারঃ পুরুষঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
ঈকারঃ প্রকৃতীরাধা নিত্যবৃন্দাবনেশ্বরী।
লশ্চানন্দাত্মকং প্রেম-সুখং তয়োশ্চ কীর্ত্তিতং।
চুম্বনানন্দ-মাধুর্য্যং নাদবিন্দুঃ সমীরিতঃ॥৬॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিনিমিত্তক নিখিল কাম (অভিলাষ) পরিপূর্ণ বীজই কামবীজ বলিয়া অভিহিত।৩।

কামবীজের লক্ষণ বর্ণিত হইতেছে। গৌতমীয়তন্ত্রে উক্ত আছে,—যে সকল মন্ত্র বীজহীন, তাহা জপ করিলে কোন ফল লাভ হয় না। যত প্রকার বীজ আছে, তন্মধ্যে পঞ্চালঙ্কার (ককার-লকারাদি) সংযুক্ত এই কামবীজই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ককার, লকার, ঈকার, অর্দ্ধচন্দ্র ও চন্দ্রবিন্দু-সমন্বিত বীজই কামবীজ বলিয়া প্রসিদ্ধ।৪। 'ক্লীঁ' এই একাক্ষর বীজকে কামবীজ বলে। ইহার অর্থ লিখিত হইতেছে। বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্রে বর্ণিত আছে,—উপনিষদ্ বলেন,—শ্রীভগবান্ 'ক্লীঁ'

অথ কামবীজস্য শ্রীবিগ্রহাত্মকত্বম্।

সনৎকুমারসংহিতায়াং—

অথ কামবীজস্য শরীরং শ্রীবিগ্রহাত্মকং।
শ্রীকৃষ্ণশরীরাভিন্নান্যক্ষরাণি ক্রমাৎ শৃণু।
ককারেণ শিরো ভালো ভ্রূর্নাসা নেত্রকর্ণকৌ।
লকারেণ ভবেদ্‌গণ্ড স্তদন্তো হনুরূপকঃ।
চিবুকোঽথ গ্রীবা চৈব কণ্ঠঃ পৃষ্ঠঞ্চ সুব্রত।
ঈকারঃ স্কন্ধো বাহুশ্চ কফোণিরঙ্গুলীনখঃ।
অর্দ্ধচন্দ্রো বক্ষস্তুন্দঃ পার্শ্বো নাভিঃ কটিস্তথা।
চন্দ্রবিন্দাবুরুর্জানু র্জঙ্ঘা গুল্‌ফশ্চ পাদকঃ।
পার্ষ্ণিশ্চাপ্যঙ্গুলী চৈব নখেন্দুরপি নারদ।
ইতি বিগ্রহরূপশ্চ কামবীজাত্মকো হরিঃ ॥৭॥

এই কামবীজ হইতে বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন। কামবীজের অন্তর্গত লকার হইতে পৃথিবী, ককার হইতে জল, ঈকার হইতে অগ্নি, নাদ হইতে বায়ু এবং বিন্দু হইতে আকাশ সমুৎপন্ন হইয়াছে; এজন্য মন্ত্রই ভূত সমূহের আত্মা অর্থাৎ উৎপত্তির মূল কারণ।৫। এই **কামবীজের** **অন্তর্গত ক**কারের অর্থ—সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ পরম-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ। **ঈ**কারের অর্থ—নিত্যবৃন্দাবনাধীশ্বরী পরমা-প্রকৃতি শ্রীরাধা। লকার—শ্রীরাধাকৃষ্ণের আনন্দাত্মক প্রেমসুখ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। **নাদবিন্দু**—শ্রীরাধাকৃষ্ণের চুম্বনোত্থ আনন্দ-মধুরিমা বলিয়া কথিত।৬।

অনন্তর কামবীজের শ্রীবিগ্রহস্বরূপতা বর্ণিত হইতেছে। সনৎকুমারসংহিতায় লিখিত আছে,—কামবীজের অবয়ব কেবল অক্ষরাত্মক নহে, বস্তুতঃ শ্রীবিগ্রহাত্মক। যেহেতু কামবীজের অন্তর্ভূত বর্ণসমূহ, শ্রীকৃষ্ণের

বীজাক্ষরং পঞ্চপুষ্পবাণতুল্যং ক্রমাৎ শৃণু।
ককারশ্চাম্র-মুকুলো লকারশ্চাশোকঃ স্মৃতঃ।
ঈকারো মল্লিকা-পুষ্পং মাধবী চার্দ্ধচন্দ্রকঃ।
বিন্দুশ্চ বকুলপুষ্পমেতে বাণাঃ স্যুরেব চ ॥৮॥

অথ কামগায়ত্র্যর্থঃ

গায়ত্রী সা মহামন্ত্রঃ কামপূর্ব্বাথ কথ্যতে।
সাধকা যাং গৃহীত্বৈব জায়ন্তে ব্রজমণ্ডলে ॥৯॥

শ্রীঅঙ্গ হইতে অভিন্ন ; হে সুব্রত নারদ! উহা ক্রমশঃ শ্রবণ কর, ককারের দ্বারা—শিরোদেশ, ললাট, ভ্রূযুগল, নেত্রদ্বয় ও উভয় কর্ণ জানিবে। লকারের দ্বারা গণ্ডস্থল, হনু (গণ্ডস্থলের প্রান্তভাগ), চিবুক, গ্রীবা, কণ্ঠ ও পৃষ্ঠ। ঈকারে—স্কন্ধ, বাহু, কফোণি (কনুই), হস্তের অঙ্গুলী ও নখসমূহ। অর্দ্ধচন্দ্রে,—বক্ষস্থল, উদর, পার্শ্বদেশ, নাভি ও কটি। বিন্দুতে উরু, জানু (হাটু), জঙ্ঘা (গুল্‌ফ ও জানুর মধ্যদেশ), গুল্‌ফ (পদের গ্রন্থি), পদ, পার্ষ্ণি (পদের পশ্চাৎ—গুল্‌ফের নিম্ন), পদের অঙ্গুলী ও নখচন্দ্র সকল বুঝিতে হইবে। ইহাই কামবীজরূপী শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ।৭।

কাম-বীজের অন্তর্গত পঞ্চ অক্ষর—পঞ্চ পুষ্পবাণ সদৃশ, তাহাও যথাক্রমে শ্রবণ কর। ককার—আম্রমুকুল, লকার—অশোকপুষ্প, ঈকার—মল্লিকা, অর্দ্ধচন্দ্র—মাধবী এবং বিন্দু—বকুলপুষ্প ; ইহাই পঞ্চবিধ পুষ্পবাণ।৮।

কামগায়ত্রীর অর্থ।—সাধক-ভক্তগণ যাহা গ্রহণ করিয়া ব্রজমণ্ডলে গোপীগর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন, সেই কামগায়ত্রী মহামন্ত্র বর্ণিত হইতেছেন।৯। কামবীজের সহিত মিলিত যে গায়ত্রী, তাহার নাম কামগায়ত্রী। অথবা কামবীজের যে গায়ত্রী, তাহাই কামগায়ত্রী বলিয়া

কামবীজেন সহ সংযুক্তা যা গায়ত্রী সা কামগায়ত্রী। যদ্বা কামবীজস্য যা গায়ত্রী সা কামগায়ত্রী। অস্যাঃ উপাস্যঃ (সাধ্যঃ) দেবঃ শৃঙ্গার-রসরাজ-স্বরূপাভিন্নো মদনঃ শ্রীকৃষ্ণো নন্দাত্মজঃ। অস্য ধাম বৃন্দাবনমেব।১০।

অথ কামগায়ত্রী-লক্ষণম্।

সনৎকুমারকল্পে—

আদৌ মন্মথমুদ্ধৃত্য কামদেবপদং বদেৎ।
আয়ান্তে বিদ্মহে পুষ্পবাণায়েতি পদং বদেৎ।
ধীমহীতি তথোক্ত্বাথ তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ ॥১১॥

ক্লীমিতি বেণুমাধুর্য্যেণ শ্রীরাধিকাদীনাং মনোহরণাৎ। কামদেবায়েতি লীলামাধুর্য্যেণ শ্রীরাধিকাদীনাং বিবেক-হরণাৎ। পুষ্পবাণায়েতি লাবণ্য-গুণমাধুর্য্যাদিভিঃ শ্রীরাধিকাদীনাং সম্ভোগরসোদ্দীপনাৎ ॥১২॥

অভিহিত। শান্তাদি দ্বাদশ রসের রাজা (শ্রেষ্ঠ) শৃঙ্গারাখ্য রস, যাঁহার স্বরূপ হইতে অভিন্ন, অর্থাৎ যিনি শৃঙ্গার-রসময়-বিগ্রহ, সেই অপ্রাকৃত নবীনমদন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এই কামগায়ত্রীর উপাস্য দেবতা। তাঁহার নিত্যধাম একমাত্র বৃন্দাবন।১০। অতঃপর কামগায়ত্রীর লক্ষণ বর্ণিত হইতেছে। সনৎকুমারকল্পে উক্ত আছে,—প্রথমে কামবীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক 'কামদেব' শব্দ বলিবে, তৎপর 'আয়' ও তদনন্তর 'বিদ্মহে' পদ বলিয়া 'পুষ্পবাণায়' পদ বলিতে হইবে। পরে 'ধীমহি' পদ বলিয়া 'তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ' উচ্চারণ করিবে (ক্লীঁ কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ)।১১। অপ্রাকৃত নবীন-মদন শ্রীকৃষ্ণ, কলধ্বনি-বিশিষ্ট-বেণুমাধুর্য্য দ্বারা শ্রীরাধিকাদি-প্রেয়সীগণের মন চুরি করেন বলিয়া 'ক্লীঁ' এই কামবীজরূপে বিরাজমান আছেন। লীলামাধুর্য্য দ্বারা শ্রীরাধিকাদির বিবেক হরণ করেন বলিয়া 'কামদেবায়' পদরূপে প্রকটিত আছেন। লাবণ্য-

কাম-সম্বন্ধানুগয়োঃ কামানুগায়ামেবানয়া গায়ত্র্যা উপাস্যতে। কামান্ স্বাভিলাষান্ দীব্যতি প্রকাশয়তি। যদ্বা কামেন স্বাভিলাষেণ দীব্যতি ক্রীড়তি যঃ স কামদেব স্তস্মৈ কামদেবায় বিদ্মহে জানীমহি। কিম্ভূতায়? পঞ্চ পুষ্পাণ্যেব পঞ্চ কামবীজাক্ষরাণি পঞ্চ বাণা অস্ত্রাণি শার্ঙ্গধনুর্গুণ-পঞ্চকেষু যস্য স পুষ্পবাণস্তস্মৈ পুষ্পবাণায় বয়ং ধীমহি ধ্যায়েম; গৌরবার্থে বহুবচনং। এবংস্বরূপো যস্মাত্তস্মাদনঙ্গঃ—ব্রজস্থিতো নবোহপ্রাকৃতঃ কন্দর্পো নবীন-মদনঃ, কামবীজ-কামগায়ত্রীভ্যাং যস্যোপাসনা,—তয়ো র্য এবোপাস্যঃ স

গুণমাধুর্য্যাদি দ্বারা শ্রীরাধিকাদি-বল্লভাগণের চিত্তরূপ মৃগকে বিদ্ধ করেন, এজন্য 'পুষ্পবাণায়' পদরূপে বিদ্যমান আছেন এবং অপাঙ্গমাধুর্য্যাদিদ্বারা শ্রীরাধিকাদির সম্ভোগরস উদ্দীপন করেন বলিয়া 'অনঙ্গঃ' এই পদরূপে বিরাজ করিতেছেন।১২।

কামানুগা ও সম্বন্ধানুগাভেদে দ্বিবিধ রাগানুগা-মার্গের মধ্যে, একমাত্র কামানুগামার্গেই এই কামগায়ত্রীমহামন্ত্র দ্বারা শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দনের উপাসনা হইয়া থাকে। **কামগায়ত্রীর** পদসমূহের অর্থ; যথা—**কাম-দেবায় বিদ্মহে**—যিনি কাম অর্থাৎ নিজ বিষয়ক (শ্রীকৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যক) নিখিল অভিলাষ (ভক্তহৃদয়ে) প্রকাশ করেন, অথবা কাম অর্থাৎ স্বকীয় (স্বরূপানন্দজনিত) অভিলাষ হেতু ক্রীড়া করেন অর্থাৎ সৃষ্টিকার্য্যাদি অন্য কোন প্রয়োজনের অনুসন্ধান না করিয়া, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আনন্দহেতু লীলাকৈবল্য* বিস্তার করেন, তিনি কামদেব; তাঁহাকে **বিদ্মহে**—জানিতেছি। কামদেব কি প্রকার, তাহাই পরবর্ত্তী '**পুষ্প-বাণায়**' পদে বিশেষরূপে বর্ণিত হইতেছে। যথা—কামবীজের অন্তর্গত ককারাদি পাঁচ অক্ষর, আম্রমুকুলাদি পঞ্চবিধ পুষ্পসদৃশ। সেই পাঁচ প্রকার

* লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্—বেদান্তসূত্রম্

এবাত্মপর্য্যন্ত-সর্ব্ব-চিত্তাকর্ষকোঽসমোর্দ্ধরূপঃ শ্যামো রসময়মূর্ত্তিঃ। শৃঙ্গার-রসরাজবিগ্রহো নো অস্মান্ প্রচোদয়াৎ প্রকর্ষেণ চোদয়াৎ প্রসীদতু—নিজদাস্যে নিয়োজয়তু ইতি।১৩।

এতানি সার্দ্ধচতুর্বিংশতিরক্ষরাণি সার্দ্ধচতুর্বিংশতিশ্চন্দ্রা ভবন্তি; তে চ শ্রীকৃষ্ণস্যাঙ্গ উদিতাঃ সন্তঃ ত্রীণি জগন্তি কামময়ানি কুর্ব্বন্তি। ককারাদি-

---

পুষ্প যাঁহার শার্ঙ্গ* নামক ধনুকের পাঁচটি গুণের মধ্যে পঞ্চ বাণরূপে সজ্জিত আছে, তিনিই পুষ্পবাণ; তাঁহাকে **ধীমহি**—ধ্যান করিতেছি। এই প্রকার পুষ্পবাণ-বিশিষ্ট তদীয় স্বরূপ বলিয়া, তিনি **অনঙ্গ**—নবীন মদন; তবে কি তিনি সুরপুরবাসী কামদেব? না, সুরপুরবাসী কামদেব প্রাকৃত,—আর ইনি হইলেন অপ্রাকৃত। তবে বুঝি দ্বারকাস্থিত সেই প্রদ্যুম্ন? না, প্রদ্যুম্নও নহেন। তবে কি দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ? না, দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণ কামগায়ত্রীর উপাস্যদেবতা নহেন। যিনি বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই কামবীজ কামগায়ত্রীর উপাস্যদেবতা, 'অপ্রাকৃত নবীন মদন' বলিতে ইঁহাকেই বুঝিতে হইবে। যিনি কামবীজ ও কামগায়ত্রীর উপাস্য দেবতা, একমাত্র সেই ব্রজ-নবযুবরাজই আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তাকর্ষক, যেহেতু তাঁহার সমান বা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রূপমাধুর্য্য আর কোথাও নাই, তিনি শ্যামসুন্দর রসিকশেখর, শৃঙ্গার-রসরাজ-ময় তাঁহার শ্রীবিগ্রহ; এরূপ কন্দর্প **নঃ প্রচোদয়াৎ**—আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন, অর্থাৎ আমাদিগকে তদীয় সেবাকার্য্যে নিয়োজিত করুন।১৩।

এই কামবীজ-কামগায়ত্রীর সাড়ে চব্বিশ অক্ষর, সাড়ে চব্বিশ চন্দ্র। এই চন্দ্রসমূহ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গে উদিত হইয়া, ত্রিজগৎ কামময় করিয়া

---

* চাপঃ শার্ঙ্গং মুরারেস্থিত্যমরঃ।

† পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর জঙ্গম। সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ-মন্মথ মদন॥

তকারান্তানি তান্যক্ষরাণি মুখ-গণ্ড-ললাটাদি-করচরণান্তান্যঙ্গানি দক্ষিণাদি-ক্রমরূপেণ জ্ঞেয়ানি ।১৪।

অত্রাপি ভো বৈষ্ণবাঃ! মম লিখন-বৃত্তান্তং যূয়ং শৃণুত।—যথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণদাস-কবিরাজ-গোস্বামিনা প্রাকৃত বর্ণানুক্রমেণ কাম-গায়ত্র্যা বর্ণসংখ্যা সার্দ্ধচতুর্ব্বিংশতিরিতি যল্লিখিতং, তন্মতানুসারেণ ময়াপি তল্লিখ্যতে। তদ্যথা—"কামগায়ত্রী মন্ত্ররূপ, হয় কৃষ্ণের স্বরূপ, সার্দ্ধচব্বিশ অক্ষর তার হয়। সে অক্ষর চন্দ্র চয়, কৃষ্ণে করি উদয়, ত্রিজগৎ কৈল কামময়॥" ইত্যেতৎপ্রমাণমবলম্ব্য পূর্ব্বমতানুসারেণানুক্রম্য সংস্থাপ্যতে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণদাস-কবিরাজ-গোস্বামী পঞ্চবিংশতিং পরিত্যজ্য কেন প্রমাণেন কেন বাভিপ্রায়েণ সার্দ্ধচতুর্ব্বিংশতিমক্ষরসংখ্যাং গদতি তত্রাপি মম ধীগোচরাভাবঃ। নানাপাঠ্য-শ্রাব্য-শাস্ত্রবিচারে চার্দ্ধাক্ষর-সম্ভাবনা নাস্তি; অতো মহাসন্দেহ-সাগরে নিমগ্ন আসমিতি যূয়ং বিচারয়ত। যদি কেচিদ্বদন্তি মাত্রাহীন-তকারোঽর্দ্ধাক্ষরং তদা মাত্রাহীনান্যক্ষরাণ্যত্র তদিতরান্যপি সন্তি; ইত্যপি ন

থাকেন অর্থাৎ সকলের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক বাসনা জাগাইয়া দেন। ককার হইতে তকার পর্য্যন্ত এই সারে চব্বিশ অক্ষরে, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ গণ্ডস্থল ও ললাটাদি-করচরণ পর্য্যন্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গসকল বুঝিতে হইবে। তন্মধ্যে প্রথমতঃ দক্ষিণাঙ্গ, তৎপর বামাঙ্গ, এইরূপ পর্য্যায় জ্ঞাতব্য।১৪।

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় কামগায়ত্রীর অর্থলিখনবৃত্তান্ত স্বয়ং বর্ণন করিতেছেন। যথা—হে বৈষ্ণবগণ! আমি যে রূপে এই কামগায়ত্রীর অর্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহার আমূলবৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। প্রথমতঃ আমার মনে একটি সন্দেহ উপস্থিত হয় এই,—শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কাম-গায়ত্রীর অক্ষরসংখ্যা 'পঞ্চবিংশতি' না বলিয়া, কোন্ প্রমাণে কি অভিপ্রায়ে 'সার্দ্ধচব্বিশ' অক্ষর বলিলেন? কোন শাস্ত্রেই অর্দ্ধাক্ষরের উল্লেখ দেখিতে পাই না। যদি কেহ বলেন যে, কামগায়ত্রীর শেষাক্ষর—(ৎ) মাত্রাহীন

ঘটতে। যতো ব্যাকরণ-পুরাণাগম-নাট্যালঙ্কারাদি-শাস্ত্রেষু স্বর-ব্যঞ্জনভেদেন পঞ্চাশদ্বর্ণনির্ণয় এবাস্তি তত্রার্দ্ধাক্ষরং নাস্ত্যেব। তদযথা—শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণে সংজ্ঞাপাদে "নারায়ণাদুদ্ভুতোঽয়ং বর্ণক্রম" ইতি পঞ্চাশদকার-ককারাদয়ঃ। এবমন্যেষ্বপি ব্যাকরণেষুচ; পুনঃ বৃহন্নারদীয়পুরাণে শ্রীরাধিকা-সহস্রনাম-স্তোত্রে বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা পঞ্চাশদ্বর্ণ-রূপিণীত্যপি। এবমেব শাস্ত্রান্ত-রেষ্বপি মাতৃকাদিপ্রকরণেচ কুত্রাপি সার্দ্ধপঞ্চাশদ্বর্ণক্রমো ময়া ন দৃশ্যতে। এতেষু শ্রীকৃষ্ণদাসকবিরাজ-গোস্বামিনঃ কিং ধীগোচরাভাবঃ? এতদপি ন সম্ভাব্যতে, যতঃ স সর্ব্বং জানাতি ভ্রমপ্রমাদাদি-দোষরাহিত্যাৎ।১৫।

পুনশ্চ যদ্যপি তকারোঽর্দ্ধাক্ষরং নিশ্চীয়তে তদা কিং শ্রীকৃষ্ণদাসকবিরাজ-গোস্বামিনা ক্রমভঙ্গং বিলিখ্যতে? যতো মুখগণ্ডাদি-চরণান্ত বর্ণনক্রমেণ চরণং পরিত্যজ্য ললাটে অর্দ্ধচন্দ্রঃ সংস্থাপ্যতে। তদযথা—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলায়ামেকবিংশ-পরিচ্ছেদে শ্রীসনাতনশিক্ষাপ্রসঙ্গে সম্বন্ধতত্ত্ববিচারে,— "সখি হে কৃষ্ণমুখ দ্বিজরাজরাজ। কৃষ্ণ-বপুঃ-সিংহাসনে, বসি রাজ্যশাসনে, ক'রে সঙ্গে চন্দ্রের সমাজ॥ দুই গণ্ড সুচিক্কণ, জিনি মণি-সুদর্পণ, সেই দুই পূর্ণ চন্দ্র জানি। ললাট অষ্টমী-ইন্দু, তাহাতে চন্দনবিন্দু, সেহ এক পূর্ণচন্দ্র

(স্বরসংযুক্ত নহে) বলিয়া, উহা অর্দ্ধাক্ষরমধ্যে পরিগণিত; যদি তাহাই হয়, তবে এরূপ মাত্রাহীন অক্ষর এস্থলে আরও আছে, তাহাও অর্দ্ধাক্ষর বলিয়া গণ্য হইতে পারে। ইহাও সম্ভবে না।১৫।

দ্বিতীয়তঃ শ্রীকবিরাজ গোস্বামী ঐ শেষাক্ষর মাত্রাহীন (স্বরবর্ণ শূন্য) তকারকেই যদি অর্দ্ধাক্ষর নির্ণয় করিতেন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ হইতে শ্রীপদনখ পর্য্যন্ত প্রত্যেক অঙ্গে, যথাক্রমে সারে চব্বিশ অক্ষরকে, সারে চব্বিশ চন্দ্র বর্ণন-প্রসঙ্গে, ক্রমপ্রাপ্ত শেষ-পদ-নখকেই অর্দ্ধচন্দ্র বলিতেন। কিন্তু তাহা না বলিয়া ললাটকে অর্দ্ধচন্দ্র বলিলেন কেন? এইরূপে দ্বিবিধ

মানি॥ কর-নখ চাঁদের হাট, বংশীর উপর করে নাট, তার গীত মুরলীর তান। পদ-নখ চন্দ্রগণ, তলে করে সুনর্ত্তন, যার ধ্বনি নূপুরের গান॥ এই চাঁদের বড় নাট, পসারি চাঁদের হাট, বিনামূল্যে বিলায় নিজামৃত। কাঁহো স্মিতজ্যোৎস্নামৃতে, কাহাকে অধরামৃতে, সব লোক করে আপ্যায়িত॥” ইত্যনুবাদদ্বয়েন বহুবাদানন্তরমপি অত্র সিদ্ধান্তো ন ঘটতে। তদা সর্ব্বোপায়ং ত্যক্ত্বান্নপানাদিকঞ্চ বিহায় মনোদুঃখেন দেহত্যাগাভিপ্রায়েণ রাধাকুণ্ডতটেঽভিপপাতাহং। যদা মন্ত্রাক্ষরগোচরো ন ভবেত্তদা কথং দেবতা-গোচরো ভবিষ্যতীতি দেহত্যাগ এব কর্ত্তব্যঃ।১৬।

ততো রাত্রের্দ্বিতীয়প্রহরে গতে সতি তন্দ্রাং প্রাপ্য ময়া দৃশ্যতে স্ম— শ্রীবৃষভানু-নন্দিনী আগত্য ব্রবীতি,—“ভো বিশ্বনাথ! হরিবল্লভ! ত্বমুত্তিষ্ঠ; শ্রীকৃষ্ণদাস-কবিরাজেন যল্লিখিতং তদেব সত্যং। স চ মম নর্ম্মসহচরী, মমানুগ্রহেণ মমান্তরং সর্ব্বং জানাত্যেব; তদ্বাক্যে সন্দেহং মা কুরু। এষ মমোপাসনামন্ত্রঃ, অহমপি মন্ত্রাক্ষরৈর্বেদ্যা। মদনুকম্পাং বিনা নান্যঃ কোঽপ্যেতদ্বিজ্ঞাতুমর্হতি। অর্দ্ধাক্ষরনিরূপণং বর্ণাগমভাস্বদি যদস্তি, যদ্দৃষ্ট্বা শ্রীকৃষ্ণদাস-

সন্দেহ মনে উপস্থিত হয়, বহু বাদানুবাদের পরও তাহার মীমাংসা স্থির করিতে পারিলাম না। তখন ভাবিলাম, যদি মন্ত্রাক্ষর পরিচয় না হয়, তবে মন্ত্রোপাস্য-দেবতার সাক্ষাৎকার ত কখনও ঘটিবে না! অতএব মৃত্যুই আমার শ্রেয়ঃ। ইহাই স্থির করিয়া দেহত্যাগাভিপ্রায়ে শ্রীরাধাকুণ্ডতটে নিপতিত হইলাম।১৬।

এইরূপ সঙ্কল্পের পর, রাত্রি—দ্বিতীয়-প্রহর অতীত হইলে আমার তন্দ্রা উপস্থিত হয়; এমতাবস্থায় দেখিতেছি যে,—শ্রীবৃষভানু-নন্দিনী আমার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন,—“হে বিশ্বনাথ! হে হরিবল্লভ! তুমি উত্থিত হও। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ যাহা লিখিয়াছে, তাহা সমস্তই সত্য। সে আমার নর্ম্ম সহচরী, আমি তাহাকে বিশেষ অনুগ্রহ করি, এজন্য আমার হৃদয়ের ভাব সমস্তই অবগত আছে, তাহার বাক্যে তুমি কোন রূপ সন্দেহ করিও না।

কবিরাজেন লিখিতং তৎ শৃণু! তদনন্তরং ত্বমিমং গ্রন্থং দৃষ্ট্বা সর্ব্বোপকারার্থমত্র প্রমাণ-সংগ্রহং কুরু।" এতচ্ছ্রুত্বন্ চৈতন্যাবস্থায়াং শীঘ্রমুত্থায় নিঃসন্দেহেন হাহেতি মুহুর্মুহুর্বিলপ্য তদাজ্ঞাং হৃদি নিধায় তৎপালনার্থং যত্নবান ভবম্। অর্দ্ধাক্ষরনির্ণয়ে শ্রীরাধিকাবাক্যং যথা—"ব্যন্তযকারোঽর্দ্ধাক্ষরং ললাটেঽর্দ্ধচন্দ্র-বিম্বঃ, তদিতরং পূর্ণাক্ষরং পূর্ণচন্দ্র" ইতি।১৭।

অথ গায়ত্র্যক্ষরাণাং চন্দ্রত্ব-নিরূপণম্।

এষামপ্যক্ষরাণান্ত চন্দ্রত্বে নির্ণয়ং শৃণু।
মুখেঽপ্যেকং বিজানীয়াদ্গণ্ডয়োর্দ্বৌ তথৈব চ।

আমার অনুগ্রহব্যতীত কেহই মন্ত্রাক্ষর সম্বন্ধীয় জ্ঞানলাভে সমর্থ হইতে পারে না। 'বর্ণাগম-ভাস্বৎ' নামকগ্রন্থে অর্দ্ধাক্ষরনিরূপণ সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, তাহা শ্রবণ কর! তৎপর তুমি এই গ্রন্থ দেখিয়া জগতের কল্যাণের নিমিত্ত ইহার প্রমাণ সংগ্রহ কর। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ এই বর্ণাগমভাস্বৎ দেখিয়াই অর্দ্ধাক্ষর নির্ণয় করিয়াছে"। স্বয়ং বৃষভানুনন্দিনী-শ্রীরাধার এইরূপ আদেশ-বাক্য শ্রবণ করিয়া, চেতনা লাভ করতঃ শীঘ্র উত্থিত হইলাম। সন্দেহ ভঞ্জন হইল, হা রাধে! হা রাধে! বলিয়া বার বার বিলাপ করিতে লাগিলাম। তৎপর তদীয় আদেশবাণী হৃদয়ে ধারণ করিয়া, তাহা প্রতিপালনের নিমিত্ত যত্ন-বান্ হইলাম। অর্দ্ধাক্ষরনির্ণয়বিষয়ে শ্রীরাধিকার বাক্য, যথা—"যে যকারের পর 'বি' অক্ষর আছে, সেই যকারই অর্দ্ধাক্ষর" এই লক্ষণানুসারে কামদেবায় পদের যকারের পর, বিদ্মহে পদের বি অক্ষর থাকায়, এই কামদেবায় পদের যকারই অর্দ্ধাক্ষর; ইহাই ললাটস্থ অর্দ্ধচন্দ্র। এতদ্ভিন্ন আর সমস্তই পূর্ণাক্ষর, এবং প্রত্যেকেই পূর্ণচন্দ্র।১৭।

অনন্তর কামগায়ত্রীর অন্তর্গত প্রত্যেক অক্ষরের চন্দ্রত্ব নিরূপিত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ এক চন্দ্র, দুই গণ্ড দুই চন্দ্র, ললাট অর্দ্ধচন্দ্র, ললাটস্থিত

ললাটে চার্দ্ধচন্দ্রং বৈ তিলকং পূর্ণচন্দ্রকং ॥
পাণ্যোর্নখা দশ প্রোক্তাস্ত্বক্ষরাণি মনোভুবঃ।
পাদাব্জয়োস্তথা জ্ঞেয়া নখচন্দ্রা দশ ক্রমাৎ ॥
অর্থো বিজ্ঞেয় ইত্থং বৈ গায়ত্র্যাশ্চ মনীষিভিঃ ॥
ক্রমাচ্চন্দ্রান্ বিজানীয়াৎ কাদি-তন্তাক্ষরাণি তু।
দক্ষিণাদিক্রমেণৈব ক্রমস্তেষাং সুসম্মতঃ ॥১৮॥

শ্রীরাধিকোপদেশসম্মতমর্দ্ধাক্ষরনিরূপণং যথা—বর্ণাগমভাস্বদি।—
বিকারান্ত-যকারেণ চার্দ্ধাক্ষরং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥১৯॥

ইতি শ্রীপাদ-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-বিরচিত-মন্ত্রার্থদীপিকায়াং
কামগায়ত্র্যর্থঃ সম্পূর্ণঃ ॥

তিলক এক চন্দ্র, দুই হস্তের দশ নখ দশ চন্দ্র এবং শ্রীচরণযুগলের দশ নখ দশ চন্দ্র। বিজ্ঞ জন এইরূপে কামগায়ত্রীর অর্থ অবগত হইবেন। ককার হইতে আরম্ভ করিয়া তকার পর্য্যন্ত এক একটি অক্ষরকে এক এক চন্দ্র জানিবেন। এই সারে চব্বিশ অক্ষরকে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ ও গণ্ডস্থলাদিরূপ সারে চব্বিশ চন্দ্ররূপে নিরূপণ বিষয়ে, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ হইতে শ্রীপদনখ পর্য্যন্ত অঙ্গসকলের মধ্যে ক্রমশঃ দক্ষিণ ও বামপর্য্যায় গৃহীত হইয়া থাকে।১৮।

শ্রীরাধিকার উপদেশমতে অর্দ্ধাক্ষরনিরূপণবিষয়ে বর্ণাগমভাস্বদের প্রমাণ; যথা—যে যকারের পর 'বি' অক্ষর আছে, তাহাই অর্দ্ধাক্ষর। এই লক্ষণানুসারে 'কামদেবায়' পদের যকারই অর্দ্ধাক্ষর, যেহেতু—এই যকারের পর 'বিদ্মহে' পদের 'বি' অক্ষর রহিয়াছে ॥১৯॥

ইতি কামগায়ত্রীর অর্থের অনুবাদ সম্পূর্ণ।

অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রার্থঃ।

তত্রাপি ভগবত্তাং স্বাং তন্বতো গোপলীলয়া।
তস্য শ্রেষ্ঠতমা মন্ত্রাস্তেষ্বপ্যষ্টাদশাক্ষরঃ॥

—শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

১। "**পাপকর্ষণঃ কৃষ্ণঃ**" ইতি গোপালতাপনী-শ্রুতিঃ। যিনি পাপসকল কর্ষণ করেন, তিনি কৃষ্ণ। এস্থলে পাপ শব্দে অসুরভাবোচিত অপরাধপর্য্যন্ত যাবতীয় অপরাধও বুঝিতে হইবে। যেহেতু—"কর্ষতি সর্ব্বাপরাধান্"—সর্ব্বপ্রকার অপরাধ কর্ষণ করেন, ইহাই কৃষ্ণশব্দের নিরুক্তিবিশেষ। অতএব যিনি অসুরগণের পর্য্যন্তও সর্ব্ববিধ অপরাধ বিনষ্ট করেন—যিনি বেণু-রূপ-লীলাদি অসমোর্দ্ধমাধুর্য্যপ্রভাবে, পুরুষ-যোষিৎ কিম্বা স্থাবর-জঙ্গম হইতে আরম্ভ করিয়া আত্মপর্য্যন্ত সকলের চিত্তকে আকর্ষণ করেন, তিনিই **কৃষ্ণ** শব্দের বাচ্য। সেই কৃষ্ণই পরম আরাধ্য। ইহাই প্রথম পদের অর্থ।

২। "**গো-ভূমি-বেদ-বিদিতো বিদিতা (বেদিতা) গোবিন্দঃ**" ইতি গোপাল-তাপনী-শ্রুতিঃ। বিদিতঃ—প্রসিদ্ধ। বিদিতা বেদিতা—লাভকর্ত্তা। যিনি গো, ভূমি ও বেদমধ্যে প্রসিদ্ধ আছেন এবং যিনি গো-ভূমি-বেদসমূহকে প্রাপ্ত আছেন, তিনি গোবিন্দ। গো শব্দের বহু অর্থ; তন্মধ্যে গো—প্রসিদ্ধ পশুজাতিবিশেষ। গো—ভূমি, ভুবন। গো—বেদ। এই তিনটী অর্থ এস্থলে গ্রহণ করিয়াছেন। গো শব্দের 'পশুজাতি-বিশেষ' অর্থে শ্রীমন্নন্দগোকুলস্থ গো-সকলই কথিত হইতেছেন। পরন্তু ঐ গোসকলের দ্বারা আবার অখণ্ড শ্রীমন্নন্দগোকুলই লক্ষিত হইতেছেন। বেদের প্রতিপাদ্য বস্তু—'স্বরূপ'। তদুপরি অধিকতররূপে বিরাজমান ঐশ্বর্য্য। সেই

অসমোর্দ্ধ ঐশ্বর্য্যের উপর অধিকতমরূপে বিরাজমান মাধুর্য্য। যিনি অসমোর্দ্ধ স্বরূপ-ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-পরিপূর্ণ হইয়াও, গোসমূহ-পরিবৃত-শ্রীমন্নন্দগোকুলমধ্যে স্বৈরক্রীড়াশীল বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন—যিনি ঐরূপেই (শ্রীমন্নন্দগোকুলে স্বৈরক্রীড়াশীল বলিয়াই) নিখিল ভুবনভিতরে ও বেদসমূহমধ্যে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষিত হইতেছেন—যিনি শ্রীগোকুলমধ্যে স্বকীয় দ্বিভুজমুরলীধর শ্যামসুন্দর স্বরূপের দ্বারা স্বৈরক্রীড়াশীলতাকে প্রাপ্ত আছেন—যিনি নিখিল ভুবনভিতরে ও বেদসমূহমধ্যে নামগুণাদিময় যশঃ দ্বারা "গোকুলস্থ স্বৈরক্রীড়াশীল বলিয়া উচ্চ ঘোষণা প্রাপ্ত আছেন, সেই গোকুলচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণই "**গোবিন্দ**" পদের বাচ্য। ইহাই দ্বিতীয় পদের অর্থ।

৩। "**গোপীজনাবিদ্যাকলা**" ইতি গোপালতাপনী-শ্রুতিঃ গোপীজন—গোপীসমূহ। আবিদ্যা—সম্যক্ বিদ্যা, প্রেমভক্তিবিশেষরূপা। একমাত্র প্রেমভক্তিই শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিতে সমর্থা; এজন্য প্রেমভক্তিকে বিদ্যা বলা হইয়া থাকে। তন্মধ্যে যে প্রেমভক্তি-বিশেষ শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বতোভাবে বশীভূত করেন, সেই মধুর-জাতীয় প্রেমভক্তিই সম্যক্ বিদ্যা (শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী শক্তি) বলিয়া অভিহিতা। এই মধুর-জাতীয় প্রেম, দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-জাতীয় প্রেমকে পরাভূত করিয়া, সর্ব্বোপরি পরমশ্রেষ্ঠরূপে বিরাজমান। তাহাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলার অষ্টমপরিচ্ছেদে উক্ত আছে,—

"পরিপূর্ণ কৃষ্ণ-প্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে।
এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে॥"

কলা—মূর্ত্তি। যাঁহারা প্রেমভক্তিবিশেষরূপা সম্যক্ বিদ্যার (শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী শক্তির) মূর্ত্তি, তাঁহারাই গোপীজন অর্থাৎ গোপীসমূহ। গোপায়তীতি গোপী। গুপ্ ধাতুর অর্থ—রক্ষা করা, পালন করা। যে শক্তিবিশেষ, প্রেম দিয়া ভক্তগণকে পালন করেন, তাঁহার নামই গোপী। "গোপী তু প্রকৃতীরাধা জনস্তদংশমণ্ডলঃ।" **গোপী** শব্দে হ্লাদিনী শক্তির অধিষ্ঠাত্রী

দেবতা প্রকৃতিকুল-ললামভূতা বৃষভানুসুতা শ্রীমতী রাধিকা। '**জন**' বলিতে শ্রীরাধিকার অংশমণ্ডল অর্থাৎ কায়ব্যূহরূপা গোপীমণ্ডল। শ্রীরাধিকা ও তদীয় কায়ব্যূহরূপা (শ্রীললিতা বিশাখাদি) গোপীমণ্ডলীই '**গোপীজন**' পদের বাচ্য। ইহাই তৃতীয় পদের অর্থ।

৪। *** "**প্রেরকঃ (বল্লভঃ)**" ইতি গোপাল-তাপনী-শ্রুতিঃ। প্রেরক—প্রবর্ত্তক, প্রবর্ত্তনকর্ত্তা। "স্বকীয় মাধুর্য্যময়ী লীলাসমূহমধ্যে পূর্ব্বোক্ত গোপীসকলের প্রবর্ত্তনকর্ত্তা অর্থাৎ রমণই '**বল্লভ**' পদের বাচ্য। বল্লভো নায়কঃ কৃষ্ণঃ। 'বল্লভ বলিতে পরম প্রেমবতী নবীনা ব্রজকুল-ললনামণ্ডলীর নায়ক—রসিকেন্দ্রচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ। এই গোপীরূপা প্রেয়সীবর্গের প্রাণ-বল্লভ বা নায়করূপেই শ্রীকৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব বা মদনমোহনত্ব অভিব্যক্ত হইয়াছেন। রাধা-সঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ—প্রেয়সীশিরোমণি শ্রীরাধিকার সঙ্গে যখন বিহার করেন, তখনই শ্রীকৃষ্ণ মদনমোহনরূপে বিরাজিত হন। যেহেতু পরিকরবৈশিষ্ট্যেই শ্রীকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য (শোভাবিশেষ) প্রকাশ পাইয়া থাকেন।

(যদ্যপি কৃষ্ণ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের ধূর্য্য।
ব্রজদেবী-সঙ্গে তাঁর বাড়য়ে মাধুর্য্য ॥

তাহাই শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—তত্রাতিশুশুভে তাভিরিত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্য এবং সর্ব্বপ্রকার শোভাতিশয় সম্পন্ন (অসমোর্দ্ধ স্বরূপ-ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য পরিপূর্ণ) হইয়াও রাসমণ্ডলে শ্রীব্রজসুন্দরীগণকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়াই সর্ব্বাতিশায়ি-শোভাবিশেষ প্রাপ্ত হয়েন। এই গোপীজনবল্লভ রূপেই যে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের পূর্ণকলা বিকশিত, ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত 'কৃষ্ণ' পদের 'গোবিন্দ' এই বিশেষণ পদ থাকা সত্ত্বেও, পুনরায় 'গোপীজনবল্লভ' এই বিশেষণ পদ বিরাজমান রহিয়াছেন। এজন্য প্রেমরস-পিপাসু ভক্ত-রসিকের মানসভৃঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণকে গোবিন্দরূপে প্রাপ্ত হইয়াও, আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি না

হওয়াতে পরমমোহনীয় গোপীজন-বল্লভরূপে পাইবার নিমিত্ত আকুলিত। ইহা চতুর্থ পদের অর্থ।

৫। **তন্মায়া** চেতি গোপাল-তাপনী-শ্রুতিঃ। '**স্বাহা**' পদের গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তি—**যোগমায়া** কথিত হইতেছেন। এই যোগমায়াই ভক্তকে শ্রীকৃষ্ণচরণে সমর্পণ করিয়া দেন। এজন্য কার্য্যাকারণের অভেদ-বিবক্ষাতে অন্যত্র বর্ণিত আছে,—

স্বাহা চাত্মসমর্পণমিতি—যাঁহার সাহায্যে আত্মসমর্পণ করা যায়, তাঁহার নাম স্বাহা। "আমি সেই গোপীজনবল্লভের শ্রীচরণারবিন্দে আত্মসমর্পণ করিয়া, তদ্দাসত্বে নিযুক্ত হইতেছি," এইরূপ ভাবনা সহকারে 'স্বাহা' পদ স্মরণ করিতে হইবে। ইহাই পঞ্চম পদের অর্থ।

দশাক্ষরমন্ত্রার্থঃ—পূর্ব্বোক্ত অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রের শেষ তিন পদের অর্থও যাহা, দশাক্ষরমন্ত্রের অর্থও তাহাই। কামবীজই এই উভয়বিধ মন্ত্রের বীজ ; বীজের অর্থ ১৪১—১৪৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীশ্রীহরিনাম-মহামন্ত্রার্থঃ।

দিব্যোন্মাদবতী শ্রীরাধিকা উবাচ।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

হে হরে! মাধুর্য্য-গুণে, হরিলে যে নেত্র মনে,
মোহন মূরতি দরশাই।
হে কৃষ্ণ! আনন্দ-ধাম, মহা আকর্ষণ-ঠাম,
তুয়া বিনে দেখিতে না পাই॥

হে **হরে**! ধৈরজ হরি, গুরু-ভয় আদি করি,
কুলের ধরম কৈলা চুর।
হে **কৃষ্ণ**! বংশীর স্বরে, আকর্ষিয়া আনি বলে,
দেহ-গেহ-স্মৃতি কৈলা দূর॥
হে **কৃষ্ণ**! কর্ষিতা আমি, কঞ্চুলি কর্ষহ তুমি,
তা দেখি চমক মোহে লাগে।
হে **কৃষ্ণ**! বিবিধ ছলে, উরজ কর্ষহ বলে,
থির নহ অতি অনুরাগে॥
হে **হরে**! আমারে হরি, লৈয়া পুষ্প-তল্পোপরি,
বিলাসের লালসে কাকুতি।
হে **হরে**! গোপত বস্ত্র, হরিয়া সে ক্ষণমাত্র,
ব্যক্ত কর মনের আকুতি॥
হে **হরে**! বসন হর, তাহাতে যেমন কর,
অন্তরের হর যত বাধা।
হে **রাম**! রমণ অঙ্গ, নানা বৈদগধি রঙ্গ,
প্রকাশি পূরহ নিজ সাধা॥
হে **হরে**! হরিতে বলী, নাহি হেন কুতূহলী,
সবার সে বাম্য না রাখিলা।
হে **রাম**! রমণ-রত, তাহাতে প্রকটি কত,
কিবা রস-আবেশে ভাসাইলা॥
হে **রাম**! রমণ শ্রেষ্ঠ, মন-রমণীয়-শ্রেষ্ঠ,
তুয়া সুখে আপনা না জানি।
হে **রাম**! রমণ ভাগে, ভাবিতে মরমে জাগে,
সে রস-মুরতি তনুখানি॥

হে হরে! হরণ তোর, তাহার নাহিক ওর,
চেতনা হরিয়া কর ভোর।
হে হরে! আমার লক্ষ, হর সিংহ-প্রায় দক্ষ,
তোমা বিনে কেহ নাহি মোর॥
তুমি যে আমার প্রাণ, তোমা বিনে নাহি জান,
ক্ষণেকে কলপ-শত যায়।
সে তুমি অনত গিয়া, রহ উদাসীন হৈয়া,
কহ দেখি কি করি উপায়॥
ওহে নবঘন-শ্যাম, কেবল রসের ধাম,
কৈছে রহ—করি মন ঝুরে।
চৈতন্য বোলয়ে—যায়, হেন অনুরাগ পায়,
তবে বন্ধু মিলয়ে অদূরে॥

ইতি শ্রীসাধনভক্তি-চন্দ্রিকায়াং মন্ত্রার্থদীপিকা নাম
তৃতীয়ঃ প্রকাশঃ।

চতুর্থঃ প্রকাশঃ।

অথ নিশান্তকীর্ত্তনম্।

(শ্রীশ্রীগৌরলীলাবিষয়কম্)

(১)

শেষ রজনী-মাহা, শুতল শচী-সুত, ততই ভাবে ভেল ভোর।
স্বপন জাগর কিয়ে, দুহুঁ নাহি সমুঝই, নয়ন হি আনন্দ-লোর।
দেখ দেখ অপরূপ রঙ্গ!।
যৈছন গোকুল, নায়র-কোড় হি, নায়রী শয়ন-বিভঙ্গ॥
বাম চরণ ভুজ, পুন পুন আগোরহি, যাতহি দক্ষিণ পাশ।
তৈছন বচন, কহতহি আঁখি মুদি, তৈছন রসালস-ভাষ॥
তাকর ভাবহি, প্রকটই নন্দসুত, গৌর বরণ পরকাশ।
সতত শ্রীনবদ্বীপে, সোঁই বিহরই, কহ রাধামোহন দাস॥

(২)

শুতিয়াছে গোরা চাঁদ শয়নমন্দিরে। বিচিত্র পালঙ্ক-শেজ অতি মনোহরে।
অলসে অবশ অঙ্গ গোরা নটরায়। কি কহব অঙ্গ-শোভা কহনে না যায়॥
মেঘের বিজুরী কিবা ছানিয়া যতনে। কত সুধা দিয়া বিধি কৈল নিরমাণে।
অতি মনোহর শেজ বিচিত্র বিলাসে। বাসুদেব ঘোষে দেখে মনের হরিষে॥

(৩)

উঠ উঠ গোরাচাঁদ নিশি পোহাইল। নদীয়ার লোক সব জাগিয়া বসিল॥
ময়ূর-ময়ূরী-রব কোকিলের ধ্বনি। কত সুখে নিদ্রা যাওহে গোরা গুণমণি॥
অরুণ উদয় ভেল কমল পরকাশ। মধুকর তেজল কুমুদিনী-পাশ॥
জাগিয়া বসিল গোরা ঘুমের আলিসে। বাসুদেব ঘোষে দেখে মনের হরিষে॥

(৪)

স্মররে নব গৌরচন্দ্র নাগর বনওয়ারী।
নদীয়া-ইন্দু করুণা-সিন্ধু, ভকত-বৎসলকারী॥
বদনচন্দ্র অধর সুরঙ্গ, নয়নে গলত প্রেমতরঙ্গ,
চন্দ্রকোটি ভানুকোটি মুখশোভা উজিয়ারী।
কুসুমে শোভিত চাঁচরচিকুর, ললাটে তিলক নাসিকা উজোর,
দশনমোতিম অমিয়াহাস, দামিনীঘনওয়ারী॥
মকরকুণ্ডলে ঝলকে গণ্ড, মণিকৌস্তুভ-দীপ্তকণ্ঠ,
চন্দনবলয় রতননূপুর যজ্ঞসূত্রধারী।
মাল্যচন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ, লাজে লজ্জিত কোটি অনঙ্গ,
অরুণ-বসন করুণ-বচন জগজন-মনোহারী॥
ছত্র ধরত ধরণী-ধরেন্দ্র, গাওত যশঃ ভকতবৃন্দ,
কমলা-সেবিত পাদদ্বন্দ্ব, বলি যাও বলিহারি।
কহত দীন কৃষ্ণ দাস, গৌর-চরণে করত আশ,
পতিত-পাবন নিতাই চাঁদ প্রেমদানকারী॥

(৫)

মঙ্গল আরতি গৌর কিশোর। মঙ্গল নিত্যানন্দ জোড়হি জোড়
মঙ্গল শ্রীঅদ্বৈত ভকতহি সঙ্গে। মঙ্গল গাওত প্রেমতরঙ্গে॥
মঙ্গল বাজত খোল করতাল। মঙ্গল হরিদাস নাচত ভাল॥
মঙ্গল ধূপ দীপ লইয়া স্বরূপ। মঙ্গল আরতি করে অপরূপ॥
মঙ্গল গদাধর হেরি পহুঁ হাস। মঙ্গল গাওত দীন কৃষ্ণদাস॥

(শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলা-বিষয়কম্)

(৬)

কুসুম-শেজ পরি কিশোরী কিশোর। ঘুমল দুহুঁ জন হিয়ে হিয়ে জোড় ॥
অধরে অধর ধরি ভুজে ভুজে বন্ধ। উরু উরু চরণ চরণ এক ছন্দ ॥
কুন্দন কনক জড়িত নীলমণি। নব মেঘে জড়ায়ল যেন সৌদামিনী ॥
চাঁদে চাঁদে কমলে কমলে এক মেলি। চকোরে ভ্রমরে এক ঠাঞি করে কেলি
শিখি-কোড়ে ভুজঙ্গিনী নাহি দুঃখ শোক। যমুনার জলে কিয়ে ডুবল কোক ॥
অরুণে তিমিরে এক কোই না ভাগ। কাম কামিনী এক ঠাঞি নাহি জাগ ॥
কলহ কয়ল বহু রসনা রসনা। বিহি মিলায়ল দুহুঁ হইল মগনা ॥
সুর হেরি কুমুদ মুদিত নাহি ভেল। জ্ঞানদাস কহে (দোঁহার) অদভুত কেল

(৭)

জাগহু বৃষভানু-নন্দিনী মোহন যুবরাজে ॥ ধ্রু ॥
অকরুণ পুনঃ বাল অরুণ, উদিত—মুদিত কুমুদ-বদন,
চমকি চুম্বি চঞ্চরী পদ্মিনীক সদন সাজে।
কি জানি সজনী রজনী থোর, ঘুঘু ঘন ঘোষত ঘোর,
গত যামিনী জিত দামিনী, কামিনী-কুল লাজে ॥
ফুকরত হত-শোক কোক, জাগব অব সবহুঁ লোক,
শুক সারীক পিক-কাকলী, নিধুবন ভরি আওয়াজে।
গলিত ললিত বসন সাজে, মণিযুত বেণী ফণী বিরাজে,
উচ কোরক রুচ চোরক, কুচ-জোড়ক মাঝে ॥
তড়িত-জড়িত জলদ-ভাতি, দুহুঁ সুখে শুতি রহল মাতি,
জিনি ভাদর রস-বাদর, পরমাদর শেজে।

বরজ-কুলজ জলজ-নয়নী, ঘুমল বিমল কমল-বয়ানী,
কৃত-লালিস ভুজ-বালিশ, আলিস নাহি ত্যজে ॥
টুটল কিয়ে ফুলধনু-গুণ, কিয়ে রতি রণে ভেল তূণ শূন,
সমর-মাঝ পড়ল লাজ, রতি-পতি ভয়ে ভাজে ।
বিপতি পড়ল যুবতী-বৃন্দ, গুরু জন শুনি কহবি মন্দ,
হরিষে-বিষাদ জগদানন্দ* রসবতী রসরাজে ॥

(৮)

কানন-দেবতী হেরি নিশি অবসান । আদেশিলা দ্বিজকুলে করইতে গান ॥
সারী শুকে কহে দোঁহে জাগাও ত্বরিতে । অরুণ উদয় ভেল নাহি মান ভীতে ॥
বানরীগণে পুনঃ করল আদেশ । ত্বরিতে শবদ কর নিশি অবশেষ ॥
শুনইতে ইহ বন দেবতী-বোল । কানন ভরিয়া উঠল মহা রোল ॥
হেরইতে ঐছন নিশি পরভাত । মাধব দাস মাথে দেওল হাত ॥

(৯)

শেষ রজনী কুসুম-শেজে, বৈঠল দুহুঁ জাগি ।
অলসে অবশ রহল রাই শ্যাম-উরুজ লাগি ॥
সহজে চতুরা সব সখীগণ, মিলল সময় জানি ।
নিরখি দোঁহার বদনকমল, দিবস সফল মানি ॥
রতন প্রদীপ ঘৃত-সমেত, ধূপ অগুরু জারি ।
ললিতা লয়ে কাঞ্চন-ঝারী, দেওত নীর ঢারি ॥
মঙ্গল আরতি কুসুম বরিখে, গোকুল-সুকুমারী ।
জয় জয় বৃষভানু-নন্দিনী, জয় গিরিবর-ধারী ॥
উপজল কত রসপ্রসঙ্গ, সরস রভস অঙ্গ ।
নিরখত দোঁহার চরণারবিন্দ, গোবিন্দ দাস ভৃঙ্গ ॥৪॥

*পাঠান্তর—সরস বিরস জগদানন্দ ।

(১০)

গোবিন্দ মুখারবিন্দ নিরখি মন বিচারো।
চন্দ্রকোটি ভানুকোটি মদনকোটি আরো॥
ভাল সুন্দর কপোল লোল পঙ্কজদল-নয়না।
অধরবিম্বে মধুর হাস কুন্দকলিক-দশনা॥
মণিকুণ্ডল মকরাকৃতি অলক ভৃঙ্গ পুঞ্জ।
কেশরক তিলক বনিয়ো সোণে মুড়ি গুঞ্জ॥
নবজলধর তড়িত অম্বর গলে বনমালা শোহে।
নীল নটশূরকে প্রভু রূপে জগমন মোহে॥

(১১)

রাধা-মুখ কমল বিমল নিরখি চিত বুঝাওে।
কোটি চন্দ্র কোটি ভানু মদনকোটি নিছাওে॥
ভাল সুন্দর অতি মনোহর কুবলয়দল-নয়নী।
অধর অরুণ মুকুতা দশন হাস অমিয়া বয়নী॥
শ্রবণ-ভূখণ জিনি রবি ছবি বেশর-যুত নাসা।
ঘন মৃগমদ তিলক অলক খলিত চাঁচড়-কেশা॥
জিনি নবঘন নীল বসন গলে গজমতি হার।
ত্রিভুবন-মন-মোহিনীরূপ উদ্ধব বলি হার॥

(১২)

জয় রাধে শ্রীরাধে কৃষ্ণ, রাধে গোবিন্দ জয় রাধে।
রাধে গোবিন্দ, রাধে গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ জয় রাধে॥
নন্দদুলাল বৃষভানু দুলালী, সকল গুণ অগাধে।
নবঘন সুন্দর নওল কিশোরী, নিজ গুণহি তম সাধে॥
উড়ে চারু ময়ূর-শিখণ্ডক, কুঞ্চিত-কেশিনী রাধে।

পীতাম্বর-ধর নীলপট্ট-ধারিণী ঘন-সৌদামিনী সাজে ॥
শ্যামগলে বনমালা বিরাজিত, রাইগলে মতি সাজে।
রাতুল-চরণে মণিময় নূপুর রুণুঝুনু রুণুঝুনু বাজে ॥
শ্রীকৃষ্ণদাস ভণে মধুর শ্রীবৃন্দাবনে, যুগলকিশোর বিরাজে ॥৫॥

(১৩)

মঙ্গল আরতি যুগলকিশোর। মঙ্গল সখীগণ জোড়হি জোড় ॥
রতন-প্রদীপ করে টলমল থোর। নিরখত মুখবিধু শ্যামসুগৌর ॥
ললিতা বিশাখা আদি প্রেমে আগোড়। করত নিরমঞ্ছন দোহে দুহুঁ ভোর ॥
বৃন্দাবনকুঞ্জহি ভুবন উজোর। মূরতি মনোহর যুগলকিশোর ॥
গাওত শুকপিক নাচত ময়ূর। চাঁদ উপেখি মুখ নিরখে চকোর ॥
বাজত বিবিধ যন্ত্র উঠে ঘন ঘোর। শ্যামানন্দ আনন্দে বাজায় জয় থোর ॥

(১৪)

কোথায় গো প্রেমময়ি রাধে রাধে!

কাঁদে রঘুনাথ গোসাই, রাধে দয়া কর ব'লে, আকুল প্রাণে কেঁদে অধীর, রঘুনাথ দাস গোসাই। চোখের জলে বুক ভেসে যায়, রাধে দয়া কর ব'লে; রঘুনাথের আর কে আছে, তুমি দয়া না করিলে, বড় আশা ছিল মনে, দাসী হব সেবা পাব; মনের আশা রইল মনে, রাধে তোমার কৃপা বিনে; এ জীবনের কি কাজ আছে, কুণ্ডের জলে প্রাণ ত্যজিব, যদি তোমার দয়া না হইল। বুঝি আমায় দয়া হ'ল না গো, আমি যার জন্য বৈরাগী হইলাম; কৃষ্ণকৃপার ভিখারী নই, আমি যার দাসী তার প্রত্যাশী, এই অভিমানে সদা ভাসি। গোসাই কত বিলাপ করি কাঁদে, রাধাকুণ্ডের তীরে ব'সে। বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি, রঘুনাথ-সমর্পিত, রাধারাণীর পাদপদ্মে। আর কতদিনে দয়া হবে, আমার দিন গেল ভরসা গেল, আর কত দিনে দেখাইবে, ঐ চরণ-কমলের যাবক, যা নাগর-রাজের শিরোভূষণ, মান-মঞ্চে বস্‌লে পরে। রাধে

তোমার কাঙ্গাল তোমায় ডাকে, পাগল ক'রে দাও না দেখা, করুণাময়ীর এই করুণা, আমায় দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ রাধে রাধে, জয় রাধে রাধে, কোথায় বা কোন কুঞ্জে থাক, আপন প্রাণনাথের সঙ্গে, জয় রাধে রাধে ॥

(১৫)

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

এই নাম আমার গৌর বলেরে, সুরধুনীর তীরে তীরে, জগত ভাসাবে ব'লে, হরিনাম আর প্রেম দিয়ে। হরি ব'লে চ'লে যায়, সোণার কমল গোরা, যে দিকে চায় প্রেমে ভাসায়, স্থাবর জঙ্গম আদি ক'রে, এবার কেউত বাকী রইল নারে, প্রেমসিন্ধু-অবতারে। এবার আপনি কেঁদে জগৎ কাঁদায়, হরে কৃষ্ণ হরি ব'লে ॥ *

আহ্নিক-পূজাকালীন-কীর্ত্তনম্।

(১)

জয় জয় নিত্যানন্দাদ্বৈত গৌরাঙ্গ।
নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ ॥
জয় জয় যশোদানন্দন শচীসুত গৌরচন্দ্র।
জয় জয় রোহিণী-নন্দন বলরাম নিত্যানন্দ ॥
জয় জয় মহাবিষ্ণু অবতার শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।
জয় জয় গদাধর-শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ॥

* অতঃপর রুচি অনুসারে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনাপদ একটী কীর্ত্তন করিয়া, "হরিহরয়ে নমঃ" ইত্যাদি নামমালা কীর্ত্তন করা যাইতে পারে। কীর্ত্তনান্তে উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি করিতে হয়। যথা—প্রেমছে কহ শ্রীরাধে কৃষ্ণ, বলিয়ে প্রভু নিতাই চৈতন্ত অদ্বৈত, জয় শ্রীরাধারাণী কি জয় ইত্যাদি।

জয় জয় স্বরূপ রূপ সনাতন, রায় রামানন্দ।
জয় জয় খণ্ডবাসী নরহরি মুরারি মুকুন্দ॥
জয় জয় পঞ্চপুত্র সঙ্গে নাচে রায় ভবানন্দ।
জয় জয় তিন পুত্র সঙ্গে নাচে সেন শিবানন্দ॥
জয় জয় দ্বাদশ গোপাল নাচে চৌষট্টি মহান্ত।
কৃপা করি দেহ গৌর-চরণারবিন্দ॥

(২)

জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ।
রাধে গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ॥
জয় জয় শ্যামসুন্দর মদনমোহন বৃন্দাবন চন্দ্র।
জয় জয় রাধারমণ রাসবিহারী শ্রীগোকুলানন্দ॥
জয় জয় রাধাকান্ত রাধাবিনোদ শ্রীরাধাগোবিন্দ।
জয় জয় রাসেশ্বরী বিনোদিনী ভানুকুল-চন্দ্র॥
জয় জয় ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দ।
জয় জয় শ্রীরূপমঞ্জরী রতিমঞ্জরী অনঙ্গ॥
জয় জয় পৌর্ণমাসী কুন্দলতা আর বীরাবৃন্দে।
কৃপা করি দেহ যুগল চরণারবিন্দে॥

মধ্যাহ্ন-ভোগারাত্রিক-কীর্ত্তনম্।

ভজ পতিত-উদ্ধারণ শ্রীগৌরহরি॥ ধ্রু॥

শ্রীগৌরহরি নবদ্বীপ-বিহারী, দীন-দয়াময় হিতকারী॥
শ্রীবাস করিল মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ। মধ্যাহ্ন সময়ে প্রভু দিলেন দরশন॥
বসিতে আসন দিলেন রত্ন-সিংহাসনে। সুবাসিত জলে করেন পাদ প্রক্ষালনে॥
শ্রীবাস-গৃহিণী আর নবদ্বীপ-নারী। উলু উলু জয় দেয় গৌরবদন হেরি॥

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যপ্রভু কর অবধান। ভোজন-মন্দিরে প্রভু করহ পয়ান॥
বামে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু দক্ষিণে নিতাই। মধ্য আসনে বৈসেন চৈতন্য গোসাঞি॥
চৌষট্টি মহান্ত আর দ্বাদশ গোপাল। ছয় চক্রবর্ত্তী আর অষ্ট কবিরাজ॥
এক মুষ্টি তণ্ডুলের অন্ন ক'রেছি রন্ধন। কৃপা করি তিন প্রভু করহ ভোজন॥
শাক শুকুতা অন্ন আর ফুলবড়ি। ডাল-খিচুরী লাফড়া দিয়ে সারি সারি॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত চিনি রম্ভা আদি করি। পিষ্টক পরমান্ন দেয় কোটরা পূরি॥
রসালা অমৃত কেলি আর পূয়া পুরী। ভোজনের দ্রব্য যত কহিতে না পারি॥
ভোগের উপরে দেয় তুলসী-মঞ্জরী। আনন্দে ভোজন করেন নদীয়া-বিহারী॥
ভৃঙ্গার ভরিয়া দেয় সুবাসিত বারি। আনন্দে পিয়ন করেন নদীয়া-বিহারী॥
ভোজনের অবশেষে ডাবরে আচমন। সুবর্ণ থরুকায় করেন দন্ত শোধন॥
আচমন করিয়া প্রভু বসিলেন সিংহাসনে। কর্পূর তাম্বূল যোগায় প্রিয় ভক্তগণে॥
তাম্বূল খাইয়া করেন পালঙ্কে শয়ন। শ্রীগোবিন্দদাস করেন পাদ সম্বাহন॥
ফুলের চৌয়ারী ঘর ফুলের কেওয়ারী। ফুলে রত্ন-সিংহাসন চাঁদোয়া মশারী॥
তাহার মধ্যে মহাপ্রভু শুইয়া নিদ্রা যায়। নরহরি গদাধর চামর ঢুলায়॥
ফুলের পাপড়ি যত উড়ি পড়ে গায়। তাহার মধ্যে মহাপ্রভু সুখে নিদ্রা যায়॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস। সেবায় অভিলাষ মাগে নরোত্তম দাস॥

শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডতীরে ভোজনারাত্রিকম্।

ভজ গোবিন্দ মাধব শ্রীগিরি-ধারী।

ওহে গিরিধারি কুণ্ডবিহারি, কেলিকলারস দুহুঁ মনোহারী॥
ওহে রাধাকুণ্ড তব কুণ্ড-নীরে তীরে। মদীশ্বরী মদীশ্বর সদাই বিহরে॥
কুঞ্জে মধু পান করি বংশী চুরি করি। তীরে হোলী খেলা খেলি জলে জল-কেলি।
কৃষ্ণকণ্ঠে ধরি রাই করয়ে বিহার। তীরে থাকি সখীগণ বলে ভালে ভাল॥

প্রেমরসে পরস্পরে মিলন করিয়া। সবাই উঠিলা তীরে সুস্নাতা হইয়া॥
সূক্ষ্ম বাসে দেহ কেশ সখীরা মাজিলা। সূক্ষ্ম বস্ত্র-যুগ্ম সবে পরিধান কৈলা॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ-প্রিয়াগণ সভ্যাদিক সঙ্গে। শ্রীপদ্ম-মন্দিরে আরোহিলা মনোরঙ্গে॥
তবে বৃন্দা উত্তর কুট্টিমে সবে আনি। দেখাইলা ভক্ষ্য যত বস্তু-সুসাজনি॥
শুভ্রবস্ত্রাবৃত শুভ্রপুষ্পাসনোপরে। বসিলেন কৃষ্ণচন্দ্র ভোজনের তরে॥
সুবল বামেতে, বটু দক্ষিণে বসিলা। সখীগণ সহ রাই সম্মুখে রহিলা॥
বৃন্দাদেবী সামগ্রী সকল দেন আনি। পরিবেশন করে সুখে রাধা সুধাননী॥
চিনিপাকে ক্ষীরসারে পক্কান্ন করিয়া। শ্রীরাধিকা নিজ করে ঘরে বানাইয়া॥
অনেক আনিয়াছেন দুগ্ধের বিকার। নারঙ্গ ছোলঙ্গ আম্রফলের আকার॥
ফল পুষ্পযুত বৃক্ষাদিক শর্করার। করিয়া আনিয়াছেন অনেক প্রকার॥
আম্র বিল্ব নারিকেল দাড়িম্ব সহিত। নারঙ্গ ছোলঙ্গ বৃক্ষ শর্করা-নির্ম্মিত॥
পক্কান্নের এই সব বৃক্ষাদি নিরখি। প্রশংসিয়া ভুঞ্জিয়া হইলা কৃষ্ণ সুখী॥
চন্দ্রকান্তি গঙ্গাজল আদি লাড়ুগণ। পঞ্চেন্দ্রিয়াহ্লাদগুণ করয়ে ধারণ॥
শর্করা লবঙ্গ এলা মরিচ কর্পূরে। মিলাইয়া কৃত লাড়ু পিষ্ট দুগ্ধ সারে॥
এইরূপে সুখে কৃষ্ণ করিলা ভোজন। সখীদত্ত জলে তবে কৈলা আচমন॥
পদ্মমন্দিরের মাঝে গোবিন্দ আইলা। কুসুমশয্যাতে আসি শয়ন করিলা॥
তবে ত তুলসী প্রিয় সখীগণ লইয়া। শ্রীকৃষ্ণচরণ সেবে হরষিত হইয়া॥
তবে শ্রীরাধিকা সঙ্গে লৈয়া নিজ গণ। কান্তের অধরামৃত করেন ভোজন॥
ভোজন করিয়া সবে আচমন কৈলা। শ্রীপদ্মমন্দিরান্তরে প্রবেশ করিলা॥
তুলসী সভাকে দিলা কৃষ্ণচর্ব্ব্য পান। নান্দী কুন্দ ধনিষ্ঠারে কৈলা বীড়া দান।
শয়নে রহিলা দোহে হাস্য পরিহাসে। শ্রীরূপ ব্যজন সেবা করেন হরিষে॥
রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবন বাঞ্ছিত। এ যদুনন্দন কহে গোবিন্দ-চরিত॥

——:*:——

অধিবাস-কীর্ত্তন।

(১)

জয়রে জয়রে গোরা, শ্রীশচীনন্দন, মঙ্গল নটন সুঠাম।
কীর্ত্তন আনন্দে, শ্রীবাস রামানন্দে, মুকুন্দ বাসু গুণগান॥
দ্রাং দ্রিমিকি দ্রিমি, মাদল বাজত, মধুর মন্দির রসাল।
শঙ্খ করতাল, ঘণ্টারব ভেল, মিলল পদতলে তাল॥
কো দেই গোরা অঙ্গে, সুগন্ধি চন্দন, কো দেই মালতীর মাল।
পিরীতি-ফুলশরে, মরম ভেদল, ভাবে সহচর সবে ভোর॥
কোহি কহত গোরা, জানকীবল্লভ, রাধার প্রিয় পাঁচ বাণ।
নয়নানন্দের মনে, আন নাহিক জানে, (গৌর) আমার গদাধরের প্রাণ॥

(২)

কি আনন্দ নবদ্বীপে, শ্রীবাস আচার্য্যের গৃহে, শুভ দিন শুভ অতিশয়।
চৈতন্য আনন্দ মন, নিত্যানন্দে ডাকি কন, প্রেমপূর্ণ কর নদীয়ায়॥
অনর্থ কলির কাম, নাহি মুখে কৃষ্ণনাম, অসৎ কথায় সতত মগন।
ভক্তিগন্ধ নাহি পায়, কেবল পশুর প্রায়, হরিনাম না করে গ্রহণ॥
হইয়া মায়ার দাস, করে নানা অভিলাষ, মিছা দ্বন্দ্বে যাইছে জীবন।
উদ্ধারিতে জগজন, আনহ মহান্তগণ, কৃপাবলে তারিবে ভুবন॥
নিত্যানন্দ পত্র ল'য়ে, মুকুন্দে সঁপিলেন যেয়ে, মুকুন্দ পাঠালেন ঠাঁই ঠাঁই।
আইলা মহান্ত যত, গণনা কে করে কত, অসংখ্য মহান্ত অন্ত নাই॥
সবার নয়নে ধারা, সজল-নয়নে গোরা, আলিঙ্গন করে সম্ভাষণ।
পদ প্রক্ষালন করি, বসিলা গৌরাঙ্গে ঘেরি, চাঁদমুখ করে দরশন॥

রোপিল কদলী চারি, গঙ্গাজল ঘট ভরি, নারিকেল তাহার উপর।
গন্ধবাস উপহারে, শ্রীকৃষ্ণ-অর্চ্চন করে, নারীগণে করে জয়কার॥
শঙ্খ ঘণ্টা করতাল, মৃদঙ্গ বাজায় ভাল, প্রেমানন্দে নাচে দুই ভাই।
সঙ্গে নাচে ভক্তগণ, হরিবোল ঘন ঘন, প্রেম পুলকের অন্ত নাই॥
মাল্যচন্দন দান, ভক্ষ্যভোজ্য বাসস্থান, সুখেতে রহিল সব জন।
বাসুদেব ঘোষে বলে, আসিবে প্রভাতকালে, কাল হবে হরিসংকীর্ত্তন॥

(৩)

জয় জয় নবদ্বীপ-মাঝ।
গৌরাঙ্গ-আদেশ পাঞা, ঠাকুর অদ্বৈত যাঞা,
করে খোল মঙ্গলের সাজ।
আসিয়া বৈষ্ণব সব, হরিবোল কলরব,
মহোৎসবের করে অধিবাস।
আপনি নিতাই ধন, দেই মালা চন্দন,
করে প্রিয় বৈষ্ণব-সন্তাষ॥
গোবিন্দ মৃদঙ্গ লৈয়া, বাজায় তাতা থৈয়া থৈয়া,
করতালে অদ্বৈত চপল।
হরিদাস করে গান, শ্রীবাস ধরয়ে তান,
নাচে গোরা কীর্ত্তন মঙ্গল॥
চৌদিকে বৈষ্ণবগণে, হরি বোলে ঘনে ঘনে,
কালি হবে কীর্ত্তন মহোৎসব।
আজি খোল মঙ্গলি, রাখিয়ে আনন্দ করি,
বংশী বলে দেহ জয় রব॥

——:*:——

মহান্ত-বিদায়।

মহা মহা মহোৎসব সম্পূর্ণ-কারণ। দধিমঙ্গল আনাইলেন শচীর নন্দন ॥
গৌরীদাস কীর্ত্তনীয়ার গলায় ধরিয়া। কহিছেন মহাপ্রভু কান্দিয়া কান্দিয়া ॥
গোলোক-সম্পত্তি হরিনামসংকীর্ত্তন। কেমনে করিব পূর্ণ ফাঁটে মোর মন ॥
এত বলি মহাপ্রভু চারি পানে চায়। আপন বদনে দেহ মহান্ত বিদায় ॥
চৌষট্টি মহান্ত নিতাই বিদায় করিতে। আধবোল বলি নিতাই পড়িল ভূমিতে
বন্দনা করিয়া সবে শিরেতে ধরিয়া ॥ বিদায় হইয়া যায় হরিধ্বনি দিয়া ॥
হরিধ্বনি শুনি নিতাই পাইল চেতন। অতঃপর ধরিতে যায় মহাপ্রভুর চরণ
চৌষট্টি মহান্ত গেল আপন নগর। দ্বাদশ গোপাল গেল আপনার ঘর ॥
শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু তবে গেলেন শান্তিপুরে। শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ রইলেন নদীয়ানগরে
যার যেই স্থানে গেল মহান্তের গণ। ভূমেতে পড়িয়া বাসু হইল অচেতন ॥

-:০:-

অথ সায়াহ্ন-কীর্ত্তনম্।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের সন্ধ্যা-আরতি।

ভালি গোরাচাঁদের আরতি বনি। বাজে সংকীর্ত্তনে মধুর ধ্বনি ॥
শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে বাজে করতাল। মধুর মৃদঙ্গ বাজে, শুনিতে রসাল ॥
বিবিধ কুসুমফুলে গলে বনমালা। কত কোটি চন্দ্র জিনি বদন উজ্জালা ॥
ব্রহ্মাআদি দেব যাকো করজোড় করে। সহস্র বদনে ফণী মণি ছত্র ধরে ॥
শিব শুক নারদ বেদ বিচারে।* নাহি পরাৎপর ভাববিভোরে ॥
শ্রীনিবাস হরিদাস পঞ্চম গাওয়ে। নরহরি গদাধর চামর ঢুলাওয়ে ॥
বীরবল্লভদাস শ্রীগৌরচরণে আশ। জগ ভরি রহল মহিমা প্রকাশ ॥ ১ ॥

* পাঠান্তর—শিব শুক নারদ ব্যাস বিসঙরে

শ্রীশ্রীরাধারাণীর সন্ধ্যা-আরতি।

জয় জয় রাধেজীকো শরণ তোঁহারি। ঐছন আরতি যাউ বলিহারি॥
পাটপাটাম্বর উড়ে নীল সাড়ী। সিঁথিপর সিন্দূর অরুণ উজারি॥
বেশ বনাওত প্রিয় সহচরী। রতন-সিংহাসনে বৈঠল গৌরী॥
রতনে জড়িত মণি মাণিক্যমতি। ঝলমল আভরণ প্রতি অঙ্গে জ্যোতিঃ॥
চুয়া চন্দন গন্ধ দেয় ব্রজবালা। বৃষভানু-নন্দিনীর বদন উজালা॥
চৌদিকে সখীগণ দেয় করতালি। আরতি করতহি ললিতা প্যারী॥
নব নব ব্রজবধূ মঙ্গল গাওয়ে। প্রিয়নর্ম্মসখীগণ চামর ঢুলাওয়ে।
রাধা-পদপঙ্কজ ভকতহি আশা। দাস মনোহরে করে চরণ ভরসা॥ ২॥

শ্রীশ্রীমদনগোপালের সন্ধ্যা-আরতি।

হরত সকল সন্তাপ জনমকো, মিটত তলপ যমকাল কি।
আরতি কিয়ে জয় জয় মদনগোপাল কি॥
গোঘৃতরচিত কর্পূর কি বাতি, ঝলকত কাঞ্চন থার কি।
চন্দ্রকোটি কোটি ভানুকোটি ছবি, মুখশোভা নন্দলাল কি॥
চরণকমল পরে নূপুর বাজে, উড়ে দোলে বৈজয়ন্তীমাল কি।
ময়ূরমুকুট পীতাম্বর শোহে, বাজত বেণু রসাল কি॥
সুন্দর লোল কপোলন কিয়ে ছবি, নিরখত মদন গোপাল কি।
সুর-নর-মুনিগণ করতহি আরতি, ভকতবৎসল-প্রতিপাল কি॥
বাজে ঘণ্টাতাল মৃদঙ্গ ঝাঁঝরি, অঞ্জলি কুসুম গোলাল কি।
হুঁ হুঁ বলি বলি রঘুনাথদাস গোস্বামী, মোহন গোকুল লাল কি॥
মদন গোপাল জয় জয় যশোদাতুলাল কি।
যশোদাতুলাল জয় জয় নন্দতুলাল কি।

নন্দদুলাল জয় জয় গিরিধারীলাল কি।
গিরিধারীলাল জয় জয় গোবিন্দ গোপাল কি।
গোবিন্দ গোপাল জয় জয় গৌর গোপাল কি।
গৌর গোপাল জয় জয় শচীর দুলাল কি।
শচীর দুলাল জয় জয় নিতাই দয়াল কি।
নিতাই দয়াল সীতা অদ্বৈত দয়াল কি।
আরতি কিয়ে জয় জয় মদন গোপাল কি॥ ৩॥

শ্রীতুলসী-দেবীর সন্ধ্যা-আরতি।

নমো নমো তুলসী মহারাণী, বৃন্দে মহারাণী।
নমরে নমরে মাইয়া নমো নারায়ণী॥
যাঁকো দরশে পরশে অঘনাশিনী। মহিমা বেদপুরাণে বাখানি॥
যাঁকো পত্র মঞ্জরী কোমল, শ্রীপতিচরণ-কমলে লেপটানি।
ধন্য তুলসী মাইয়া কোন তপ কিয়ে, শালগ্রাম মহাপাটরাণী॥
ধূপদীপ নৈবেদ্য আরতি, ফুলন কিয়ে বরখা বরখানি।
ছাপ্পান্ন ভোগ ছত্রিশ ব্যঞ্জন, বিনা তুলসী প্রভু এক নাহি মানি॥
শিব সনকাদি আর ব্রহ্মাদিক, ঢুরত ফিরত মহামুনি জ্ঞানী॥
চন্দ্রশেখর* মাইয়া তেরি যশ গাওয়ে, ভকতি দান দিয়ে মহারাণী॥ ৪॥

জয়দেবী

শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল ধৃতকুণ্ডল কলিত-ললিত-বনমাল।
জয় জয় দেব হরে॥
দিনমণিমণ্ডল-মণ্ডন ভবখণ্ডন, মুনিজন-মানস-হংস।
কালিয়বিষধর-গঞ্জন জনরঞ্জন, যদুকুল-নলিন-দিনেশ॥

* পাঠান্তর—চন্দ্রাসখী।

মধু-মুর-নরক-বিনাশন গরুড়াশন, সুরকুল-কেলি-নিদান।
অমলকমলদল-লোচন ভবমোচন, ত্রিভুবন-ভবন-নিধান ॥
জনকসুতাকৃতভূষণ জিতদূষণ, সমরশমিত-দশকণ্ঠ।
অভিনবজলধরসুন্দর ধৃতমন্দর, শ্রীমুখচন্দ্র-চকোর ॥
তব চরণে প্রণতাবয়মিতি ভাবয়, কুরু কুশলং প্রণতেষু।
শ্রীজয়দেবকবেরিদং কুরুতে মুদং মঙ্গলউজ্জ্বলগীতং ॥
(জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দগোপাল, জয় যশোদাদুলাল,
ভজ নন্দদুলাল)—জয় জয় দেব হরে ॥ ৫ ॥

শ্রীশ্রীনামমালা।

জয় জয় রাধামাধব, রাধামাধব রাধে, জয়দেবের প্রাণধন হে।
জয় জয় রাধামদনগোপাল, রাধা মদনগোপাল রাধে, সীতানাথের প্রাণধন হে।
জয় জয় রাধাগোবিন্দ রাধাগোবিন্দ রাধে, রূপগোস্বামীর প্রাণধন হে।
জয় জয় রাধাগোপীনাথ, রাধাগোপীনাথ রাধে, মধুপণ্ডিতের প্রাণধন হে।
জয় জয় রাধামদনমোহন, রাধামদনমোহন রাধে, সনাতনের প্রাণধন হে।
জয় জয় রাধা দামোদর, রাধাদামোদর রাধে, জীবগোস্বামীর প্রাণধন হে।
জয় জয় রাধারমণ, রাধারমণ রাধে, গোপাল ভট্টের প্রাণধন হে।
জয় জয় রাধাবিনোদ, রাধাবিনোদ রাধে, লোকনাথগোসাইর প্রাণধন হে।
জয় জয় রাধা গিরিধারি, রাধাগিরিধারি রাধে, দাসগোস্বামীর প্রাণধন হে।
জয় জয় রাধাশ্যামসুন্দর, রাধাশ্যামসুন্দর রাধে, শ্যামানন্দের প্রাণধন হে।
জয় জয় রাধা বঙ্কবিহারি, রাধাবঙ্কবিহারি রাধে, হরিদাসস্বামীর প্রাণধন হে।
জয় জয় রাধাকান্ত জয়, রাধাকান্ত জয় রাধে, বক্রেশ্বরের প্রাণধন হে।
জয় জয় রাধাব্রজমোহন, রাধাব্রজমোহন রাধে, ঠাকুরনরোত্তমের প্রাণধন হে ॥৬॥

——o——

অথ লীলাস্মরণ-পদ্ধতিঃ।

অষ্টকালীন-লীলাসূত্র।

রাত্র্যন্তে শয়নোত্থিতঃ সুরসরিৎস্নাতো বভৌ যঃ প্রগে
পূর্ব্বাহ্নে স্বগণৈর্লসত্যুপবনে তৈর্ভাতি মধ্যাহ্নকে।
যঃ পূর্য্যামপরাহ্নকে নিজগৃহে সায়ং গৃহেঽথাঙ্গনে
শ্রীবাসস্য নিশামুখে নিশি বসন্ গৌরঃ স নো রক্ষতু॥

যিনি **নিশান্তে** শয্যা হইতে গাত্রোত্থান, **প্রাতঃকালে** গঙ্গাস্নান, **পূর্ব্বাহ্নে** ভক্তসম্মীলন, **মধ্যাহ্নে** ভক্তবর্গের সহিত উপবনে বিহার, **অপরাহ্নে** নগরভ্রমণ, **সায়াহ্নে** গৃহগমন, **প্রদোষে** শ্রীবাসভবনে গমন, **নিশাতে** নিজগৃহে গমন ও শয়ন, এই সকল লীলা করেন, সেই **শ্রীগৌরাঙ্গ** আমাদিগকে কৃপা করুন।

কুঞ্জাদ্‌গোষ্ঠং নিশান্তে প্রবিশতি কুরুতে দোহনান্নাশনাদ্যাং
প্রাতঃ সায়ঞ্চ লীলাং বিহরতি সখিভিঃ সঙ্গবে চারয়ন্ গাঃ।
মধ্যাহ্নে চাথ নক্তং বিলসতি বিপিনে রাধয়াদ্ধাপরাহ্নে
গোষ্ঠং যাতি প্রদোষে রময়তি সুহৃদো যঃ স কৃষ্ণোঽবতান্নঃ॥

যিনি **নিশান্তে** কুঞ্জ হইতে গোষ্ঠে প্রবেশ, গোদোহন ও ভোজন, **প্রাতঃকালে** সখাগণের সহিত ক্রীড়া, **পূর্ব্বাহ্নে** গোচারণ, **মধ্যাহ্নে** বিপিনে শ্রীরাধার সহিত সম্মীলন, **অপরাহ্নে** গোষ্ঠে গমন (নিজভবনে প্রত্যাগমন,) **সায়াহ্নে** সখাগণের সহিত পুনর্ব্বার ক্রীড়া, **প্রদোষে** ভোজন ও সুহৃদ্‌বর্গের সন্তোষ বিধান, **নিশাতে** পুনর্ব্বার বিপিনে শ্রীরাধার সহিত সম্মীলন, এই সকল লীলা করেন, সেই **শ্রীকৃষ্ণও** আমাদিগকে কৃপা করুন।

শ্রীগৌরাঙ্গের নিশান্তলীলা।

প্রগে শ্রীবাসস্থ দ্বিজকুলরবৈর্নিস্ফুটবরৈঃ
শ্রুতিধ্বানপ্রখৈ্যঃ সপদি গতনিদ্রং পুলকিতং।
হরেঃ পার্শ্বে রাধাস্থিতিমনুভবন্তং নয়নজৈ-
র্জলৈঃ সংসিক্তাঙ্গং বরকনকগৌরং ভজ মনঃ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজভবনের ঈশানকোণে শ্রীবাসভবন। তাহার ঈশান-কোণে গঙ্গাতটে শ্রীবাসপণ্ডিতের পুষ্পোদ্যান। তন্মধ্যে মণিমন্দিরে রত্নপর্য্যঙ্কোপরি কুসুমশয্যায়, শ্রীমন্মহাপ্রভু কীর্ত্তনান্তে পূর্ব্বশিরা হইয়া শায়িত আছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শয়নমন্দিরের চতুর্দ্দিকে,—শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু, গৌরীদাসপণ্ডিত, শ্রীবাস, গদাধর, স্বরূপদামোদর, রায় রামানন্দ ও গুরুবর্গের পৃথক্ পৃথক্ শয়ন-প্রকোষ্ঠ। সাধক উত্তরপার্শ্বে নিজ প্রকোষ্ঠে শয়নে আছেন। সাধক ও শ্রীগুরুদেব উভয়েই—কিশোরবয়স্ক, গৌরবর্ণ, শুভ্রবস্ত্রপরিহিত এবং মস্তকে দীর্ঘকেশবিশিষ্ট। প্রথমতঃ সাধক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক, পূর্ব্বপার্শ্বে যাইয়া মুখ প্রক্ষালনাদি করিলেন। তৎপর কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া পাদসম্বাহনাদি দ্বারা শ্রীগুরুদেবকে জাগাইয়া, তদীয় শ্রীমুখপ্রক্ষালনাদি করাইলেন। পরে শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করতঃ শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে শ্রীমন্দিরের চতুর্দ্দিকে ঝাড়ু দিয়া, শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করি-লেন।

অনন্তর সাধক, শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে গঙ্গাস্নানাদি করিলেন। তৎপর দুই জনে পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিয়া, বিবিধ কুসুম চয়ন ও মাল্য রচনা করিতে লাগিলেন। দুইটি পাত্রে গঙ্গাজল সংস্কার করিয়া, এক পাত্র জল আচমনীয়-পাত্র ও গামছা নিজ প্রকোষ্ঠে রাখিয়া, আর এক পাত্র জল, আচমনীয়-ডাবর, স্কন্ধে চীনবস্ত্রের গামছা লইয়া শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইলেন। পাদ-সম্বাহন দ্বারা শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে জাগাইয়া, তদীয় শ্রীমুখ প্রক্ষালন ও মার্জ্জন করান হইল। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু অনঙ্গ-মঞ্জরীর আবেশে গর গর আছেন। এই অবসরে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু নিজ প্রকোষ্ঠ হইতে আসিয়া শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে বলিলেন,—শ্রীপাদ! প্রভু গোঁ। গোঁ। শব্দ করিতেছেন কেন? শ্রীপাদ বলিলেন,—আমিও শব্দ শুনিয়াছি বটে, কিন্তু কারণ জানি না; স্বরূপকে জিজ্ঞাসা করুন। এই বলিয়া স্বরূপদামোদরের প্রকোষ্ঠে যাইতে না যাইতে, স্বরূপদামোদর ও রায় রামানন্দ বাহির হইলেন। শ্রীপাদ জিজ্ঞাসা করাতে, স্বরূপদামোদর বলিলেন,—আমিও গোঁ। গোঁ। শব্দ শুনিয়াছি, তবে কারণ কি, নিশ্চয় জানি না; বোধ হয় শ্রীপ্রভু রাধাভাবাঢ্য হইয়া শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক দৃঢ় আলিঙ্গন জন্য ঐপ্রকার শব্দ করিয়াছেন। চলুন দেখি গিয়া; এই বলিয়া সকলে সাধকের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া, শ্রীপ্রভুর মন্দিরের উত্তর দিকের গবাক্ষদ্বার দিয়া দর্শন করিতে লাগিলেন এবং "শুতিয়াছেন গোরাচাঁদ শয়ন-মন্দিরে" ও "শেষরজনীমাহা শুতল শচীসুত" এই পদ দুইটীর বর্ণিত ভাব ও লীলা স্মরণে প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে থাকিলেন।

নিশাবসান-সময়ে অলিকুল মধুলোভে গুঞ্জন করিতেছে, বিহঙ্গগণ তরুশাখায় বসিয়া কলধ্বনি করিতেছে। শ্রীপ্রভুর শয়নমন্দিরে স্বর্ণপিঞ্জরে স্থিত শুকপাখী, শ্রীপ্রভুকে জাগাইবার নিমিত্ত গান করিতে লাগিল। তাহা শ্রবণ করিয়া শ্রীপ্রভু অঙ্গমোড়া দিয়া, হরে কৃষ্ণ নাম করিতে থাকিলেন। সাধক, শ্রীপ্রভুর শ্রীমুখোচ্চারিত নাম শ্রবণে বিগলিত হইলেন। তৎপর নিজ প্রকোষ্ঠে স্থাপিত ভৃঙ্গার, আচমনীয়পাত্র ও চীনবস্ত্রের গামছা লইলেন, শ্রীগুরুদেব পুষ্পমাল্যসকল হস্তে করিয়া—উভয়ে শ্রীপ্রভুর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করতঃ দেখিলেন, দুই প্রভু এক আসনে উপবেশন করিয়াছেন। অতঃপর শ্রীগুরুদেব, সাধকের হস্ত হইতে জল পাত্র লইয়া শ্রীস্বরূপদামোদরের হস্তে

অর্পণ করিলেন; স্বরূপদামোদর শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখ প্রক্ষালন করিয়া মুছাইয়া দিলেন। সাধক নিজ হস্তে ডাবর ধরিয়াছিলেন, মুখপ্রক্ষালন-জল বাহিরে ফেলিয়া দিয়া ডাবর ধৌত করিয়া শ্রীমন্দিরে আসিলেন। স্বরূপ-দামোদর ও গদাধরপণ্ডিত, সাধকের হস্ত হইতে মাল্য লইয়া দুই প্রভুকে পরাইতে লাগিলেন। সাধক, শ্রীচরণে মাল্য পরাইতে পরাইতে শ্রীচরণচিহ্ন সকল স্মরণ করিতে থাকিলেন।

শ্রীপ্রভুর সম্মুখে শ্রীসীতানাথ, গদাধর, শ্রীবাস; বামে ছয় গোস্বামী প্রভৃতি অবস্থিত আছেন। ইঁহাদিগকে সাধক মাল্য পরাইয়া দিলেন; শ্রীস্বরূপদামোদর মঙ্গল আরতি করিতে লাগিলেন। তদনন্তর শ্রীমন্মহাপ্রভু পার্ষদবর্গ সহ, দক্ষিণপার্শ্বে শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের গৃহে গমন করিয়া পুষ্পো-দ্যানদর্শনে বৃন্দাবন-নিকুঞ্জে শ্রীরাধাগোবিন্দের শয়নবিলাস স্মরণ করিয়া সেই ভাবে আবিষ্ট হইলেন। স্বরূপদামোদর তদ্ভাবোচিত গান করিতে লাগিলেন; গান শ্রবণে ও শ্রীপ্রভুর ভাবাবেশ দর্শনে ভক্তগণ নিজ নিজ ভাবে নিমগ্ন হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে সাধকও শ্রীগুরুদত্ত মঞ্জরীস্বরূপে শ্রীবৃন্দাবন-নিকুঞ্জমধ্যে আপনার স্থিতি ও যুগলবিলাস-রস অনুভব করিতে লাগিলেন।

তৎপর হংসাদির কলধ্বনি শ্রবণে শ্রীমন্মহাপ্রভু অর্দ্ধবাহ্যদশায় গর গর শব্দ করেন। তৎশ্রবণে ভক্তগণ বাহ্যস্ফূর্ত্তিতে গীত সমাপন করিলেন। কক্খটীবাক্য-সংত্রস্তা শ্রীরাধিকার ভাবে আবিষ্ট হইয়া শ্রীগৌরসুন্দর, দুই প্রভু ও ভক্তগণ সঙ্গে নিজ ভবনে উপস্থিত হইলেন। শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ, শ্রীপ্রভুকে পৌঁছাইয়া দিয়া নিজ নিজ গৃহে চলিলেন। দাসগণ শ্রীপ্রভুর পাদপ্রক্ষালনাদি করিয়া, রত্নপর্য্যঙ্কোপরি শয়ন করাইয়া পাদ-সম্বাহন করিতে লাগিলেন। শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈত প্রভু নিজ নিজ গৃহে শয়ন করিলেন। স্বরূপদামোদরাদি সকলেই নিদ্রিত হইলেন।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নিশান্তলীলা।

রাত্র্যন্তে ত্রস্তবৃন্দেরিতবহুবিরবৈর্বোধিতৌ কীরসারী-
পদ্যৈর্হৃদ্যৈরহৃদ্যৈরপি সুখশয়নাদুত্থিতৌ তৌ সখীভিঃ।
দৃষ্টৌ হৃষ্টৌ তদাত্বোদিতরতিললিতৌ কক্খটীগীঃসশঙ্কৌ
রাধাকৃষ্ণৌ সতৃষ্ণাবপি নিজনিজধাম্ন্যাপ্তুতল্পৌ স্মরামি॥

শ্রীবৃন্দাবনে নিকুঞ্জমন্দিরে অষ্টদলকমলাকৃতি মহাযোগপীঠে রত্নপর্য্যঙ্কো-পরি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। সখীমঞ্জরীগণ আপন আপন কুঞ্জে নিদ্রিত আছেন। সাধকও শ্রীগুরুপ্রদত্ত মঞ্জরীস্বরূপে গুরুরূপা মঞ্জরীর পার্শ্বে শায়িত ছিলেন; রজনী শেষ হওয়াতে সেবার নিমিত্ত সমুৎকণ্ঠিতচিত্তে শয্যা হইতে উঠিয়া, পশ্চিম দিকে যাইয়া মুখ প্রক্ষালন করিলেন। শ্রীগুরুরূপা সখীকে পাদসম্বাহনাদি দ্বারা জাগাইয়া, শ্রীমুখ প্রক্ষালন করিয়া দিলেন। তৎপর সাধকদাসী ও গুরুরূপা মঞ্জরী শ্রীরাধা-কৃষ্ণের নাম কীর্ত্তন সহকারে আনন্দভরে ক্রীড়ানিকুঞ্জ প্রদক্ষিণ করিতে করিতে, শ্রীললিতাদি সখীগণকে নিজ নিজ কুঞ্জে এলমেল অঙ্গে শয়ানা দেখিলেন।

অনন্তর বৃন্দাদেবী নিশাবসান দেখিয়া দিবসাগমনশঙ্কায় কিশোরযুগলকে জাগাইবার নিমিত্ত, পক্ষীগণের প্রতি গান করিতে আদেশ করিলে, সেবোৎ-সুকচিত্তে অবস্থিত বিহঙ্গকুল ক্রীড়ানিকুঞ্জের চতুর্দ্দিক পরমানন্দে ধ্বনি করিতে লাগিল। ক্রমশঃ মঞ্জরীগণ ও সখীগণ নিদ্রা হইতে উঠিয়া আপন আপন শয্যায় বসিয়া, জৃম্ভা ত্যাগ ও হাস্যপরিহাস করিতে থাকিলেন। প্রধানা মঞ্জরীর আদেশে সাধকদাসী ও শ্রীগুরুরূপামঞ্জরী পুষ্পচয়ন করিতে করিতে দক্ষিণদিকে চলিলেন। মনোহর কুসুম সকল চয়নের পর মাল্যগ্রন্থন-স্থানে বসিয়া শ্রীগুরুরূপামঞ্জরী মাল্য রচনা করিতে লাগিলেন, সাধকদাসী কুসুম সংস্কার করিয়া দিতে থাকিলেন।

এদিকে পক্ষিগণের কল কল শব্দে শ্রীরাধাশ্যাম জাগরিত হইয়াও, পরস্পর কপটনিদ্রায় নিমীলিতলোচনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সাধকদাসী ও গুরুরূপামঞ্জরী লতাকুঞ্জের গবাক্ষে নিজ নিজ বদন অর্পণ করিয়া যুগল কিশোরের শয়ন-বিলাস দর্শন ও শ্রীচরণ-চিহ্ন ধ্যান করিতে লাগিলেন। অনন্তর শ্রীরাধিকার অতীব প্রিয়া সুবর্ণপিঞ্জরস্থিতা মঞ্জুভাষিণী নাম্নী গৃহসারিকা বলিতে লাগিল :—হে গোকুলবন্ধো! হে রসসিন্ধো! তোমার জয় হউক; এখন জাগরিত হও, প্রিয়াজীকে জাগাইয়া শীঘ্র গৃহে গমন কর। হে কমলমুখি! হে সাধ্বি! হে বৃষভানুনন্দিনি! প্রাতঃকাল হইয়াছে, শয়নসুখ ত্যাগ করিয়া গৃহে যাও। তৎপর বিচক্ষণ নামক শুক সুমধুর কবিতা সকল পাঠ করিতে লাগিল। তাহাতেও কিশোরযুগলের নিদ্রাভঙ্গ না হওয়ায়, শ্রীকৃষ্ণলীলারচনাবিষয়ে সুদক্ষ দক্ষনামক শুক, ক্রীড়াকুঞ্জের একপার্শ্বে বসিয়া বলিতে লাগিল :—হে কৃষ্ণ! ওদিকে গৃহে তোমার জননী গাত্রোত্থান করিতে না করিতে, শীঘ্র নিভৃতভাবে নিজ শয়ন-মন্দিরে গমন কর। সুরভীগণ তোমার মুখচন্দ্রদর্শনের নিমিত্ত স্তব্ধকর্ণে ঊর্দ্ধ মুখে উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে। দেবী পৌর্ণমাসী প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া তোমার জননীর সহিত তোমার শয়নগৃহে না আসিতে, শীঘ্র শয়ন-মন্দিরে প্রবেশ কর। শুকের এই বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ, সত্বর গোষ্ঠে গমনের নিমিত্ত গাত্রোত্থান করিলেন। তৎপর কপটনিদ্রাবতী নিমীলিতাক্ষী শ্রীরাধিকাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া, তাঁহার অঙ্গ-মাধুরী অবলোকন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর কান্তবদন-অবলোকনোৎসুকা কান্তা, ঘূর্ণালস-নয়ন-যুগল উন্মীলন করিলে পরস্পর পরস্পরের বিলাস-চিহ্নাঙ্কিত মুখ-শোভা সন্দর্শনে পুনরায় বিলাস-লালসায় নিমগ্ন হইলেন।

ললিতাদি সখীগণ বৃন্দাদেবীর সঙ্গে মিলিত হইয়া ক্রীড়ানিকুঞ্জের গবাক্ষ-পথে বদন অর্পণ করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রাভাতিক বিলাসসকল দর্শন করিতে লাগিলেন। তৎপর সকলে সহাস্যবদনে প্রিয়াজীকে পরিহাস করিতে

করিতে নিকুঞ্জমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সখীগণ স্ফুরিতনেত্রে নিকটে আসিতেছেন দেখিয়া, শ্রীরাধা সত্বর উত্থিত হইয়া সসম্ভ্রমে শ্রীকৃষ্ণের পীতবর্ণ উত্তরীয় দ্বারা গাত্র আবরণপূর্ব্বক, প্রিয়তমের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। বয়স্যাগণ মর্দ্দিতকুসুমসমূহপরিশোভিতা রজনীবিলাসসাক্ষিণী শয্যারূপা সখীর সৌন্দর্য্য এবং শ্রীকৃষ্ণের পরিহাসবাক্য বলিবার নিমিত্ত চঞ্চল ওষ্ঠাধর ও শ্রীরাধিকার লজ্জাবিনম্র বদনকমল, নিজ নিজ নয়নদ্বারা পান করিতে লাগিলেন। অনন্তর নাগরেশ্বর, প্রিয়তমার বদন-কমলের ভাব-শাবল্য-মাধুরী দর্শন-লালসে সখীগণকে নয়ন-ভঙ্গীদ্বারা, শ্রীরাধাকৃত চিহ্নযুক্ত স্বীয় বক্ষঃস্থল প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিলেন, হে সখীগণ! দেখ দেখ প্রাতঃকালে নিজকান্ত বিধুকে (আমাকে) গমনোন্মুখ দেখিয়া বিচ্ছেদ-ভয়ে রাধা, কান্তের দর্শন-লালসায় অম্বর রূপ চিত্রপটে (মদীয় বক্ষঃস্থলে) শত শত চন্দ্রলেখা অঙ্কিত করিয়াছেন।" শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে প্রহসিত-বদনা-সখীগণ-সমক্ষে শ্রীরাধা ভ্রূভঙ্গীযুক্ত কুটিল-কটাক্ষ-বাণ বর্ষণে প্রিয়তমকে যেন বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাহাতে শৃঙ্গার-ভাবোৎপন্ন হেলাজনিত উল্লাসময়, ঈষৎ মুকুলিত, অশ্রুপূর্ণ, অরুণরাগরঞ্জিত-প্রান্ত, লজ্জাভয়ে চপল-চকিত, ঈর্ষাভয়ে ভঙ্গুর, অতি উল্লাস-হেতু কান্তমুখাবলোকনে উৎফুল্ল তারাযুক্ত শ্রীরাধিকার নয়ন, শ্রীকৃষ্ণ নয়নের পরম আনন্দ বিস্তার করিতে লাগিলেন।

শ্রীরাধা-মাধবের বিলাস-মাধুরী-পানে সখী ও মঞ্জরীগণ সময়োচিত কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা আপন আপন সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। শ্রীরূপমঞ্জরীর ইঙ্গিতে সাধকদাসী ও গুরুরূপাসখী, শ্রীমুখ প্রক্ষালনের নিমিত্ত সুসংস্কৃত জল, সূক্ষ্মবস্ত্রখণ্ড ও গ্রথিত মাল্য সকল আনয়ন করিলেন। কেহ শ্রীরাধাশ্যামের শ্রীমুখ ধৌত করিয়া দিতে লাগিলেন, কেহ সূক্ষ্মবস্ত্রে শ্রীমুখ মুছাইয়া দিলেন। সাধকদাসী মুখপ্রক্ষালনপাত্র ধরিয়াছিলেন, কুঞ্জের বহির্দ্দেশে মুখপ্রক্ষালন জল ফেলিয়া দিয়া, পাত্রটি উত্তমরূপে ধৌত

করিয়া আনিলেন। কোন সখী মাল্য, কোন সখী বিপর্য্যস্ত বেশভূষণ সকল যথাস্থানে পরাইয়া দিতে লাগিলেন, শ্রীললিতাজী রত্নপ্রদীপ লইয়া, পরমানন্দভরে মঙ্গল আরত্রিক করিতে লাগিলেন। অপরাপর সখীমঞ্জরীগণ শ্রীরাধাশ্যামকে বেষ্টন করিয়া নৃত্যগীত ও কাঁসর ঘণ্টা করতাল মৃদঙ্গাদি বাদন করিতে থাকিলেন। পক্ষিকুল মধুর ধ্বনি ও ময়ূর ময়ূরী নৃত্য আরম্ভ করিল। "জয় রাধে শ্রীরাধে কৃষ্ণ ! রাধে গোবিন্দ জয় রাধে !" বলিয়া প্রেমানন্দে জয়ধ্বনি উঠিল।

শ্রীবৃন্দাদেবী কিশোরযুগল ও সখীগণকে আনন্দসাগরে নিমগ্ন দেখিয়া; রজনী প্রভাত হইল আশঙ্কায় নিজ ইঙ্গিতাভিজ্ঞা সারীকে আদেশ করিলেন। শুভা নাম্নী সারী বলিতে লাগিল,—হে রাধে কমলনয়নে ! তোমার শ্বশ্রূ গাত্রোত্থান করিয়া তোমার শয়নমন্দিরসমীপে আসিয়া তোমাকে বাস্তুপূজার আদেশ করিবার পূর্ব্বেই নিজ শয়নমন্দিরে গমন কর। হে কৃষ্ণ ! প্রাতঃকাল উপস্থিত হইল, এখনও প্রিয়াকে পরিত্যাগ করিলে না ? সারীবাক্যে সংক্ষুব্ধচিত্তা শ্রীরাধা প্রিয়বিরহকাতরা হইয়া শয্যা হইতে উঠিলেন ; শ্রীকৃষ্ণও প্রিয়তমার ভয়বিহ্বল-নেত্রযুক্ত মুখশ্রী দর্শন করিয়া দয়িতার নীলবর্ণ উত্তরীয় গ্রহণ করতঃ সত্বর শয্যা হইতে উঠিলেন। বামহস্তে প্রিয়তমার হস্ত, দক্ষিণ হস্তে বেণু ধারণ করিয়া কুঞ্জ হইতে বহির্গত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে সখীমঞ্জরীগণ রজনীবিলাসের দ্রব্যসম্ভার লইয়া বাহির হইলেন। শ্রীরতিমঞ্জরী বিগলিত কর্ণভূষণ, শ্রীরূপমঞ্জরী কঞ্চুলিকা,—শয্যা হইতে গ্রহণ করিয়া নিভৃতে প্রিয়াজীকে অর্পণ করিলেন। শ্রীগুণমঞ্জরী পতদ্গ্রহ (পিকদানী) লইয়া, কিশোরযুগলের চর্ব্বিততাম্বূল এবং শ্রীমঞ্জুলালী মঞ্জরী শ্রীঅঙ্গ-ভ্রষ্ট মাল্যচন্দনাদি সকলকে বিতরণ করিতে করিতে বাহির হইলেন। তৎপশ্চাৎ গুরুরূপা মঞ্জরী ও সাধকদাসী অবশিষ্ট দ্রব্যাদি লইয়া চলিলেন। সখীগণ কৃষ্ণাঙ্গে নীলাম্বর ও শ্রীরাধাঙ্গে পীতাম্বর সন্দর্শনে সহাস্যবদনে পরস্পর

চঞ্চল নয়নভঙ্গী দ্বারা বস্ত্রপরিবর্ত্তনবৃত্তান্ত সূচনা করতঃ পরমানন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রভাতকালীন শোভা অবলোকনে ও ললিতাজীর সঙ্গে প্রিয়তমার হাস্যপরিহাসময় বাক্যসুধাপানে হর্ষোন্মত্ত-চিত্তে গোষ্ঠগমন বিস্মৃত হইয়া, শ্রীরাধিকাকে প্রাভাতিক সৌন্দর্য্যদর্শন করাইতে লাগিলেন।

শ্রীবৃন্দাদেবী প্রাণেশ্বর প্রাণেশ্বরীর নিজ নিজ গৃহগমনবিস্মৃতি দর্শনে দিবস উপস্থিত হইবে ভয়ে, কক্খটীনাম্নী বৃদ্ধা মর্কটীকে ইঙ্গিত করিলেন; ইঙ্গিতাভিজ্ঞা কক্খটী অকস্মাৎ বজ্রপাতের ন্যায় বলিয়া উঠিল, "ঐ দেখ রক্তাম্বরধারিণী জটিলা উপস্থিত হইয়াছে।" সখীবৃন্দসহ যুগলকিশোর, জটিলার নামশ্রবণ মাত্র সশঙ্কিতচিত্ত চকিতনেত্রে অতৃপ্ততাসহকারেই নিকুঞ্জকানন পরিত্যাগ পূর্ব্বক, পরস্পর পরস্পরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে স্খলিতবেশে গলিতকেশে নিজ নিজ গৃহাভিমুখে পৃথক্ ভাবে দুর্গম বনপথে গমন করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অতি অল্পসময়মধ্যেই চকিতনয়নে গোষ্ঠস্থিত নিজ ভবনে উপস্থিত হইয়া, আস্তে ব্যস্তে শয়ন করিলেন। এদিকে সখীমঞ্জরীগণ বিয়োগবিধুরা শ্রীরাধিকাকে লইয়া, অপরের অলক্ষিতক্রমে দ্রুতগতিতে নিভৃতভাবে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। কিঙ্করীগণ শ্রীরাধিকাকে পাদপ্রক্ষালনাদি করাইয়া স্বর্ণপর্য্যঙ্কোপরি শয়ন করাইলেন; সখীগণ আপন আপন গৃহে যাইয়া নিদ্রিত হইলেন। প্রাণেশ্বরীজীর পাদসম্বাহনের পর কিঙ্করীগণও শয়ন করিলেন; সাধকদাসী গুরুরূপামঞ্জরীর পাদসম্বাহন করিতে লাগিলেন*।

ইতি শ্রীসাধনভক্তিচন্দ্রিকায়াং স্মরণপদ্ধতির্নাম চতুর্থঃ প্রকাশঃ।

ইতি প্রথম-বিভাগঃ সম্পূর্ণঃ।

---

* রাগানুগামার্গীয় ভক্তমহোদয়গণের নিকট প্রার্থনা :—অষ্টকালীন লীলাস্মরণ-পদ্ধতির অবশিষ্টাংশ (প্রাভাতিকলীলাদি), সাধনভক্তি-চন্দ্রিকার "দ্বিতীয় বিভাগে" সন্নিবেশিত হইল। অনুগ্রহ পূর্ব্বক দ্বিতীয় বিভাগ লইবার আদেশ পত্র প্রদান করিলে সুখী হইব।